উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮০,০১৫.৯০ (+৮৯৯.৭১)

নিফটি : ২৪,৭৬৫.৯০ (+২৮৫.৪০)

খামেনেইয়ের মৃত্যুতে ভারতের শোকপ্রকাশ ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| শিলিগুড়ি | জলপাইগুড়ি | কোচবিহার | আলিপুরদুয়ার |
|---|---|---|---|
| ৩৬° / ২০° | ৩৬° / ১৮° | ৩৬° / ১৮° | ৩২° / ১৯° |
| সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন |

কমিশনে ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি ৫

রাজ্যসভায় মনোনয়নপত্র পেশ নীতীশের ক্ষোভ জেডিইউয়ের অন্দরে ৭

শিলিগুড়ি ২১ ফাল্গুন ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 6 March 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 285

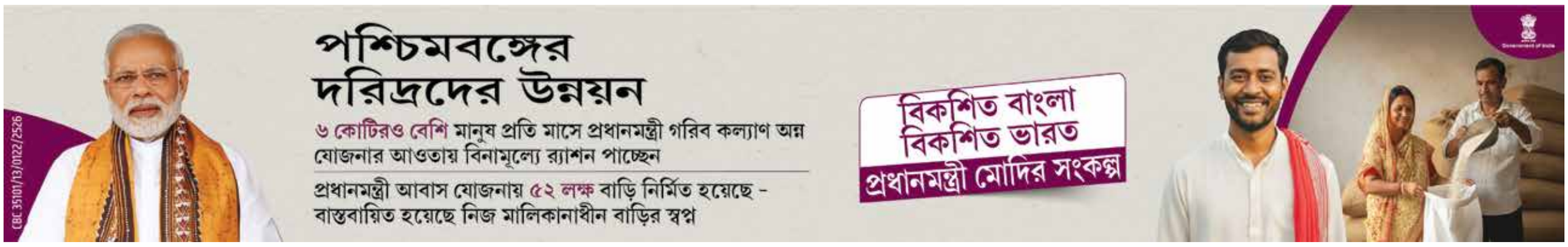


ফাইনালে সূর্যদের ভারত

# ইংরেজ-বধে নায়ক সঞ্জু

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত-২৫৩-৭
ইংল্যান্ড-২৪৬-৭
৭ রানে জয়ী ভারত

৪২ বলে ৮৯। সঞ্জুর ঝোড়ো ইনিংসে স্বপ্নের পথে সূর্যরা।

**মুম্বই, ৫ মার্চ :** শেষ ওভারে প্রয়োজন ৩০ রানের। বল হাতে শিবম দুবে। শতরান করে অসাধ্যসাধনের জন্য তখন মরিয়া জ্যাকব বেথেল। প্রথম বলেই রানআউট বেথেল। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে শব্দকল্পদ্রুম।

ইতিহাস বদলে দেব। ইতিহাসকে হারিয়ে দেব। টি২০ বিশ্বকাপ শুরুর আগে বিজ্ঞাপনের আসরে বলেছিলেন রোহিত শর্মা। সেই লক্ষ্যপূরণের শেষধাপে বৃহস্পতিবার পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া। ইংল্যান্ডকে ৭ রানে হারিয়ে রবিবার আহমেদাবাদে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেতাব ধরে রাখার যুদ্ধে নামবেন সূর্যকুমার যাদবরা।

তুমি বিশ্বকাপটাই তো হাত থেকে ফেলে দিলে!

লোপ্পা ক্যাচ ফেলে দেওয়ার পর স্টিভ ওয়া এমন অমর মন্তব্য করেছিলেন হার্সেল গিবসের উদ্দেশ্যে। মঞ্চটা ছিল ১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ডের মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপের আসরে সুপার সিক্স পর্বে অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ।

জাম্পকাট টু মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম।

আসর টি২০ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের। যুদ্ধ ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করার। এমন মারকাটারি ম্যাচের আসরের তিন নম্বর ওভারে জোফ্রা আর্চারের ডেলিভারিতে মিসড টাইম শট হল সঞ্জু স্যামসনের (৪২ বলে ৮৯)। বল সোজা চলে গেল ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি ব্রুকের হাতে।

এরপর দশের পাতায়

# বোস আউট, রবি ইন

## ভোটের আগে মেগা-টুইস্ট, ফুঁসছেন মমতা

নবনীতা মণ্ডল

**নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ :** বাংলার মসনদে মহাযুদ্ধ সময়ের অপেক্ষামাত্র। রাজনৈতিক দলগুলির তলোয়ারে শান দেওয়ার চরম উত্তেজনার মুহূর্তে বঙ্গ রাজনীতিতে যেন মেগা-ভূমিকম্প! রাজভবনের চাবি আচমকাই ছেড়ে দিলেন সিভি আনন্দ বোস। তাঁর জায়গায় যিনি আসছেন, তাঁর নাম শুনেই চোখ কপালে ওঠার জোগাড় নবান্নের। ভোটের ঠিক আগে রাজ্যপাল বদলের এই দাবা খেলায় দিল্লির আসল অঙ্কটা কী- তা নিয়ে সর্বত্রই এখন চর্চা কেন্দ্রে রাজভবনের এই 'মিউজিক্যাল চেয়ার।'

নয়াদিল্লিতে গিয়ে বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে মাত্র দু'লাইনের ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছেন আনন্দ বোস। তিনি রাজধানীতে চাণক্যপুরীর বঙ্গভবনে আছেন। শোনা যাচ্ছে, কেরলের ভূমিপুত্র হিসেবে হয়তো নিজের রাজ্যের রাজনীতিতে ভাগ্যপরীক্ষা করতে পারেন তিনি। কিন্তু সত্যিই কি তাই? নাকি তাঁকে সরতে বাধ্য করা হল?

দিল্লির রাজনৈতিক মহলে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, বাংলার রাজ্যপাল হিসেবে বোসকে যে 'বিশেষ বাড়তি দায়িত্ব' দেওয়া হয়েছিল, তাতে তিনি ডাহা ফেল করেছেন। তাই মেয়াদ শেষের আগেই এই বিদায়। রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী শশী পাঁজার বক্তব্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অবাধ্য হওয়ার ফলে আচমকা এই পরিণতি।

তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি এবং সময়মতো বিধানসভা ভোট করানোর বিষয়ে অমিত শা'র উদ্যোগে রাজি না হওয়ার জন্য কি রাজ্যপাল বোসকে সরে যেতে হল? ভোটের এক মাস আগে রাজ্যপালকে পদত্যাগ করাচ্ছে। বিজেপি চায় না, সময়ে ভোট হোক।'

মেয়াদ শেষ হওয়ার ২০ মাস আগে সিভি আনন্দ বোসের ইস্তফা নিয়ে জল্পনাকে আরও উসকে দিয়েছেন মমতা। তিনি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'কী কারণে রাজ্যপালের ইস্তফা, আমার জানা নেই। তবে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের মুখে কিছু রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য রাজ্যপাল যদি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চাপের মুখে পড়ে থাকেন, তাহলে অবাক হব না।'

রাষ্ট্রপতি ভবন দ্রুত সিভি আনন্দ বোসের ইস্তফাপত্র গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকও দ্রুততার সঙ্গে তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আরএন রবিকে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব দিয়ে দেয়। এতে ক্ষুব্ধ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, রাজ্যপাল নিয়োগে সংশ্লিষ্ট মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কেন্দ্রের পরামর্শ করার রীতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে।

সমাজমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'এই ধরনের একতরফা সিদ্ধান্ত ভারতের সংবিধানের ভাবনাকে দুর্বল করে এবং দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর আঘাত হানে।' তিনি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা শুধুমাত্র আমাকে জানিয়েছেন, আরএন রবি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হয়ে আসছেন।

এরপর দশের পাতায়

# টর্পেডোর জবাবে ধ্বংস মার্কিন ট্যাংকার

**কলম্বো ও তেহরান, ৫ মার্চ :** চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত- এই নীতিতে যেন আমেরিকাকে জবাব দিচ্ছে ইরান। টর্পেডো হামলায় ইরানের জাহাজডুবির পর পালটা হানায় উড়ে গেল মার্কিন ট্যাংকার। ওয়াশিংটনকে তেহরান বুঝিয়ে দিল, ইট মারলে পাটকেল খেতে হবে!

শ্রীলঙ্কা উপকূলে বুধবার মার্কিন সাবমেরিনের হামলায় ইরানের যুদ্ধজাহাজ 'আইআরআইএস ডেনা' ধ্বংস হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পালটা আঘাত হানে তেহরান। ইরানের ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)-র দাবি, উত্তর পারস্য উপসাগরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় একটি মার্কিন তেলবাহী ট্যাংকার ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে।

আগেই আমেরিকার উদ্দেশে 'ফল ভুগতে হবে' বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল ইরান। ডেনা ধ্বংসের পর বৃহস্পতিবার ভারত মহাসাগরে আরেকটি যুদ্ধজাহাজ পাঠায় ইরান। শ্রীলঙ্কার একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলে (ইইজেড) পৌঁছে জরুরি ভিত্তিতে বন্দরে ভেড়ার অনুমতি চায় যুদ্ধজাহাজটি। অনুমতি দেওয়া নিয়ে দ্বিধায় রয়েছে শ্রীলঙ্কা সরকার।

ভারতের কাছে যুদ্ধের আঁচ লাগার পাশাপাশি বৃহস্পতিবার দুই ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে ওমান উপসাগরে। ওই দুই নাবিক স্কাইলাইট নামে যে তৈলবাহী জাহাজে ছিলেন, তাতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়ে। নিহত দুই ভারতীয় নাবিকের একজন বিহারের বাসিন্দা ক্যাপ্টেন আশিস কুমার এবং রাজস্থানের বাসিন্দা জাহাজের ক্রু দিলীপ সিং।

আমেরিকা-ইজরায়েল এবং ইরানের এই ত্রিদেশীয় যুদ্ধে বৃহস্পতিবার ষষ্ঠ দিনে তেল আভিভের বাহিনী তেহরানে নতুন করে বোমাবর্ষণ করে। যাতে ব্যাপক ক্ষতি হয় ১২,০০০ আসনের আজাদি ফুটবল স্টেডিয়াম, বেশ কিছু পুলিশ স্টেশন এবং সরকারি ভবনের। ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ)-এর দাবি, ইরানের কোম শহরে একটি

এরপর দশের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

# নারী দিবসে শিকল যখন হয়ে ওঠে অলংকার

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

৮ মার্চ আর দু'দিন পরে বলেই শ্রীনগর এবং লখনউয়ের দৃশ্যগুলো চোখের সামনে ভাসছে বেশি করে। বারবার। যতবার ভাসছে, ততবার অবাক হচ্ছি আরও বেশি করে। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায় ঢাকার ছবিও।

ইরানের রাষ্ট্রপ্রধান এবং ধর্মীয় গুরু খামেনেই নিহত হওয়ার পর কাশ্মীর এবং লখনউয়ের রাস্তায় যে প্রতিবাদ মিছিল ছিল, তাতে মহিলাদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। অনেককে বুক চাপড়ে কাঁদতে দেখা গিয়েছে খামেনেইয়ের শোকে। মুখে ট্রাম্প এবং আমেরিকাকে অভিসম্পাত। অনেক তরুণীর কথায় শুনলাম, তাঁরা আমেরিকায় গিয়ে ট্রাম্পকে মেরে আসার জন্য তৈরি।

ধাঁধাটা এখানেই। যে খামেনেই মেয়েদের পায়ে বেড়ি লাগিয়ে দিতে চেয়েছেন, মেয়েদের বোরখার আড়ালে রেখে দিয়েছেন হাজার বছর পেছনে, তাঁর জন্য এই ভিনদেশি মহিলাদের এত আবেগ কেন? তাঁরা কি নিজেরাই স্বাধীনতাহীনতায় বেঁচে থাকতে চান বোরখা এবং অশিক্ষার অন্ধকারে? প্রচুর ইরানি মহিলা সম্প্রতি রাস্তায় নেমেছিলেন খামেনেইয়ের পোশাক নীতির প্রতিবাদে! তাহলে কেন ওই মহিলাদের এই প্রতিবাদে সায় ছিল না কোনও। ইরানের রাষ্ট্রপ্রধানের মৃত্যুতে শোকমিছিলেও হাজার হাজার মহিলাকে বোরখা পরে দেখা গেল। শ্রীনগর ও লখনউয়ের মতো তেহরানেও হাজার মহিলা কাঁদছিলেন ও অভিসম্পাত দিচ্ছিলেন ট্রাম্পকে।

এরপর দশের পাতায়

# প্যান্টের বেল্ট খুলে মার, রক্তাক্ত পুলিশ

শমিদীপ দত্ত

- বুধবার রাতে চারজন একটি স্কুটারে চেপে যাচ্ছিলেন
- পথ আটকে গাড়ি দাঁড় করানোয় পুলিশ সরতে বললে তর্কাতর্কি শুরু
- ট্রাফিক বুথে বসানো হয় অভিযুক্তদের, আচমকা এক ট্রাফিক কনস্টেবলের ওপর বেল্ট নিয়ে হামলা

**শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ :** চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার নিদর্শন। রাতের শহরে প্যান্টের বেল্ট খুলে এক কর্তব্যরত ট্রাফিক কনস্টেবলকে পেটানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন চারজন। বুধবার রাতে শিলিগুড়ি জংশন এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। বেল্টের বাকেলের আঘাতে মাথায় গুরুতর চোট পান ওই ব্যক্তি। প্রধাননগর থানার পুলিশ জানায়, ধৃতদের মধ্যে বিশাল দাস, অর্জুন মাহাতো ও অজয় মাহাতো পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। রামদেও মাহাতো নামের অপর অভিযুক্তের বাড়ি কালিয়াগঞ্জে। তাঁদের স্কুটারটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। চারজনকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

বুধবারই মহারাজ কলোনিতে দুই পরিবারের মধ্যে রং খেলা নিয়ে শুরু হওয়া বচসা হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। খবর যায় খালপাড়া ফাঁড়িতে। পুলিশ রাজা পাসোয়ান নামে এক তরুণকে আটক করে। পরে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে রাজাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই ধৃতকেও এদিন চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

দোল ও হোলিকে কেন্দ্র করে গত দু'দিন ধরে শহরের বিভিন্ন

এরপর দশের পাতায়

# নেতা নয়, ত্রাতা খুঁজছে দার্জিলিং

**প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। ভোটের আগে প্রতিটি বিধানসভার সেইসব গোপন রাজনৈতিক রসায়নের কথা তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ নজরে দার্জিলিং**

ভোটের অঙ্ক

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

**দার্জিলিং, ৫ মার্চ :** আপতত কাঞ্চনজঙ্ঘা নিজেকে আড়াল করেছে। জলাপাহাড় থেকে লেবং, তন্নতন্ন করে খুঁজেও তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে কাঞ্চনজঙ্ঘার মতোই নিজেদের আবেগ লুকিয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছেন দার্জিলিংয়ের ভোটাররা। নাইটিংগেল পার্কে বসে আড্ডা দেওয়া তরুণ-তরুণীদের কথাতেই তা স্পষ্ট। বছর পঁয়ত্রিশের অমর ভুজেলের কথাই ধরা যাক। একটি বেসরকারি সংস্থার ক্যাশিয়ার অমরের বক্তব্য, 'আমরা গোর্খাল্যান্ড চাই, এটা ঠিক। কিন্তু তারজন্য বুদ্ধি দিয়ে রাজনীতি না করে আমরা সবসময় আবেগ দিয়ে কাজ করি। তাতে আমাদেরই ক্ষতি হয়। আমাদের রাজ্যও চাই, আবার টিকে থাকার জন্য পর্যটকও চাই।' পাহাড়ের রাজনীতি চিরকালই আবেগের সোপানে দাঁড়িয়ে বাস্তবের রুক্ষ পাথরে আছাড় খেয়েছে। একচ্ছত্র ক্ষমতার বদলে পাহাড়ের রাজনৈতিক মানচিত্র আপাতত খণ্ডিত। গত পাঁচ বছরে রঙ্গিতের জল অনেক দূর গড়িয়েছে, আর সেই প্রবাহে ধুয়ে গিয়েছে বহু পুরোনো সমীকরণ, জন্ম নিয়েছে নতুন জল্পনা।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে জয়ী হওয়া নীরজ জিম্বা ছিলেন এক বিশেষ রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণের ফসল। জিএনএলএফ নেতা হয়েও পদ্ম প্রতীকে তাঁর জয় ছিল মূলত পাহাড়ের পুরোনো আবেগ ও গেরুয়া কৌশলের সুচিন্তিত রসায়ন। নীরজ ব্যক্তিগত জীবনে সজ্জন, মিষ্টভাষী এবং বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ান। বিধায়ক হিসেবে তাঁর খতিয়ান নিয়ে পাহাড়ের জনমনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। গোর্খাল্যান্ডের সেই চিরকালীন অগ্নিগর্ভ দাবি নিয়ে বিধানসভার অলিন্দে তাঁর কণ্ঠস্বর যতটা জোরালো হবে বলে প্রত্যাশা করেছিলেন পাহাড়বাসী, বাস্তবে তা হয়নি। ফলে সাধারণের চোখে নীরজ আহামরি কিছুই করতে পারেননি। উন্নয়নের পরিসংখ্যানেও তিনি খুব একটা উজ্জ্বল দাগ কাটতে পারেননি। তবে বিজেপির জন্য বড় স্বস্তি হয়ে দাঁড়িয়েছেন সাংসদ রাজু বিস্ট। পাহাড়ের মানুষের দীর্ঘদিনের অভিযোগ ছিল যে, বিজেপি কেবল ভোটের পাখি। ভোট ফুরোলে তারা কলকাতা বা দিল্লি উড়ে যায়। রাজু সেই মিথ ভেঙে বারবার পাহাড়ে ছুটে এসেছেন, উন্নয়নের বরাদ্দ এনেছেন এবং জনমানসে বিজেপির প্রতি এক নতুন আস্থার বাতাবরণ তৈরি করেছেন।

এরপর দশের পাতায়

# বলিউডেও চর্চায় করিমুলের বায়োপিক

শুভজিৎ দত্ত

**নাগরাকাটা, ৫ মার্চ :** ফের একবার পদ্মশ্রী করিমুল হকের জীবন ও কর্মকাণ্ড নিয়ে সিনেমা তৈরিতে আগ্রহ প্রকাশ করল বলিউড। আগামী এপ্রিল মাসে প্রযোজকের সঙ্গে পাকা কথা বলতে মুম্বই পাড়ি দেবেন বাইক অ্যাম্বুল্যান্স দাদা। বৃহস্পতিবার নাগরাকাটায় বন্ধ হিলা চা বাগানের শ্রমিকদের হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দিতে এসে করিমুল জানিয়েছেন, বলিউডে সিনেমা তৈরির ব্যাপারে প্রাথমিক আলোচনা হয়ে গিয়েছে। প্রযোজক বা অভিনেতার নাম তিনি প্রকাশ করতে চাননি। তবে করিমুলের নামভূমিকায় নামজাদা কোনও অভিনেতাকে দেখা যেতে পারে বলে তিনি আভাস দিয়েছেন। করিমুল বলেন, 'হিন্দিতে যে ছবি হবে সেটারও নাম থাকছে বাইক অ্যাম্বুল্যান্স দাদা। এপ্রিলে মুম্বই গিয়ে সবকিছু চূড়ান্ত করে ফেলা হবে।'


বন্ধ হিলা চা বাগানে শিশুদের খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করিমুল হকের।

টলিউডে করিমুলকে নিয়ে সিনেমা তৈরি করছেন দেব। সম্প্রতি ক্রান্তি সহ ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকায় ওই সিনেমার শুটিং হয়েছে। হিন্দিতে যদি সিনেমা তৈরি হয়, তবে সেই সিনেমার শুটিংও ডুয়ার্সেই হবে বলে করিমুল জানিয়েছেন। বাংলায় করিমুলের বায়োপিকের ডুয়ার্স পর্বের শুটিং আপাতত শেষ হয়েছে। বর্তমানে কলকাতার আশপাশে বেশ কিছু দৃশ্যের শুটিং চলছে। বাংলা সিনেমাটি আগামী ১৫ অগাস্ট মুক্তি পাবে।

তবে এই প্রথম নয়, ২০১৯ সালেও করিমুলের জীবন নিয়ে সিনেমা তৈরি হওয়ার কথা হয় বলিউডে। সেবার বাইক অ্যাম্বুল্যান্স দাদার নামভূমিকায় অভিনয়ের কথা ছিল ইরফান খানের। তবে তাঁর অকালমৃত্যুতে সিনেমা তৈরির কাজ শুরু হয়নি। আগের প্রযোজকের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল, সেখানে বলা ছিল আগে হিন্দিতে সিনেমা তৈরি হবে। পরে অন্য ভাষায়। তবে ওই চুক্তি করিমুল বাতিল করে দেন। তারপরই বাংলায় সিনেমা তৈরির কাজে হাত দেন দেব। এবারে হিন্দির জন্য নতুন প্রযোজকের সঙ্গে নতুন চুক্তি হবে বলে করিমুল জানিয়েছেন।

এদিন বন্ধ হিলা চা বাগানে করিমুলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক নবিউল আলম। তাঁরা শ্রমিকদের হাতে নানা ধরনের পুষ্টিকর খাবার তুলে দেন। শিশুদের নতুন পোশাক তুলে দিতেও দেখা যায়। করিমুল বলেন, 'এখানে চিকিৎসা শিবিরের অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে। অনেকেই শারীরিক সমস্যায় ভুগছে। দ্রুত একটি মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজন করা হবে।'

> হিন্দিতে যে ছবি হবে সেটারও নাম থাকছে বাইক অ্যাম্বুল্যান্স দাদা। এপ্রিলে মুম্বই গিয়ে সবকিছু চূড়ান্ত করে ফেলা হবে। তবে আমি নিজের কাজের ওপর ফোকাস রেখে এগিয়ে যেতে চাই।
>
> -করিমুল হক

বলিউডে তাঁকে নিয়ে সিনেমা তৈরি হলে গোটা দেশে প্রভাব পড়বে। করিমুল অবশ্য এসব নিয়ে ভাবতে নারাজ। তাঁর বক্তব্য, 'বায়োপিক বায়োপিকের জায়গায়। আমার লক্ষ্য নিজের কাজের ওপর ফোকাস রেখে সবকিছু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এখনও বহু সমাজকল্যাণমূলক ভাবনা মাথায় রয়েছে।'

জলপাইগুড়ির প্রত্যন্ত এলাকা থেকে চা বাগান, বনবস্তি- সর্বত্র অসহায় রোগীদের নিয়ে হাসপাতালে ছুটে বেরিয়েছেন করিমুল। নিজের মোটরবাইককে চাপিয়ে কয়েক হাজার মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচিয়েছেন। নিজের কর্মকাণ্ডের জোরে 'পদ্মশ্রী' পুরস্কার পান তিনি। এরপরই করিমুলের জীবনকে বড়পর্দায় তুলে ধরতে চান সিনেমা জগতের অনেকেই। তখনও বলিউডে তাঁর জীবনকে নিয়ে সিনেমা তৈরির কথা হয়। নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী, আমির খান থেকে শুরু করে সোনু সুদ করিমুলের নামভূমিকায় অভিনয়ের জন্য মুখিয়ে ছিলেন। তবে সেবার সিনেমাটি তৈরি হয়নি। বাংলা ছবিটিতে করিমুলের ভূমিকায় অভিনয় করছেন দেব।


**SILIGURI COLLEGE OF COMMERCE**

Online applications are invited within 12-03-2026 for the engagement of Guest Faculties in Commerce, Business Management, Computer Science and Law purely on temporary basis for Management Department (BBA)-Self Financed, For details visit the college website **www.siliguricollegeofcommerce.org**

Date : 05-03-2026

Sd/-
Principal



**E-tender are invited by the undersigned as follows**
**NIQ No- 01/DMMU/JAL/2025-26 Dated- 26-02-2026**
**e-NIQ ID : 2026_PRD_1016138_1**
**'Hire of 03 No good quality Vehicle white colour (For description please see NIQ) Commercial No, Diesel Driven vehicle current model on monthly hire basis for official use'**

1. Mahindra Scorpio (S11/Classic/Scorpio N) with Commercial No, diesel driven vehicle current (White Colour)
2. Mahindra Bolero Neo with Commercial No, diesel driven vehicle (White Colour)
3. Mahindra Bolero with Commercial No, diesel driven vehicle (White Colour)

For details please visit **wbtenders.gov.in** & **https://jalpaiguri.gov.in**
**Sd/- Additional District Mission Director, DMMU & Project Director, DRDC, Jalpaiguri**



**e-TENDER NOTICE**

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No:-
1) WBMAD/JM/APAS/eNIT-32/2025-26 Memo No: 6531/JM
Date: 05/03/2026
(Tender ID:2026_MAD_5013292_1)
Last date of bidding (On line) dated: 11/03/2026 at 6.55 P.M.
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & www.jalpaigurimunicpality.org & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality


## সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৬০৩৫০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৬১১৫০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৫৩২০০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ২৬৩৩৫০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ২৬৩৪৫০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর


উত্তরবঙ্গ সংবাদ

**ক্যাশিয়ার চাই**

**শিলিগুড়ি অফিসে ক্যাশিয়ার নিয়োগ করা হবে**

যোগ্যতা: বি.কম। ট্যালি, অনলাইন ব্যাংকিং, জিএসটি জানা প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। অ্যাকাউন্টস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। সদ্য অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও আবেদন করতে পারেন।

**আবেদনপত্র মেল করুন এই ঠিকানায়:**
**jobs.uttarbanga@gmail.com**
আবেদনের শেষ তারিখ ১৩ মার্চ, ২০২৬


## ইএসআই হাসপাতাল রাজ্যকে দেয়নি কেন্দ্র : মলয়

সাগর বাগচী

**শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ :** বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন দাগাপুরে শ্রমিক ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে ভার্চুয়ালি কোচবিহারে নির্মিত রাজ্য বিমা চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। ফুলবাড়িতে নির্মিত কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রকের ইএসআই হাসপাতাল চালুর বিষয়টি নিয়ে এদিন কেন্দ্রকে তোপ দাগেন মলয় ঘটক। তৈরি হওয়ার পরও কেন্দ্রীয় সরকার কেন ইএসআই হাসপাতালটি চালুর দায়িত্ব রাজ্যের হাতে তুলে দিচ্ছে না, সেই নিয়ে মলয় প্রশ্ন তোলেন।

মলয় বলেন, 'কেন্দ্র চা বাগানের শ্রমিকদের ইএসআই-এর অন্তর্ভুক্ত করেনি। রাজ্যের মধ্যে ফুলবাড়ি ও হলদিয়াতে ইএসআই হাসপাতাল তৈরি হয়ে পড়ে রয়েছে। দুই বছর আগে কেন্দ্র আমাদের কাছে জানতে চেয়েছিল, আমরা সেগুলি চালাতে রাজি কি না। আমরা রাজি আছি বলে জানিয়েছিলাম। কিন্তু পরে নানা অজুহাতে সেই হাসপাতাল আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি।' মলয়ের সংযোজন, 'এই হাসপাতাল দুটি আমরা পেয়ে গেলে দুই বছর আগে থেকে বহু কর্মচারীকে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দিতে পারতাম। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমাদের হাতে এই হাসপাতাল তুলে দেওয়া হয়নি। ভোটের পর হয়তো এই হাসপাতাল চালু হবে।'

ফুলবাড়ির ইএসআই হাসপাতালে সমস্ত পরিকাঠামো তৈরি হয়ে গিয়েছে। তারপরও বিভিন্ন সামগ্রী অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় বলেন, 'রাজ্য সরকার নিজেদের হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজগুলি ঠিক করে চালাতে পারছে না। সেই কারণে রাজ্যের হাতে ইএসআই হাসপাতাল তুলে দেওয়া হয়নি। নির্বাচনে জিতে আমাদের সরকার নতুন ইএসআই হাসপাতাল পরিচালনা করবে।'

## এলআইসির সহযোগিতা

নিউজ ব্যুরো

**৫ মার্চ :** দোলযাত্রা ও হোলির শুভ মুহূর্তে এলআইসি ত্রিপুরার খোয়াইয়ে অবস্থিত প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরকে একটি স্কুলবাস দেয়। পাশাপাশি ত্রিপুরার তেলিয়ামুড়ায় হরি রাধা বিদ্যামন্দিরের একটি স্কুল ভবনের একতলা বানিয়ে দিয়েছে। ওই দুটি কাজে সহযোগিতা করছে এলআইসি গোল্ডেন জুবিলি ফাউন্ডেশন। রিজিওনাল ম্যানেজার সৌমিত্রকুমার দে দুটি জায়গা পরিদর্শন করে স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে চাবি তুলে দিয়েছেন। দুটি প্রকল্পেরই উদ্বোধন করা হয়েছে।

## অ্যাফিডেভিট

আধার কার্ড নং 7730 7620 1048 আমার নাম ভুল ছাপায় গত 02-02-2026 নোটারি পাবলিক, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Samsul Haque এবং Samsun Haque এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার পুরো এবং শুভনাম Samsul Haque ঘোষণা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। কলাবাড়িঘাট, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার। (C/119598)


সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
REGIONAL OFFICE : COOCHBEHAR

সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া সামাজিক উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (CBI-SUAPS), একটি সমিতি/ট্রাস্ট, যা ১৮৬০ সালের সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন আইনের অধীনে নিবন্ধিত এবং যার প্রধান কার্যালয় মুম্বাইয়ে অবস্থিত। ব্যাংকের নিকট বরাদ্দপ্রাপ্ত দেশের ৫১টি লিড জেলায় অবস্থিত ৪৬টি RSETI এবং ৪৮টি FLCC কেন্দ্রের মাধ্যমে এ সংস্থা গ্রামীণ যুবকদের স্বনিযুক্তির প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গ্রামীণ জনগণের মধ্যে আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত।
সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া সামাজিক উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (CBI-SUAPS), যা সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত একটি সমিতি/ট্রাস্ট, আলিপুরদুয়ার FLCC কাউন্সেলরের সেবা বার্ষিক চুক্তিভিত্তিকভাবে নিয়োগের জন্য খুঁজছে।
আবেদনপত্রের বিন্যাস, বেতনভাতা, বয়স, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন :
https://www.centralbankofindia.bank.in
উপরোক্ত ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড করা যাবে। আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ ২০/০৩/২০২৬।
আঞ্চলিক প্রধান/সহ-চেয়ারম্যান (DLRAC)
কুচবিহার
০৫/০৩/২০২৬



**মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর**
**শিলিগুড়ি জোনাল ইউনিট**
ইমেলঃ- slgzu-ncb@gov.in

নিম্নের অভিযোগকারী ব্যক্তিবর্গ যাদের বিস্তারিত তথ্য নিম্নে দেওয়া হয়েছে বর্তমানে যারা পলাতক রয়েছেন এবং তাদের খোঁজা হচ্ছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (এনসিবি)-১০,০০০/- টাকার পুরস্কার প্রদান করার ঘোষণা করছে তাদের জন্য যারা এই ব্যক্তিবর্গের গ্রেপ্তারে সহায়তাকারী তথ্য এনে দিতে পারবে।

| | |
|---|---|
| ১. | এনসিবি ক্রাইম নং ১৩/২০১৬ **মিঠু শাহ, জীবন শাহের পুত্র, বাসিন্দা গ্রাম-পানিট্যাঙ্কি, থানা-খড়িবাড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪৪২৯** |
| ২. | এনসিবি ক্রাইম নং ১১/২০১৬ **রাজু সরকার, অজিত সরকারের পুত্র, বাসিন্দা গ্রাম-সদরগঞ্জ, বিধাননগর, থানা-ফাঁসিদেওয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪৪২৬** |

দ্রষ্টব্যঃ- তথ্য প্রদানকারীর পরিচয় গোপন রাখা হবে। তথ্য প্রদানকারীদের এনসিবি শিলিগুড়ির মনোনীত আধিকারিকের সহিত যোগাযোগের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যোগাযোগের নম্বর-৩৫৩-২৯৯৯৬২৫, মোবাইল নং-৮২৭৮২০০৯০৬ এবং ইমেল ঃ slgzu-ncb@gov.in

cbc 19126/11/0134/2526 (জোনাল ডিরেক্টর)



ভারতীয় পটসন নিগম লিমিটেড
দ্য জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)
মূল কার্যালয়ঃ- পাটশান ভবন, চতুর্থ এবং পঞ্চম তলা, ব্লক সিএফ, অ্যাকশান এরিয়া-১, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬, পশ্চিমবঙ্গ

**(টেন্ডার টাইপ)**

পাট চাষ অথবা এটি সংক্রান্ত কৃষি সরবরাহকারী শৃঙ্খল লজিস্টিকস এবং সমাধানে ন্যূনতম তিন বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যোগ্য সংস্থাগুলির আবেদন করার আহ্বান করা হচ্ছে যার মধ্যে কো-অপারেটিভস, স্ব-নির্ভরগোষ্ঠী (এসজিএইচএস), ফারমার্স ক্লাব, প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি (পিএসিএস), এনজিও এবং অন্যান্য সংস্থা অন্তর্ভুক্ত। আবেদনকারীদের গত তিনবছরে ধারাবাহিকভাবে পাট সংক্রান্ত ব্যবসায়িক কার্যক্রমে নিযুক্ত থাকতে হবে। তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলিকে দ্য জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে বর্ধিত ক্ষমতায় ICARE প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হবে যেটি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পাট চাষ এবং কৃষকদের সহায়তার কাজ করবে। আবেদনপত্রের সম্পূর্ণ নথি এই কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে অথবা জেসিআই এর ওয়েবসাইট-https://www.jutecrop.in/www.eprocure.gov.in-থেকে ডাউনলোড করতে হবে।
ইওআই জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ১৯.০২.২০২৬-এ ১৪:০০ ঘটিকায়।
আবেদনপত্র খোলার তারিখ ২০.০২.২০২৬.

স্বাক্ষরকারী
(এস.কে.বর্মন)
রিজিওনাল ম্যানেজার
শিলিগুড়ি অঞ্চল

cbc 41122/12/0053/2526



**দ্য জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড**
**(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)**
**কোচবিহার আঞ্চলিক কার্যালয়**
আর.এন. রোড, কোচবিহার, পিন নম্বর-৭৩৬১০১
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বরঃ- ইউ১৭২৩২ডব্লিউবি১৯৭১৬০১০২৭৯৫৮

**আউটসোর্সড এজেন্সির জন্য আবেদন**

দ্য জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড পাটচাষিদের কাছে পৌছানোর পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বা কৃষি সরবরাহ শৃঙ্খল লজিস্টিক এবং সমাধান সংক্রান্ত সমজাতীয় ব্যবসার জন্য নথিভুক্ত কো-অপারেটিভস/অ্যাপেক্স বডি অফ কো-অপারেটিভ/স্ব-সহায়তাকারী গোষ্ঠী/ফারমার্স ক্লাব/এসসি এবং এসটি কো-অপারেটিভ/পিএসিএস/এনজিও এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে আবেদনের আহ্বান করছে। এটি আইসিএআরই-ফেজ১২ (ICARE PH-XII) প্রকল্পের পক্ষ থেকে দ্য জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, কোচবিহার আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীনে টানা ০১ বছরের জন্য কার্যকর হবে। আরও তথ্যাবলির জন্য আমাদের ওয়েবসাইট-www.jutecrop.in-এ পরিদর্শন করুন অথবা কোচবিহারের আঞ্চলিক কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন। কোনও কারণ না দর্শিয়ে যে কোনও বা সকল আবেদনপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার নিম্নে স্বাক্ষরকারীর দ্বারা সংরক্ষিত।
আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩১.০৩.২০২৬ সন্ধে ৬:০০ পর্যন্ত।

রিজিওনাল ম্যানেজার
দ্য জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
কোচবিহার আর.ও.

cbc 41122/12/0051/2526



**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর**
**শিলিগুড়ি জোনাল ইউনিট**
ইমেল : slgzu-ncb@gov.in

নিম্নের অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ, যাদের তথ্য নিম্নে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে তারা বর্তমানে পলাতক রয়েছে এবং তাদের খোঁজা হচ্ছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (এনসিবি) তাদের জন্য ১০,০০০/- টাকা পুরস্কার প্রদান করার ঘোষণা করেছে যারা এই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে সহায়তাকারী তথ্য এনে দিতে সমর্থ হবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| এনসিবি ক্রাইম নং ০৭/২০১৬ আশুতোষ ঘোষ, কার্তিক চন্দ্র ঘোষের পুত্র, বাসিন্দা : গ্রাম- রাজীবপুর পূর্ব হায়দারপাড়া, জে.এল নং ৮৪, দামদামা, পোস্ট ও থানা- গঙ্গারামপুর। | এনসিবি ক্রাইম নং ০৩/২০১৭ কমল ঘোষ, তপেশ ঘোষের পুত্র, বাসিন্দা : গ্রাম- বাবুপুর, বৈষ্ণবনগর, থানা- মালদা, পশ্চিমবঙ্গ | এনসিবি ক্রাইম নং ১৫/২০১৭ রঞ্জিত মণ্ডল, রমেশ মণ্ডলের পুত্র, বাসিন্দা- গ্রাম- নয়াপাড়া, পোস্ট-অহিল, থানা- গাজোল, জেলা-মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৩৬১৫৭ | এনসিবি ক্রাইম নং ২৭/২০১৭ (রাজু রাজবংশী ওরফে জগা, নিতাই রাজবংশীর পুত্র, বাসিন্দা- ফাঁসিতলা ছাড়া, শিশু উদ্যানের নিকট, ওয়ার্ড নং- ২২, পোস্ট- নবদ্বীপ, নদীয়া, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪১৩০২) |
| এনসিবি ক্রাইম নং ০৪/২০১৮ (জিতাবুর রহমান, সাকিবুল হকের পুত্র, বাসিন্দা- গ্রাম- গোরসালা, থানা-রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ) | এনসিবি ক্রাইম নং ০৪/২০২২ মহম্মদ আবু তাহির, মহম্মদ মোজিবুর রহমানের পুত্র, বাসিন্দা- ফ্ল্যাট নং ২বি, স্বভূমি অ্যাপার্টমেন্ট, কোঠিতল্লা, থানা- ইংরেজ বাজার, জেলা- মালদা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭ | এনসিবি ক্রাইম নং ০৬/২০২৪ (তুলসী বসাক প্রয়াত দিলমোহন বসাকের পুত্র, বাসিন্দা- সুভাষপল্লী, ওয়ার্ড নং- ০৮, পোস্ট ও থানা- ডালখোলা, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৩২০১)   | |

**দ্রষ্টব্য** : তথ্য প্রদানকারীর পরিচয় গোপন রাখা হবে। তথ্য প্রদানকারীরা এনসিবি শিলিগুড়ির মনোনীত আধিকারিকের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন ০৩৫৩-২৯৯৯৬২৫ নম্বরে, মোবাইল নং- ৮২৭৮২০০৯০৬, এবং ইমেল : slgzu-ncb@gov.in

(জোনাল ডিরেক্টর)

CBC 19126/11/0136/2526


## কর্মখালি

NJP-তে হোটেলে কাজের জন্য রুমবয় চাই। বেতন ঃ 10,000/-, থাকা-খাওয়া নিজের। M : 9434479413. (C/120979)

•

বেতন 11,000/-, শিলিগুড়ি মেডিকেল মোড়ে ও ফুলবাড়িতে গার্ড লাগবে, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও আছে। বয়স 20-50. M : 9933119446. (C/120990)

•

ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড ও সুপারভাইজার চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, বেতন 14,000/-, মাসে ছুটি আছে। M : 8653609553, 9635508609. (C/120493)

## জরুরী নিয়োগ

শিলিগুড়িতে একটি নামি নার্সিংহোমে আয়া মাসি (মহিলা) প্রয়োজন। পদের নাম : আয়া মাসি, কাজ : রোগীর দেখাশোনা ও ওয়ার্ডের কাজ। অভিজ্ঞতা : অভিজ্ঞ হলে ভালো, তবে নতুনরাও আবেদন করতে পারবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ : ৮৪৩৬৪৪৪৬৫৫

## ব্যবসা/বাণিজ্য

শিলিগুড়িতে বিনা ভাড়ায় বাড়িতে বসে সিমেন্ট ও রড নিন। কে.পি. উদ্যোগ, ইস্টার্ন বাইপাস রোড। (M) 7699002803/5 (শর্ত প্রযোজ্য)। (C/120433)

## বিক্রয়

মালদা জেলার কস্তুরিয়া মৌজার (JL No. 14) 801 দাগের নিজ খতিয়ান (1434 ও 1435 নং) মূলে 11.55 শতক জমি সত্বর বিক্রয় করিতে চাই। প্রকৃত ক্রেতা সত্বর যোগাযোগ করুন। উজ্জ্বল কুমার গুপ্ত ও পঙ্কজ কুমার গুপ্ত। M : 9614843742. (C/120975)


**Abridged E-Tender Notice**

Tender for NIeT No-. 46(2025-26) Memo No-1201/BDO, Last date of submission is 10.03.2026 upto 11:00 AM. of Executive Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. The details of NIeT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal **http://tenders.wb.gov.in** & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/-
BDO, BLG


## অ্যাফিডেভিট

আমি Rubina Khatun, W/o- Md Mahatab Ali, গ্রামঃ- হরিপুর, থানা ঃ- পুকুরিয়া, জেলা ঃ- মালদা, আমার মেয়ের জন্ম সংশাপত্রে যার Reg No.- 9322/2016, Dt. 30/06/2016 আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 10/02/26 এ প্রথম শ্রেণি J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Khatija থেকে Khatija Parvin করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (M-115474)

•

আমি, Mahendra Das আমার সব নথিপত্রে আমার বাবার পদবী Das আছে, কিন্তু বাবার পদবী আগে Paswan ছিলো, সুতরাং - আমি গত 05/03/26 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে LD. নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, আমার পদবী Paswan থেকে Das করা হলো, এবং আমি, Mahendra Paswan থেকে Mahendra Das এবং বাবা, Late Munshi Paswan থেকে Late Munshi Das নামে পরিচিত হলাম, উভয় একই ব্যক্তি। (C/120986)

•

আধার কার্ড নং 3839 9191 8799 আমার নাম ভুল লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত 27-02-26 C.J. (JR. Divn.) Addl. Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Paniruddin Miya এবং Paniuddin Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সর্বত্র আমার পুরো, শুভ এবং সঠিক নাম Paniruddin Miya প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম ঃ বড় বালাসী, পোঃ জিরানপুর, থানা ঃ কোতোয়ালি, জেলা কোচবিহার, পঃবঃ। (C/119599)

## CINEMA সিনেমা


**Now Showing at BISWADEEP**
**JURASSIC ATTACK**
(In Hindi)
Time : 1.15, 4.15 & 7.15 P.M.

| NEW CINEMA (A.C) | SILIGURI 9832336881 |
|---|---|
| ফলিবাবু Viral | SHOW TIME 11.00 AM BENGALI (U/A) |
| THE KERALA 2 STORY | SHOW TIME 1.15 PM, 7.00 PM HINDI (U/A) |
| ASSI | SHOW TIME 4.15 PM HINDI (A) |


## আজ টিভিতে


সোহাগে আদরে বিশেষ পর্ব রাত ৯.৩০ সান বাংলা

### সিনেমা

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ১০.০০ মধুর মিলন, দুপুর ১.০০ আমাদের সংসার, বিকেল ৪.৩০ মন মানে না, সন্ধে ৭.৩০ আওয়ারা, রাত ১০.৩০ জামাই রাজা

**জি বাংলা সোনার :** সকাল ৯.০০ আশ্রয়, বেলা ১১.৩০ লোফার দুপুর ২.৩০ সতী বেহুলা, বিকেল ৫.০০ রাজার মেয়ে পারুল, রাত ৮.০০ অপরাজিত প্রসেনজিৎ ৩০ বছর, রাত ১০.৩০ মেমসাহেব

**জলসা মুভিজ :** সকাল ১০.৩০ অনুসন্ধান, দুপুর ১.৩০ মস্তান, বিকেল ৫.০০ হানিমুন, সন্ধে ৭.৩০ মন যে করে উড়ু উড়ু, রাত ১০.৩০ আরাধনা

**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ দামু

**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ আঘাত

**কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড :** দুপুর ১২.০০ ট্যাঙ্গো চার্লি, বিকেল ৩.০০ দেবদাস, সন্ধে ৬.৫০ অর্জুন পণ্ডিত, রাত ১০.০০ অমর আকবর অ্যান্থনি

**সোনি ম্যাক্স টু :** বেলা ১১.১৬ জুনুন, দুপুর ১.৪৮ আখেঁ, বিকেল ৫.১৮ অগ্নি সাক্ষী, সন্ধে ৭.৫৫ হম আপকে দিল মে রহেতে হ্যায়, রাত ১১.১৩ মেরি বিবি কা জবাব নেহি

**স্টার গোল্ড সিলেক্ট :** সকাল ১০.২৪ বাবুল, দুপুর ১.১০ আইশা, বিকেল ৩.২২ বিস্ফোট,


**অনুসন্ধান** সকাল ১০.৩০ **জলসা মুভিজ**


**বিস্ফোট** বিকেল ৩.২২ **স্টার গোল্ড সিলেক্ট**

৫.৩৪ সেলফি, সন্ধে ৭.৫৯ ধরম সংকট মেঁ, রাত ১০.১০ আইয়ারি

**জি সিনেমা :** বেলা ১১.০৪ আ ফ্লাইং জাট, দুপুর ১.৫৯ বিবাহ, বিকেল ৫.২২ ইকো, সন্ধে ৭.৫৫ মরাকস্ত্র, রাত ১০.৫৫ শিবম ভজে



মধুবনী চিজি চিকেন এবং প্রোটিনে ভরপুর নিরামিষ রান্নার পদ্ধতি শেখাবেন পায়েল দাস। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

## আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পুরোনো সমস্যা আজ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়লেও পদোন্নতির যোগ। প্রবাসী বন্ধুর ব্যাপারে চিন্তা হতে পারে। বৃষ : আজ কথাবার্তায় একটু সংযমী থাকলেই ভালো। উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু সম্পত্তির মালিকানা পেতে পারেন। মায়ের শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা। মিথুন : অন্যের কথায় কোনও বিষয় নিয়ে মাতামাতি করলে পরে সমস্যায় পড়তে পারেন। সন্তানের পড়াশোনায় উন্নতি দেখে স্বস্তি পাবেন। কর্কট : সপরিবার তীর্থভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। বাইরের খাবারের প্রতি লোভ সংবরণ করুন। বাড়ি কেনার স্বপ্নপূরণ হবে। সিংহ : বহুদিন ধরে পড়ে থাকা পাওনা আদায় করতে নাজেহাল হতে হবে। সন্তানের পড়াশোনার খরচ জোগাতে সমস্যা হতে পারে। কন্যা : বাড়িতে ছোটখাটো সমস্যা আপনার বুদ্ধিবলে সমাধান করতে পারবেন। ব্যবসায় কর্মচারী নিয়ে সমস্যা মিটে যাবে। তুলা : বাইরের খাবার থেকে পেটে সংক্রমণের আশঙ্কা। খেলাধুলোর সুবাদে চাকরির সম্ভাবনা প্রবল। থাইরয়েডের সমস্যায় ভোগান্তি। বৃশ্চিক : অতিরিক্ত লোভনীয় সুযোগের দিকে না এগোনোই ভালো। বাবার পরামর্শে ব্যবসার জটিল সমস্যা কেটে যাবে। ধনু : বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝামেলা মিটে যাবে। পরিবারের কোনও বয়স্কজনের শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা হতে পারে। মকর : আপনার উগ্র মেজাজের কারণে পারিবারিক শান্তি নষ্ট হতে পারে। পুরোনো কোনও সমস্যা ফের মাথাচাড়া দিতে পারে। কুম্ভ : ভালোমন্দ মিশিয়ে আজ সারাদিন কেটে যাবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবরের আশা করতে পারেন। ব্যবসায় বাড়তি উপার্জনের সম্ভাবনা। মীন : অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। সঞ্চয়ে মন দিন, নতুবা সমস্যায় পড়তে পারেন। হিংস্র পশু থেকে একটু সতর্ক থাকুন।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২১ ফাল্গুন, ১৪৩২, ভাঃ ১৫ ফাল্গুন, ৬ মার্চ ২০২৬, ২১ ফাগুন, সংবৎ ৩ চৈত্র বদি, ১৬ রমজান। সূঃ উঃ ৬।০, অঃ ৫।৩৮। শুক্রবার, তৃতীয়া সন্ধ্যা ৫।৪০। হস্তানক্ষত্র দিবা ৯।৩৫। গণ্ডযোগ দিবা ৭।২৪। বিষ্টিকরণ সন্ধ্যা ৫।৪০ গতে ববকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ৯।৩৫ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ১০।২৫ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- অগ্নিকোণে, সন্ধ্যা ৫।৪০ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি ৮।৫৫ গতে ১১।৪৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৪৪ গতে ১০।১৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, অপরাহ্ণ ৪।২৮ গতে যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে অগ্নিকোণে ও ঈশানে নিষেধ, সন্ধ্যা ৫।৪০ গতে। বারবেলাদি ৮।৫৫ গতে ১১।৪৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৪৪ গতে ১০।১৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, অপরাহ্ণ ৪।২৮ গতে যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে অগ্নিকোণে ও ঈশানে নিষেধ, সন্ধ্যা ৫।৪০ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- অপরাহ্ণ ৪।২৮ গতে নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুভোগ বিপণ্যারম্ভ বীজসংগ্রহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ দিবা ৭।১৩ মধ্যে ও ৮।১ গতে ১০।২৮ মধ্যে ও ১২।৫৪ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৪।৯ গতে ৫।৩৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২১ গতে ৮।৫৬ মধ্যে ও ৩।১৩ গতে ৪।১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-রাত্রি ১০।৩০ গতে ১১।১৭ মধ্যে ও ৪।১ গতে ৫।৫৯ মধ্যে।

**সতর্কীকরণ ঃ** উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

# ‘হোলিতে পার্টি তো হবেই’

## স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ছাদে মদের ঠেক নিয়ে সাফাই কাউন্সিলারের

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ :** পুর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের ছাদে মদের আসর! শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের এমন একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের ছাদে রং মেখে মদ খেয়ে ‘পার্টি’ করছেন কয়েকজন। (যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) এদিকে, যাঁদের ওই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে তাঁরা সকলেই এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস সদস্য বলে জানা গিয়েছে। আর এরপরেই বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের ছাদে হওয়া পার্টির বিষয়টি কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা মেয়র পারিষদ রাজেশকুমার শা। তাঁর বক্তব্য, ‘পুর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের ছাদের ওই অংশটা আশপাশের মানুষের অনুষ্ঠানের জন্য ছেড়ে রাখা হয়েছে। তাছাড়া হোলির অনুষ্ঠানের জন্য পার্টি হয়েছে, এটা আর এমন কী ব্যাপার।’ এমনকি বিরোধীদের উদ্দেশ্যে তাঁর কটূক্তি, ‘বিজেপি নেতাদের অফিসেও হোলির অনুষ্ঠান হয়েছে। সেবক রোডে গভীর রাত পর্যন্ত পাব-বার খোলা থাকছে। এসব ব্যাপারে বিরোধীরা কেন কিছু বলছে না।’

এদিকে, ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই রাজ্যের



৪০ নম্বর ওয়ার্ডের পর স্বাস্থ্যকেন্দ্র। (ইনসেটে) ছাদে ‘পার্টি’, নাচানাচি।

শাসকদলকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি বলছেন, ‘আসলে শহরের মানুষের রুচির তুলনায় তৃণমূলের রুচি কতটা বিপরীত ধর্মী, তা এই বিষয়টা দেখলেই বোঝা যায়।’ এমনকি মেয়র গৌতম দেবকেও উদ্দেশ্যে করে তাঁর টিপ্পনি, ‘শহরের বর্তমান মেয়র গৌতম দেব ওই এলাকা থেকে দু’বার বিধায়ক ছিলেন। তার সময় থেকেই ওই এলাকার তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে রুচির অধঃপতন কি না, তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন চিহ্ন থেকেই যাচ্ছে।’

যদিও এ নিয়ে গৌতম সরাসরি কিছু বলতে চাননি। তিনি জানিয়েছেন, কী ঘটেছে, সেটা অবশ্যই খোঁজ নিয়ে দেখা হবে। এখনও এধরনের কোনও ভিডিও তাঁর কাছে আসেনি বলেও দাবি করেছেন মেয়র। এদিকে স্থানীয়রা জানিয়েছেন, পুর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি নিয়মিত খোলা থাকে। এদিকে, ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, ছাদের ওপর টেবিল পাতা হয়েছে। তার ওপরেই রয়েছে মদের বোতল, নানা ধরনের খাবার। খাবারের পাশাপাশি চলছে নাচানাচিও। ভিডিওতে যাদের দেখা গিয়েছে, তাঁরা এলাকায় তৃণমূল কর্মী হিসেবেও পরিচিত। এমনকি ওই ‘পার্টি’ করার পর সেই ভিডিও তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাস ও সোশ্যাল মিডিয়াতেও ছেড়েছেন। যা দলের অন্দরেরই ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নেতাদের ভয়ে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে চাননি স্থানীয়রা। তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক বাসিন্দা বলেন, ‘প্রায়দিনই ওই ছাদে পার্টি হয়।’ আরেকজন বললেন, ‘হোলির দিন সকাল ১০টা থেকে পার্টি শুরু হয়েছিল। রং খেলা, চিৎকার-চ্যাঁচামেচি চলছিল। সন্ধ্যার পর শেষ হয়েছে।’

এলাকার বিজেপি নেতা সুদীপ সরকারের কথায়, ‘আমাদের এলাকায় বহু গরিব মানুষ থাকেন। তাঁরা ওই পুর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান। সেখানেই ছাদের ওপর এধরনের আসর সত্যি কথা বলতে মেনে নেওয়া যায় না।’

## চা শিল্পে প্যাকেজ ঘোষণা মন্ত্রীর

**জলপাইগুড়ি, ৫ মার্চ :** উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও শ্রমিক কল্যাণে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদা একটি সুসংহত প্যাকেজ ঘোষণার প্রতিশ্রুতি দিলেন। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগান পরিদর্শনে এসে তিনি এই পরিকল্পনার কথা জানান। লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই মন্তব্যকে ঘিরে জেলার রাজনৈতিক মহলে তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয়েছে। গত পাঁচ বছরে বিজেপিকে দেখা যায়নি বলে কটাক্ষ করে বিরোধীরা একে ‘ভোটের গিমিক’ হিসেবে অভিহিত করছেন।

এদিন কোচবিহারে বিজেপির ‘পরিবর্তন যাত্রা’ কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার পর দুপুরে জিতিন প্রসাদা ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানে পৌঁছান। টি বোর্ডের উচ্চপদস্থ কর্তারা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। মন্ত্রী প্রথমে বাগানের ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করেন এবং কাঁচা চা পাতা থেকে চা তৈরির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বুঝে নেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘উত্তরবঙ্গে আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাব সরাসরি চা শিল্পের উৎপাদনে পড়ছে। এটা যথেষ্টই উদ্বেগের বিষয়। চা শিল্পের উন্নয়নের এবং চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক প্রকল্প রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সেগুলো চা বাগানের স্বার্থে দিতে চায়। কিন্তু রাজ্য সরকার এই বিষয়ে আমাদের কোনও সহযোগিতা করে না।’ উত্তরের চা যাতে আন্তর্জাতিক বাজারে আরও বেশি রপ্তানি হতে পারে, তার জন্য গুণগত মান বৃদ্ধিতে জোর দেওয়া প্রয়োজন বলে তিনি জানান। এজন্য কেন্দ্র একটি বিশেষ প্যাকেজ তৈরির পরিকল্পনা করছে বলে জানালেও তা কবে বাস্তবায়িত হবে সেই বিষয়ে তিনি সুনির্দিষ্ট কোনও সময়সীমা জানাননি।

বাম ও তৃণমূল শিবির মন্ত্রীর এই ঘোষণার তীব্র বিরোধিতা করেছে। সিটুর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর আলম বলেন, ‘চা বাগান বা চা শিল্প নিয়ে এগুলো সবই ভোটের গিমিক। এর আগে নির্মলা সীতারামন চা বাগান নিয়ে একাধিক প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন।’ একই সুরে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডেন্ট বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ বললেন, ‘চা বাগান নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কোনওদিন কিছুই ভাবেনি। আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য চা শিল্পের অবস্থা আগের তুলনায় অনেক খারাপ হয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রের তরফে কোনও সাহায্য আসেনি। প্যাকেজ ঘোষণার নাম করে ভোটের রাজনীতি করে বিজেপির কোনও লাভই হবে না।’

## গায়ে আগুন, গ্রেপ্তার ৫

**ঘোকসাডাঙ্গা, ৫ মার্চ :** এক তরুণের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল পাঁচজনের বিরুদ্ধে। আহত তরুণ বর্তমানে চিকিৎসাধীন। ঘোকসাডাঙ্গা থানায় তাঁর পরিবার অভিযোগ দায়ের করলে পাঁচ তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের উনিশবিশা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

উনিশবিশার বাসিন্দা স্বরাজ পাটোয়ারির অভিযোগ, তাঁর ভাইপো সপ্তর্ষি পাটোয়ারিকে বুধবার দুপুরে স্থানীয় বাসিন্দা বিরাজ সরকার, করণ দত্ত, নিলয় মজুমদার, বান্টি দাস, খোকন বর্মন নামে পাঁচ তরুণ বাড়িতে গিয়ে তাঁকে ডেকে মূল গেটের বাইরে নিয়ে আসেন। এরপর তাঁরা সপ্তর্ষির গায়ে অজানা কেমিক্যাল স্প্রে করে আগুন ধরিয়ে দেয়। সপ্তর্ষি যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকলে তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা ঘোকসাডাঙ্গা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর কোচবিহারে রেফার করা হয়। বর্তমানে কোচবিহারে একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন তিনি। অভিযুক্তরা পালানোর চেষ্টা করলে স্থানীয়রা তাঁদের আটক করেন। বুধবার রাতেই থানায় অভিযোগ জমা পড়ে। গ্রেপ্তার হন পাঁচজন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।



দে দোল।। কোচবিহারে ছবিটি তুলেছেন অর্পণা গুহ রায়।



রাজনীতির অন্তরালে

# অভাবের সংসার, সময় নেই রাজনীতির

সিপিএমের টিকিটে জয়লাভ করে ২০০৪ সালে নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম আদিবাসী মহিলা প্রধান হন সরোজিনী মাহালি। তবে বর্তমানে রাজনীতি থেকে অনেক দূরে তিনি।

**মহম্মদ হাসিম**

**নকশালবাড়ি, ৫ মার্চ :** প্রাক্তন প্রধান এখন জঙ্গলের কাঠ কুড়িয়ে, চা বাগানে কাজ করে সংসার চালাচ্ছেন। অভাবের সংসার চালাতে গিয়ে দলকে আর সময় দেওয়া হয় না। তাই রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজয়সিংজোতের বাসিন্দা সরোজিনী মাহালি। ৬৫ বছর বয়সেও সংসার চালাতে প্রতিদিন লড়াই করছেন।

সিপিএমের টিকিটে জয়লাভ করে সরোজিনী ২০০৪ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম আদিবাসী মহিলা প্রধান হন। আদিবাসী সমাজ থেকে প্রথমবার প্রধান পদে আসীন থাকলেও বর্তমানে তাঁর কেউ খোঁজ রাখে না বলে অভিযোগ। আর্থিক অনটনের মধ্যে সংসার চালানোর লড়াই করতে গিয়ে রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন।

সরোজিনী বললেন, ‘স্বামী অসুস্থ। সংসার টানতে গিয়ে পার্টির মিটিং, মিছিলে যাওয়ার সময় নেই।’ পাঁচ বছর প্রধান থাকলেও, এখনও টিনের ঘরে বসবাস করেন তিনি। প্রধান থাকা সত্ত্বেও ঘরের এমন অবস্থা কেন? সরোজিনী জানালেন, একাধিকবার বাংলার আবাস যোজনা প্রকল্পে নাম লেখালেও, কোনও অজানা কারণে নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। কোনও উপায় না পেয়ে তাই এভাবে বসবাস করতে হচ্ছে। সরোজিনী আরও জানিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপির তরফে একাধিকবার দলবদলের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তবে নীতি আদর্শ থেকে দলবদল করেননি। তাছাড়া অনটনের সংসারে লড়াই করতে গিয়ে রাজনীতি আর ভালো লাগে না বলে জানান তিনি।

সরোজিনীর স্বামী গহনলাল মাহালি বসলেন, ‘আমরা যে দলে ছিলাম এখনও সেই দলেই আছি। আজকের পঞ্চায়েত সদস্যরা ভোটে জেতার কয়েক বছরেই বিল্ডিং বানিয়ে ফেলেন, গাড়ি কিনে জীবনযাপন পরিবর্তন করে ফেলেন। আমরা তেমন কিছুই করতে পারিনি। এখনও সেই টিনের ঘরেই দিনযাপন করছি। আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে কেউ এক



টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তুলতে পারবে না।’ এলাকার বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য সামারু রাজগড়ও সরোজিনীর প্রশংসা করেছেন। তিনি বললেন, ‘সরোজিনী মাহালি প্রধান পদে থাকাকালীন খুব ভালো কাজ করেছেন। দলের উর্ধ্বে গিয়ে সবার জন্য কাজ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কেউ আঙুল তুলতে পারেনি। এখনও তিনি দল পরিবর্তন করেননি।’

এদিকে, সরোজিনীর বর্তমান অবস্থা নিয়ে কিছু বলতে না চাননি সিপিএমের হাতিঘিসা এরিয়া কমিটির সম্পাদক তুফান মল্লিক। তিনি শুধু বললেন, ‘আমরা সরোজিনী মাহালির খোঁজ সবসময় নিয়ে থাকি। তাঁকে আমরা ভুলে যাইনি।’

## বন দপ্তরের পার্কে এবার ডিজিটাল পেমেন্ট

**নিতাই সাহা**

**শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ :** খুচরো সমস্যা মেটাতে এবার বন দপ্তরের অধীনস্থ পার্কে ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম চালু করা হল। বন দপ্তরের পার্কস অ্যান্ড গার্ডেন্স সূত্রে খবর, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৭ তারিখ থেকে উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলার পার্কগুলিতে ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম চালু হয়েছে। এরপর থেকেই খুচরোর সমস্যা থেকে অনেকটাই রেহাই মিলেছে।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গের ৫টি জেলায় মোট ১৭টি পার্ক রয়েছে। এর মধ্যে কোচবিহার এনএন পার্ক, জলপাইগুড়ি তিস্তা উদ্যান ও শিলিগুড়ি পার্ক বেশ জনপ্রিয়। তবে, বাকি পার্কগুলিতেও

**খুচরোর ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি**

কচিকাঁচাদের ভিড় জমে। বিশেষ করে শনি ও রবিবারে উত্তরবঙ্গের প্রায় প্রতিটি পার্কেই ভিড় উপচে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে পার্কে বেড়াতে আসা অনেকেই টিকিট কাটতে গিয়ে বিপাকে পড়েন। অনেক সময় পার্কের কর্মীরাও খুচরোর সমস্যায় জেরবার হয়ে উঠেন।

বনকর্মীদের কথায়, ডিজিটাল পেমেন্ট চালু হওয়ায় সমস্যা অনেকটাই মিটে গিয়েছে। খুচরোর সমস্যা এড়াতে অনেকেই ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতি বেছে নিচ্ছেন। পার্কস অ্যান্ড গার্ডেন্সের ডিএফও মৃণালকান্তি রায় বললেন, ‘আমরা ই-অফিস চালু করছি। সেই লক্ষ্যেই উত্তরবঙ্গের প্রতিটি পার্কেই ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।’

বৃহস্পতিবার বিকালে বছর ছয়েকের ছেলেকে নিয়ে এদিন শিলিগুড়ি পার্কে বেড়াতে এসেছিলেন সোমরাজ দে। তাঁর কথায়, ‘সময় পেলে মাঝেমধ্যেই ছেলেকে নিয়ে পার্কে আসি। এতদিন পকেটে খুচরো টাকা নিয়ে আসতে হত। তবে এখন আর সেই চিন্তা নেই। ডিজিটাল পেমেন্ট চালু হওয়ায় অনেকটাই সুবিধা হয়েছে। খুচরোর ঝঞ্ঝাট থেকে রেহাই মিলেছে।’

### বরাত জোরে প্রাণরক্ষা

# হাইট বার ভেঙে দুর্ঘটনা, বিক্ষোভ



দুর্ঘটনাগ্রস্ত চারচাকা গাড়ি।

**খড়িবাড়ি, ৫ মার্চ :** দুর্ঘটনা এড়াতে লাগানো হয়েছিল হাইট বার। আর সেই হাইট বারের জেরে ঘটল দুর্ঘটনা! হাইট বার ভেঙে পড়ল ছোট গাড়ির ওপর। বরাতজোরে রক্ষা পেলেন গাড়ির চালক। তবে গাড়িতে আর কেউ না থাকায় বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। বৃহস্পতিবার এমন ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে খড়িবাড়ির লক্ষ্মীপুর এলাকায়। ঘটনার জেরে প্রায় দু’ঘণ্টা খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী।

খেঁচগাঁজা সেতু বাঁচাতে সম্প্রতি খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর রাজ্য সড়কে লক্ষ্মীপুর এলাকায় পূর্ত দপ্তরের তরফে ১২ ফুট উঁচু লোহার হাইট বার লাগানো হয়। এমনকি ১৫ টনের বেশি ভারী যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়। বৃহস্পতিবার ওই রাস্তা দিয়ে একটি ছোট চার চাকা গাড়ি বিয়েবাড়ি থেকে ফিরছিল। এমন সময় ১২ ফুটের বেশি উঁচু একটি কনটেনারের ধাক্কায় হাইট বারটি ভেঙে চার চাকা গাড়ির উপর পড়ে যায়। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা চার চাকা গাড়ির চালককে উদ্ধার করার পাশাপাশি কনটেনারটি আটকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিক্ষোভের জেরে দু’দিকের যানবাহন আটকে তীব্র যানজট তৈরি হয়।

ছোট গাড়ির চালক অমিত মিঞ্জ বলেন, ‘বিয়েবাড়ির ভাড়া ছিল। ফেরার সময় কনটেনারের ধাক্কায় হাইট বারটি ভেঙে গাড়ির উপর পড়ে। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছি।’ বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতা কল্যাণ প্রসাদ বলেন, ‘ভারী ও উঁচু গাড়ি যদি এই পথে চলাচলই করে তবে হাইট বার লাগানোয় লাভ কী? পুলিশ গাড়িগুলি নিয়ন্ত্রণের বদলে টাকা নিয়ে এই রুটে গাড়ি ঢোকাচ্ছে।’

এদিকে, ঘটনার পর খড়িবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী। পুলিশ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে উপযুক্ত পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এদিকে, বিষয়টি নিয়ে পূর্ত দপ্তরের তরফে এদিন দুপুরে খড়িবাড়ি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ছোট চার চাকার গাড়ির চালকও থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে কনটেনারটি আটক করার পাশাপাশি চালক ও সহ চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুক্রবার তাঁদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

## লোকভবন থেকে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস

**চোপড়া, ৫ মার্চ :** রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের পদত্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়ার আগে বৃহস্পতিবার ফের একবার লোকভবন থেকে ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে আশ্বস্ত করা হয়েছে বলে দাবি মৃতদের পরিবারের। দু’বছর আগে চোপড়ায় মাটি চাপা পড়ে মৃত চার শিশুর ব্যাপারে লোকভবন থেকে জেলা শাসককে চিঠি পাঠানো হয়। পরে সরাসরি চোপড়ার বিডিওর কাছেও তথ্য চেয়ে চিঠি আসে। চোপড়া ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানানো হচ্ছে, পরিবারগুলোর প্রয়োজনীয় তথ্য নির্দিষ্ট সময়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মৃত শিশুদের একজনের বাবা সমিরুল ইসলাম জানান, ২৭ নভেম্বর চার পরিবারের সদস্যরা লোকভবনে গিয়েছিলেন। ওই সময় সাতদিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত করা হয়। তথ্য চেয়ে একাধিকবার স্থানীয় প্রশাসনের কাছে লোকভবন থেকে চিঠিও আসে। এদিন দুপুরে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে সেখান থেকে জানানো হয় শীঘ্রই চেক নিতে ডাকা হবে। চোপড়ার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের চেতনাগছ গ্রামে ২০২৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি সীমান্তের রাস্তার নীচে খেলতে গিয়ে মাটি চাপা পড়ে ৪ শিশুর মৃত্যু হয়েছিল। ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যে গ্রামে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল। পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দেওয়ার পাশাপাশি আর্থিক ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেন। তারপর দু’বছর কেটে গেলেও রাজ্যপালের ঘোষিত ক্ষতিপূরণ পায়নি পরিবারগুলি।

## বিনামূল্যে অস্ত্রোপচার

**চোপড়া, ৫ মার্চ :** ঠোঁট কাটা ও তালু কাটা সমস্যায় ভুক্তভোগীদের মুখে হাসি ফোটাতে বৃহস্পতিবার চোপড়া বেসিক স্কুলে একটি শিবির হয়। দুটি বেসরকারি সংস্থার ব্যবস্থাপনা ও সহযোগিতায় চোপড়া বেসিক স্কুলে শিবিরটি হয়। শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রোগীদের শারীরিক অবস্থা খুঁটিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। শিবিরে আসা নয়টি শিশুর মধ্যে চারজন অস্ত্রোপচারের জন্য উপযুক্ত বলে চিহ্নিত করেছেন চিকিৎসকরা। ওই চারজনের বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারের দায়িত্ব নিয়েছে আয়োজক ও সহযোগী সংস্থা।

## পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার সূচনা

**ইসলামপুর, ৫ মার্চ :** বৃহস্পতিবার ইসলামপুরের জোড়া বটতলার শিব ও কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার সূচনা হল। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সাবিত্রী ঠাকুর এবং রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কার্তিক পাল এদিন সংকল্প যাত্রার রথে সওয়ার হন। রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায় এই যাত্রায় যোগ দেবেন বলে বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে। ইসলামপুর থেকে শুরু হওয়া এই যাত্রা গোয়ালপোখর, চাকুলিয়া, করণদিঘি, রায়গঞ্জ ও বালুরঘাট হয়ে মালদায় পৌঁছাবে।

ICFAI UNIVERSITY TRIPURA | NAAC ACCREDITED
Approved under section 2(f) of the UGC Act 1956
ADMISSIONS OPEN
Admission forms are now available online for Engineering (CE, ME, EE, ECE, CSE), Computer Applications, Data Science & AI, Basic Sciences (Physics, Chemistry, Mathematics), Management, Psychology, Education, Special Education, Physical Education, Yoga & Naturopathy, Commerce, Economics, Law, English, Clinical Psychology, Allied Health Sciences (Paramedical Sciences), Pharmaceutical science, Nursing and Ph.D.
Apply online : iutripura.in
SCAN & APPLY
ICFAI Office - Siliguri : Opp. Anjali Jewellers Ramkrishna Road, Beside Sarada Moni School P.O. & P.S. Siliguri. Ashrampara. Pin - 734001, Ph: 9933377454
University Office :0381-2865752/62, 8415952506

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
মালদা ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনার জন্য উপার্জন চুক্তি প্রদান
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ - ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক), মালদা ডিভিশনের পীরপৈঁতী (পিপিটি), মন্দারহিল (এমডিএলই) এবং বারহারওয়া (বিএইচডব্লু) রেলওয়ে স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পিএনইউ-০৮-২০২৬। অকশন শুরু ঃ ১৬.০৩.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিটে। যথাক্রমে ক্রঃ নং ও লট নং; স্টেশন ঃ (১) পিএনইউ-এমএলডিটি-পিপিটি- টিওআই-৫৫-২৬-১; পীরপৈঁতী। (২) পিএনইউ-এমএলডিটি-এমডিএলই-টিওআই- ৫৬-২৬-১; মন্দারহিল। (৩) পিএনইউ-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-টিওআই-৫-২৬-১; বারহারওয়া। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
(MLD-355/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

# স্কুলের ভবনে ফাটল, দেওয়ালে আগাছা

**মহম্মদ আশরাফুল হক**

**চাকুলিয়া, ৫ মার্চ :** নানা সমস্যায় জর্জরিত চাকুলিয়া সার্কেলের শেষ প্রান্তে অবস্থিত তারাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুলের একাধিক ভবনের ছাদের চাঙড় ভেঙে পড়ছে। ফাটল ধরেছে ছাদে। বৃষ্টি হলেই জল চুইয়ে পড়ে বলেও অভিযোগ। তবে শুধু ছাদের সমস্যা নয়, ভবনের একাধিক জায়গায় দেওয়াল ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে আগাছা। এর ফলে একদিকে পড়ুয়া ও শিক্ষকদের নিরাপত্তা নিয়ে যেমন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, ঠিক তেমনই ব্যাহত হচ্ছে স্কুলের স্বাভাবিক পঠনপাঠন।

বিষয়টি নিয়ে চাকুলিয়া সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক নাওসিন বেক বললেন, ‘স্কুলের সমস্যা সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার চেষ্টা করা হবে।’

১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টি একসময় এলাকার শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে সংস্কারের অভাবে ভবনগুলি ধীরে ধীরে



তারাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ভবন। -সংবাদচিত্র

জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। বর্তমানে স্কুলে ৩৫০ জন পড়ুয়া রয়েছে। ৭ জন শিক্ষক রয়েছেন। স্কুলের মোট ৬টি ভবনের মধ্যে ৪টিই অকেজো। ছাদের বেহাল দশার কারণে শুখা মরশুমেও ক্লাস নেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বর্ষাকালে তো পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ বলে জানিয়েছেন শিক্ষকরা।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহম্মদ বেলাল আনসারির কথায়, ‘স্কুলের সমস্যা সমাধানে গত কয়েক বছর ধরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে একাধিকবার আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু এখনও কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি।’ শিক্ষকরা বলছেন, এই পরিবেশে পাঠদানের মান ধরে রাখা কঠিন হয়ে উঠেছে। বিদ্যানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান ধারু মুর্মুর বক্তব্য, ‘স্কুলের সমস্যার কথা আমাদের নজরে এসেছে। মেরামত করে স্কুলের স্থায়ী সমাধান হবে না। পুরোনো ঘর ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করতে হবে। তার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে সেই অর্থ নেই।’

বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা। সোরেন কিসকু নামে এক অভিভাবক বললেন, ‘ছেলেমেয়েরা সকালে স্কুলে যায়, কিন্তু মনটা শান্তি পায় না। যে কোনও সময় ছাদ ধসে পড়তে পারে। প্রশাসনের কাছে বারবার বলেও কোনও সাড়া মেলেনি।’ আর এক অভিভাবক রেজাউল করিম জানালেন, ৩৫০ জন শিশুর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। এইভাবে স্কুল চলতে পারে না। দ্রুত স্কুল ভবন সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন অভিভাবকরা।

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪১৭, তারিখ ২৭.০২.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নরূপ কাজের জন্য সিঙ্গল ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ কাজের নাম ঃ এসএসই/টিএল অ্যান্ড এসি/মালদা টাউন এবং এসএসই/টিএল অ্যান্ড এসি/ভাগলপুরের অধিক্ষেত্রাধীনে ৩ বছরের জন্য মালদা বিভাগের এলএইচবি রেকের প্রিভেস কটন ইঞ্জিনযুক্ত পাওয়ার কারগুলিতে স্থাপিত ৫০০কেভিএ ডিজি সেটের এসকর্টিং, পরিচালনা এবং ট্রিপ রক্ষণাবেক্ষণ (‘এ’ চেক) আউটসোর্সিং। টেন্ডার মূল্য ঃ ২,৩২,০৩,৫১২.৯২ টাকা। বায়না মূল্য ঃ ২,৬৬,০০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় ঃ ০৯.০৩.২০২৬ থেকে ২৩.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড ঃ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড ঃ সিনিয়র ডিইই(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের অফিস। ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-354/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
মালদা ডিভিশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য উপার্জন চুক্তি প্রদান
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ - ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক), মালদা ডিভিশনের বারহারওয়া (বিএইচডব্লু), সাহিবগঞ্জ (এসবিজি), ধৌনী (ডিডব্লুএলই) এবং টিকানী (টিকেএলই) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। ● অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পার্কিং-০৪-২০২৬। ● অকশন শুরু ঃ ১৬.০৩.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিটে। ক্রঃ নং ও লট নং; স্টেশন ঃ (১) পার্কিং-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এমএক্স-২৬-২৬-১; বারহারওয়া। (২) পার্কিং-এমএলডিটি-এসবিজি-এমএক্স-৬৭-২৬-১; সাহিবগঞ্জ। (৩) পার্কিং-এমএলডিটি-ডিডব্লুএলই-এমএক্স-৭৬-২৬-১; ধৌনী। (৪) পার্কিং-এমএলডিটি-টিকেএলই-এমএক্স-৭৭-২৬-১; টিকানী। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
(MLD-356/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

## ‘স্বচ্ছ ভারত’ প্রকল্পের উদ্বোধন

**খড়িবাড়ি, ৫ মার্চ :** খড়িবাড়িতে স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পের আর্থিক আনুকূল্যে ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি হল ফিকাল স্লাজ ও সেপ্টেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট। বৃহস্পতিবার খড়িবাড়ি ডুমুরিয়া এলাকায় প্রকল্পের উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ।

গত বছর খড়িবাড়ি শচীন্দ্রচন্দ্র চা বাগান সংলগ্ন ডুমুরিয়া নদীর ধারে প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়। এক মাস ধরে পরীক্ষামূলকভাবে চালানোর পর বৃহস্পতিবার প্রকল্পটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি শৌচালয় থেকে মলমূত্র সংগ্রহ করে কঠিন ও তরল পৃথকীকরণ এবং জল পরিশ্রুত করা হবে। বাদবাকি অংশ থেকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জৈব সার প্রস্তুত করা হবে। বাড়ির সেপটিক ট্যাংক থেকে পয়ঃনিষ্কাশন পরিষেবা প্রদানের জন্য এদিন থেকে দুটি ট্যাংকার ভ্যান চালু করা হয়েছে।



*উদ্বোধনের পর প্রকল্প এলাকায় সভাধিপতি অরুণ ঘোষ।*

ভ্যানের জন্য হেল্পলাইন নম্বর দেওয়া হবে। যাঁদের বাড়িতে সেপটিক ট্যাংক ভর্তি হয়ে যাবে, তাঁরা ফোন করলে সামান্য টাকার বিনিময়ে সেই গাড়ি গিয়ে মলমূত্র তুলে নিয়ে আসবে। এরপর বিজ্ঞানসম্মতভাবে বর্জ্য থেকে জল নিষ্কাশন করে জৈব সার তৈরি করা হবে। এর ফলে একদিকে যেমন পরিবেশকে স্বচ্ছ রাখা সম্ভব হবে, অন্যদিকে জৈব সার তৈরির মাধ্যমে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হবে। সাধারণ মানুষ এই প্রকল্পের মাধ্যমে অনেকটাই উপকৃত হবেন। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাধিপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা, খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ, কর্মাধ্যক্ষ কেশরীমোহন সিংহ, নলিনীরঞ্জন রায়, খড়িবাড়ি ও বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহ আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা।

উদ্বোধনের পর সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, ‘উত্তরবঙ্গে প্রথম এই প্রকল্পটির আজ উদ্বোধন করা হল। আপাতত শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকায় এই প্রকল্পের কাজ করা হবে। মলমূত্র থেকে নিষ্কাশিত জল চাষের কাজে ব্যবহার করা যাবে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে জৈব সার উৎপন্ন করা হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়ানোর কোনও সম্ভাবনা নেই। প্রকল্প চালু হওয়ার ফলে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের একটি সমস্যার অবসান ঘটল।’



শিমুল ফুল কুড়োনো।। *বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।*

### সাংসদের বিরুদ্ধে চকবাজারে পোস্টার

# এসআইআর নিয়ে তপ্ত হচ্ছে পাহাড়

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ :** ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি। অথচ দার্জিলিংয়ের রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে। আর এর মূলেই রয়েছে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)। ভোটার তালিকায় পাহাড়ের তিনটি বিধানসভায় প্রচুর নাম হয় বাদ গিয়েছে, অথবা বিচারাধীন রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের এই ভূমিকা নিয়ে আখেরে কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপির ওপরেই দায় চাপাচ্ছে পাহাড়ের রাজনৈতিক দলগুলি। সরাসরি দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টকেও দায়ী করে পাহাড়ে প্রচার করছে তারা। এমনকি দার্জিলিংয়ের চকবাজারে রাজু বিস্টের বিরুদ্ধে পোস্টারও পড়েছে। পরিস্থিতি বুঝে বুধবারই সাংসদ বলেছেন, ‘১৫ দিনের মধ্যে সমস্ত প্রকৃত ভোটারের নাম তালিকাভুক্ত হয়ে যাবে। না হলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।’

বৃহস্পতিবার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) সভাপতি অনীত থাপা বলেছেন, ‘ভুয়ো ভোটার বলে হাজার হাজার নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। তাহলে এই ভোটারদের ভোটেই তো রাজু বিস্ট সাংসদ হয়েছেন। অর্থাৎ তিনিও তাহলে ভুয়ো।’ অনীতের এই মন্তব্যের কোনও জবাব দিতে চাননি রাজু।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় পাহাড়ের তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় ১৫ হাজার ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। প্রায় ৩৫ হাজার নাম বিচারাধীন রয়েছে। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুংয়ের পরিবারের দুজন, আইনজীবী বন্দনা রাইয়ের মতো অনেকেই বিচারাধীনের তালিকায়। এই বাতিল এবং বিচারাধীন ভোটার সংখ্যা নিয়েই তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে।

পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) এই ঘটনার জন্য সরাসরি বিজেপিকেই দায়ী করেছে। তাদের বক্তব্য, চক্রান্ত করে পাহাড়ের মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, বহু মানুষের নামই বিচারাধীন বলে দেখানো হয়েছে। এই ঘটনায় দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিজেপির রাজু বিস্টের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজিপিএম। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ তথা বিজিপিএম সভাপতি অনীত থাপার বক্তব্য, ‘উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পাহাড়ের মানুষকে হয়রান করা হচ্ছে। হাজার হাজার ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে অথবা বিচারাধীন করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। বলা হচ্ছে, ভুয়ো নাম কাটা গিয়েছে। অথচ এই ভোটারদের ভোটে জিতেই রাজু বিস্ট সাংসদ হয়েছেন। তাহলে এই সাংসদও কি ভুয়ো?’

রাজু বিস্ট ‘মুর্দাবাদ’, ‘বিজেপি মুর্দাবাদ’ স্লোগান দিয়ে জনতার নামে চকবাজারে পোস্টারও পড়েছে। যা নিয়ে বিব্রত বিজেপি। দলের পার্বত্য শাখার সভাপতি সঞ্জীব লামা বলছেন, ‘এসব বিজিপিএমের কাজ। মানুষকে ভুল বুঝিয়ে জনতার নামে বিজিপিএম-ই এসব পোস্টার সাঁটছে।’

সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক বলছেন, ‘এত ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার অর্থ দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের চেষ্টা করা। এটা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না।’



*দার্জিলিংয়ের চকবাজারে সাংসদের বিরোধিতায় পোস্টার।*

## রাষ্ট্রপতির সফরে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ

**শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ :** শুক্রবার দু’দিনের দার্জিলিং সফরে আসছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তাঁর সফর উপলক্ষ্যে দার্জিলিংয়ের রাস্তায় যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করছে জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক মণীশ মিশ্র নির্দেশিকা জারি করেছেন। শুক্রবার রোহিণী রোড হয়ে দার্জিলিংয়ের রাস্তায় সকাল ৯টা থেকে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে। সকাল ১১টা থেকে কার্সিয়াং থেকে দার্জিলিংয়ের রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত হবে। অন্যদিকে, দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়িগামী গাড়িগুলিও সকাল ১০.৩০ মিনিটের পর থেকে আর চলাচল করতে পারবে না।

শনিবার রাষ্ট্রপতি দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়িতে নামবেন। সেদিনও সকাল ৮টা থেকেই দার্জিলিং থেকে কার্সিয়াং রুটে যান চলাচল বন্ধ থাকবে। কার্সিয়াং থেকে রোহিণী হয়ে সুকনা পর্যন্ত রাস্তাতেও সকাল ৯টা থেকেই যান চলাচল নিষিদ্ধ থাকবে। একইভাবে লেবং কার্ট রোড থেকে দার্জিলিং শহর এবং রাজভবনের রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে জেলা শাসক মণীশ মিশ্র জানিয়েছেন।

শুক্রবার রাষ্ট্রপতির বাগডোগরা পৌঁছে সেখান থেকে হেলিকপ্টারে সরাসরি লেবং সেনাছাউনিতে যাওয়ার কথা। সেখান থেকে সড়কপথে তিনি দার্জিলিংয়ের রাজভবন বা লোকভবনে পৌঁছাবেন। পরদিন অর্থাৎ শনিবার লেবং থেকেই হেলিকপ্টারে তিনি বাগডোগরায় ফিরবেন। তবে, পুরোটাই আবহাওয়ার ওপরে নির্ভর করছে। আবহাওয়া খারাপ থাকলে রাষ্ট্রপতি সড়কপথে পাহাড়ে যাতায়াত করবেন।

## লোকালয়ে চিতাবাঘ

**ফাঁসিদেওয়া, ৫ মার্চ :** বৃহস্পতিবার রাতে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাট সংলগ্ন পেটকি এলাকায় একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের লোকালয়ে হানাকে কেন্দ্র করে তীব্র আতঙ্ক ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, চিকনমাটি কবরস্থানের পাশের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় গ্রামবাসীরা আচমকা চিতাবাঘটিকে দেখতে পান। প্রত্যক্ষদর্শী মহম্মদ সায়েদ বলেন, ‘প্রায় ৫০ থেকে ৬০ কেজি ওজনের চিতাবাঘটিকে দেখে এলাকায় হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। খবর ছড়িয়ে পড়তেই লাঠি ও হাঁসুয়া হাতে কয়েকশো মানুষ জমায়েত হন।’ মহম্মদ নবাব বলেন, ‘আতঙ্কে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত বনবিভাগ ও পুলিশে খবর দেন।’ ঘোষপুকুর রেঞ্জের বনকর্মী ও ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কার্সিয়াং বনবিভাগের ঘোষপুকুর রেঞ্জ অফিসার সংবর্ত সাধু বলেন, ‘চিতাবাঘের আসার খবর পেয়েই বনকর্মীরা শব্দবাজি ফাটিয়ে সেটিকে জঙ্গলে তাড়ানোর ব্যবস্থা করেন।’

### নকশা তৈরি, থাকবে লাইব্রেরি

# ১০ তলা আদালত ভবনের ঘোষণা

**সাগর বাগচী**

**শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ :** বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার মুখে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের নতুন ভবন তৈরির কথা ঘোষণা করা হল। বৃহস্পতিবার রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে গিয়ে মাল্টিস্টোরিড নতুন ভবন তৈরির কথা ঘোষণা করেন। ১০ তলা বিশিষ্ট আদালত ভবন তৈরি হবে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন। রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের আর্কিটেকচার উইং-এর তৈরি নতুন ভবনের নকশা ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্ট অনুমোদন করেছে। অনুমোদনের পর সেই নকশা পূর্ত দপ্তরের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে নির্বাচন পার হলে নতুন সরকার গঠনের পরই ভবন তৈরির পরবর্তী প্রক্রিয়া যে শুরু হবে, তা স্পষ্ট। এদিকে, শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের অফিস আর আদালত চত্বরে ফিরছে না। সেই কারণে শিলিগুড়ি আদালতের ১.৮ একর জমি ব্যবহার করে ভবন তৈরি হবে।

মহকুমা আদালতের নতুন ভবন কবে তৈরি হবে, তা নিয়ে প্রায় দেড় দশক ধরে চর্চা চলছে। ২০১২ সালে শিলিগুড়ি আদালতের মাল্টিস্টোরিড ভবনের শিলান্যাস করেছিলেন তৎকালীন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়নারায়ণ প্যাটেল। কিন্তু শিলান্যাসের পর ১৪ বছর ধরে প্রস্তাবিত ভবনের একটি ইটও গাঁথা হয়নি।

এ নিয়ে শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের কর্তারা বিভিন্ন সময় রাজ্যের আইনমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ভবনের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবও নতুন ভবন তৈরির বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এদিন শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে মেয়র আদালতে উপস্থিত ছিলেন। শ্রমমন্ত্রী বলেন, ‘ভবনের নকশা তৈরি হয়ে গিয়েছে। দ্রুত হাইকোর্টের সঙ্গে কথা বলব। যে কোনও আদালত ভবন হাইকোর্ট ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয়। নতুন ভবনের গোটাটা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হবে।’

২০১২ সালে ভবনের শিলান্যাসের পরই শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট ঘোষণা হয়। পাশাপাশি



- নতুন আদালত ভবনের প্রতিটি ফ্লোরের আয়তন হবে ৩০ হাজার বর্গফুট করে
- মোট ১৮টি কোর্ট রুম থাকবে
- পূর্ত দপ্তরের আর্কিটেকচার উইং-এর তৈরি নতুন ভবনের নকশা হাইকোর্ট অনুমোদন করেছে

নতুন কয়েকটি কোর্ট যুক্ত হয়। এমন পরিস্থিতিতে যে ভবনটি তৈরি হওয়ার কথা ছিল, সেটি আয়তনে ছোট হবে বলে মনে করা হয়। সেই কারণে রাজ্য সরকার শিলিগুড়ি আদালত অন্যত্র সরানোর পরিকল্পনা করে। কিন্তু আদালত সরিয়ে নিয়ে যেতে আইনজীবীরা বাধা দেন। বিস্তর টানাপোড়েনের পরে রাজ্য শিলিগুড়ি আদালত চত্বরে নতুন ভবন করতে রাজি হয়।

তবে ২০১২ সালের নকশা পরিবর্তন করা হয়েছে। পূর্ত দপ্তর এখন মাটি পরীক্ষা করার পর স্ট্রাকচারাল ডিজাইন তৈরি করবে। এরপর অ্যাসেসমেন্ট করে খরচের হিসাব তৈরি হবে। তারপরই রাজ্য ভবন তৈরির ব্যয়বরাদ্দ করবে। এদিন শিলিগুড়ি আদালতের বিল্ডিং কমিটির কনভেনার অলোক ধাড়া বলেন, ‘মহকুমা শাসকের দপ্তর যে আর শিলিগুড়ি আদালত চত্বরে হবে না, সেই বিষয়টি জেলা শাসকের দপ্তরের থেকে হাইকোর্টকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। নকশা অনুমোদনের কাজ হাইকোর্ট করে দিয়েছে। এখন সবটাই রাজ্য সরকারের করণীয়। সরকার যাতে যাবতীয় কাজ দ্রুত করে, সেটাই চাইছি।’ মন্ত্রী ১০ তলা ভবন বললেও অলোক বলছেন, ‘নকশা অনুযায়ী বেসমেন্ট ১ এবং ২ ও জি প্লাস ৬ তলার ভবন হবে। প্রতিটি ফ্লোরের ৩০ হাজার বর্গফুট আয়তন থাকছে। আদালত চত্বরে সাধারণ মানুষের জন্য আলাদা করিডর থাকবে। মোট ১৮টি কোর্ট রুম থাকবে। ৭টি লিফট হবে।’ আসামিদের জন্য আলাদা লিফট, করিডর থাকবে। বিচারকদের প্রবেশের জন্য আলাদা রাস্তা থাকছে। আইনজীবীদের জন্য লাইব্রেরিও থাকছে বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে, বাগরাকোট বাসস্ট্যান্ডের জায়গায় আদালতের জন্য আলাদা পার্কিং করার ভাবনার কথা জানিয়েছেন মেয়র গৌতম দেব। তিনি বলেন, ‘আধুনিক আদালত ভবন হবে। বাসস্ট্যান্ড নির্বাচনের পর তিনবাত্তিতে নিয়ে যাব। বাসট্যান্ডের পাশ দিয়ে একটি জায়গা রয়েছে, সেটিকে নেওয়া হবে। তারপর কোর্টের গাড়িগুলি সেখানে পার্কিং করার পরিকল্পনা রয়েছে।’ তবে বাসস্ট্যান্ড সরানো নিয়ে একটি মামলা চলছে।



বসন্তে একদিন।। *গয়েরকাটায় ছবিটি তুলেছেন বনশ্রী বাড়ুই।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

## উন্নয়নের খতিয়ান

**নকশালবাড়ি, ৫ মার্চ :** আসন্ন বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে ধর্মীয় শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরলেন। বৃহস্পতিবার নকশালবাড়ির রকমজোত গ্রামীণ জনসেবা সমিতির আয়োজিত মহাপুরাণ যজ্ঞ উপলক্ষ্যে আয়োজিত কলস যাত্রায় তিনি অংশগ্রহণ করেন।

কলস যাত্রা শুরুর আগে মঞ্চ থেকে সভাধিপতি দাবি করেন, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে তৃণমূল কংগ্রেসের বোর্ড গঠনের পর রকমজোত এলাকায় কোটি কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। অরুণ জানান, মেচি নদীর জল আটকাতে বাঁধের মেরামত এবং চার কোটি টাকা ব্যয়ে হাঁড়িয়া মোড় থেকে রকমজোত মাতা মন্দির পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। শ্মশানঘাট নির্মাণের কাজও চলছে বলে দাবি করেন। বিজেপি বিধায়ক ও সাংসদকে কটাক্ষ করে বলেন, ‘বিগত দিনে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শুধু ভোট লুটে নিয়ে গিয়েছেন।’

## চা রপ্তানিতে ধাক্কার শঙ্কা

**নাগরাকাটা, ৫ মার্চ :** আশঙ্কাই সত্যি হল। হরমুজ প্রণালী বন্ধ হতেই দেশীয় চায়ের রপ্তানি নিয়ে তৈরি হল গভীর উদ্বেগ। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে চা বণিকসভা টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (টাই) জানিয়েছে, এদেশ থেকে যে পরিমাণ চা রপ্তানি হয় তার ৪১ শতাংশই হয় হরমুজ প্রণালীকে ব্যবহার করে। ফলে ওই জলপথ ভারতের কাছে বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ। টাই-এর সভাপতি শৈলজা মেহতা বলেন, ‘যুদ্ধ চলতে থাকলে ও পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক না হলে আমাদের কাছে এটি বড়সড়ো ধাক্কা হয়ে উঠবে।’

### বিতর্ক অসংরক্ষিত কেন্দ্র নিয়ে

# প্রার্থী নিয়ে কোন্দল ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ :** নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল তত প্রকাশ্যে আসছে। তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর শিলিগুড়িতে ফিরে স্বপ্না বর্মন এই বিধানসভা এলাকায় পা রাখার পর থেকে দলের ভেতর ক্ষোভ আরও বেড়েছে। অসংরক্ষিত এই আসনে জেনারেল ক্যাটাগরির কাউকে প্রার্থী না করে স্বপ্নাকে প্রার্থী করার উদ্যোগে দলে মতবিরোধ যথেষ্ট।

তৃণমূলের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক সভাপতি দিলীপ রায় অবশ্য বলেন, ‘প্রার্থীর বিষয়টি দলের শীর্ষ নেতৃত্ব স্থির করে। এসব নিয়ে দলে ক্ষোভ-বিক্ষোভ নেই। যাঁকে প্রার্থী করা হবে, আমরা সবাই মিলে তাঁকে জেতানোর জন্য ঝাঁপাব।’ এই আসনে তৃণমূলের সম্ভাব্য প্রার্থী নিয়ে বহুদিন ধরে জল্পনা চলছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, দুই কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মা এবং দুলাল দত্ত যেমন এলাকায় জনসংযোগ করছিলেন, তেমনই জ্যোতিপ্রকাশ কানোড়িয়া, মণীষা রায়, সুধা সিংহ চট্টোপাধ্যায়ের নাম হাওয়ায় ভাসছিল।

কয়েকদিন আগে গৌতম দেবের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রে প্রার্থী না হওয়ার ঘোষণার পরপরই স্বপ্না দলে যোগ দেওয়ায় সব হিসেব উলটে যায়। দলের ভিতর বাড়তে থাকা ক্ষোভের আঁচ পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন নেতার সমাজমাধ্যমের পোস্টে। সম্প্রতি ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তাপস চট্টোপাধ্যায় সমাজমাধ্যমে ‘কাজের মানুষ মনীষা রায়’ পোস্ট নিয়ে দলের অন্দরে চর্চা শুরু হয়েছে।

তাপস মোবাইলে সাড়া না দেওয়ায় তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে মণীষা বলেন, ‘আমাকে দলের অনেকে ভালোবাসেন। তাঁরা হয়তো আমাকে প্রার্থী হিসেবে চাইছেন। কিন্তু দল যাঁকে প্রার্থী করবে, আমি তাঁর হয়েই কাজ করবো।’

তৃণমূলের ডাবগ্রাম-২ (বি)-এর অঞ্চল সভাপতি শংকর রায় বুধবার সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান সুধা সিংহ চট্টোপাধ্যায় এবং সুভাষ গড়াইকে রাজবংশী বিরোধী বলে মন্তব্য করেন। সুভাষ দলের ব্লক কমিটির সাধারণ সম্পাদক। এই পোস্ট নিয়ে বিতর্ক শুরু হতেই শংকর সমাজমাধ্যমে ক্ষমা চান। তাতে অবশ্য বিতর্ক কমেনি। প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ থেকেই শংকর এই পোস্ট করেছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। পরে দলের চাপে ক্ষমা চেয়েছেন। শংকর অবশ্য বলেন,

> কে প্রার্থী হবেন সেই বিষয়টি দলের শীর্ষ নেতৃত্ব স্থির করেন। যাঁকে প্রার্থী করা হবে আমরা সবাই মিলে তাঁকে জেতানোর জন্য ঝাঁপাব।
>
> **দিলীপ রায়**
> *তৃণমূল নেতা*

‘ভুল করে পোস্ট করেছিলাম।’ এই প্রসঙ্গে সুধার বক্তব্য, ‘উনি কেন এমন পোস্ট করলেন জানি না। আমি রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত। এতদিন গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান ছিলাম, কোনওদিন জাতপাত দেখে কাজ করিনি।’

তাঁর কথায় আশা ঝরে পড়ে। সুধা বলেন, ‘দীর্ঘদিন দল করছি। তাই হয়তো কেউ কেউ আমাকে প্রার্থীপদে দেখতে চাইছেন।’ জেলার একমাত্র অসংরক্ষিত বিধানসভা আসনেও তপশিলি জাতির প্রার্থী দেওয়া নিয়ে দলের অন্দরেই প্রশ্ন উঠছে।

# একের পর এক চুরিতে আতঙ্ক ফাঁসিদেওয়ায়

**ফাঁসিদেওয়া, ৫ মার্চ :** ফাঁসিদেওয়া ব্লকজুড়ে একের পর এক চুরির ঘটনায় জনমনে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের অপরাধ ঘটলেও পুলিশ চুরির কিনারা করতে না পারায় স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে মঙ্গলবার এলাকায় মাইকিং করে গ্রামবাসীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ফাঁসিদেওয়ার জ্যোতিনগরে ২ মার্চ যুধিষ্ঠির বিশ্বাসের ফাঁকা বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। ২৩ ফেব্রুয়ারি কোকরাজোতে সেনাকর্মী ধীরু প্রধানের বাড়ি থেকে সোনা ও নগদ টাকা খোয়া যায় বলে অভিযোগ। ২২ ফেব্রুয়ারি গোয়ালটুলিতে এক ব্যক্তির বাড়িতে তিন দুষ্কৃতী চুরির চেষ্টা করলেও গৃহস্থের তৎপরতায় পালিয়ে যায়। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে মনোজ পোদ্দারের দোকানে এবং একই দিনে গোয়ালটুলির নৃপেন রায়ের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। ব্যবসায়ী মনোজ পোদ্দার অভিযোগ করেন, চুরির ঘটনার খবর জানানো সত্ত্বেও পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়নি।

গত ডিসেম্বরে চটহাটের

### পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ গ্রামে

নীরঘিনগছে কালুয়া নামের এক ব্যক্তির গোরু চুরি যায়। এরপর চটেরহাটে আইনুলের বাড়ি থেকে মোবাইল ও নগদ এবং ফিরদৌস নামের এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে গয়না চুরি হয়। নভেম্বরে চটহাটে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মহম্মদ সাজিরুল এবং গোয়ালটুলির হরি রায়ের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। এর আগে অক্টোবরের শেষে ঝমকলালজোতের মহম্মদ মুমতাজ এবং পেটকির মহম্মদ খবিরের ফাঁকা বাড়িতে লক্ষাধিক টাকার চুরি হয়েছিল। ভুক্তভোগী খবিরের অভিযোগ, এরপর কয়েক মাস সময় কাটলেও চোর ধরা পড়েনি।

এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা ভারতীয় জনতা কিষাণ মোর্চার সাধারণ সম্পাদক অনিল ঘোষ পুলিশের চরম ব্যর্থতাকে দায়ী করেছেন। তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি চন্দনকুমার রায় বলছেন, ‘এই চুরির ঘটনাগুলি স্থানীয়দের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।’ পুলিশ অপরাধীদের ধরতে চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে এনডিপিও (নকশালবাড়ি) সৌম্যজিৎ রায় জানিয়েছেন। তিনি গ্রামবাসীদের বাড়ি ফাঁকা রেখে কোথাও গেলে পুলিশকে আগাম তথ্য দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

## নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোয় ধাক্কা

**শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ :** ফের শহরে দ্রুতগতির গাড়ির দৌরাত্ম্য। এবারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কের ধারে থাকা ঢালু জায়গায় নেমে পাশাপাশি থাকা দুটো অটোকে ধাক্কা মারল একটি গাড়ি। দুই অটোয় ধাক্কা মেরে গাড়িটি আটকে যায়। গাড়িটি ওঠানোর জন্য পরে ক্রেন নিয়ে আসা হয়। গাড়ির মধ্যে থাকা চালক ও এক যাত্রীকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে চম্পাসারির মহানন্দা সেতু সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। স্থানীয় বাসিন্দা আরতি রায় বলেন, ‘অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালিয়ে দুর্ঘটনার কথা মাঝেমধ্যেই শুনি। এবারে চোখের সামনে দেখলাম। প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও এব্যাপারে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।’ পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে।

# কৃষ্ণের বাঁধ নির্মাণে সেচ দপ্তরের বাধা

**শুভদীপ শর্মা**

**ক্রান্তি, ৫ মার্চ :** ক্রান্তির বাসুসুবা এলাকায় বিনা অনুমতিতে চলা একটি বাঁধের কাজ বন্ধ করতে গিয়ে সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা গ্রামবাসীদের তীব্র বিক্ষোভের মুখে পড়লেন। স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতার উদ্যোগ ও গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় এই কাজ শুরু হয়েছিল। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে শেষপর্যন্ত কাজের প্রয়োজনীয় অনুমতির নির্দেশ দিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্তারা এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার এলাকায় দিনভর চাপা উত্তেজনা ছিল।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রতি বছর বর্ষার মরশুমে তিস্তার জল ঢুকে বাসুসুবার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। নদীর ওপর প্রায় এক কিলোমিটার অংশে কোনও স্থায়ী বাঁধ না থাকায় মাস্টারপাড়া, কেরানিপাড়া এবং বাসুসুবা সেঙ্গপাড়ার মতো এলাকার প্রায় দেড় হাজার পরিবার চরম জলমগ্ন অবস্থায় দিন কাটায়। গ্রামবাসীরা জানান, বর্ষার কয়েক মাস তাঁদের ঘরবাড়িতে হাঁটুসমান জল থাকে। বাধ্য হয়ে অনেককে ত্রাণশিবির অথবা বাঁধের ওপর অস্থায়ী ক্যাম্প করে আশ্রয় নিতে হয়। প্রশাসন ও সেচ দপ্তরকে বারবার জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি বলে তাঁদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ।

তৃণমূলের এসসি ও ওবিসি সেলের জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাস সম্প্রতি ওই এলাকা পরিদর্শনে যান। গ্রামবাসীরা তাঁর কাছে স্থায়ী বাঁধের দাবি জানালে তিনি নিজ উদ্যোগে এবং গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় বাঁধ তৈরির আশ্বাস দেন। সেই কথামতোই দিনকয়েক আগে থেকে তিস্তার ৭ এবং ৮ নম্বর স্পারের মাঝখানে প্রায় এক কিলোমিটারজুড়ে মাটির স্পার বাঁধ তৈরির কাজ শুরু হয়। তবে সেচ দপ্তরের দাবি, নদীর



*বাঁধের কাজ আটকানোয় বিক্ষোভ গ্রামবাসীর। বৃহস্পতিবার।*

বুক চিরে এ ধরনের কোনও স্পার বাঁধ তৈরি করতে হলে দপ্তরের আগাম অনুমতির প্রয়োজন হয়। এই ক্ষেত্রে কোনও নিয়ম মানা হয়নি বলেই দপ্তরের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছে।

এদিন সেচ দপ্তরের আধিকারিক মুকুন্দ বিশ্বাস ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এলাকার বাসিন্দারা তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। স্থানীয় বাসিন্দা উত্তম রায়, বিপুল সেনরা ক্ষোভ উগরে দেন। উত্তম বলেন, ‘দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে আমরা এই যন্ত্রণায় ভুগছি। অবশেষে কৃষ্ণ দাস নিজ উদ্যোগে আমাদের সহযোগিতায় কাজ শুরু করলেও তাতে বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর না নিজে কাজ করছে, বরঞ্চ অন্য কেউ কাজ করলেও তা বাধা দিচ্ছে।’

বিক্ষোভের মুখে পড়ে সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা পিছু হটতে বাধ্য হন। তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ বলেন, ‘বর্ষার কয়েক মাস বাসিন্দারা নরকযন্ত্রণায় থাকেন। তাঁদের যন্ত্রণা দেখে এই কাজ করার জন্য এগিয়ে আসি। প্রাথমিকভাবে সেচ দপ্তরের সঙ্গে কথা হয়েছে। গ্রামে জল ঢোকা বন্ধ করতে এই বাঁধ তৈরি করা হচ্ছে।’ দোলের কারণে গত দু’দিন কাজ বন্ধ থাকলেও শুক্রবার থেকে পুনরায় কাজ শুরু হবে বলে তিনি জানান। সেচ আধিকারিক মুকুন্দ বললেন, ‘যাঁরা এই কাজ করছেন অনুমতি নিয়ে কাজ করতে তাঁদের বলা হয়েছে। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

## তৃণমূলে যোগ

তৃণমূলে যোগ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী সৌরভ চন্দ্র। বৃহস্পতিবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের হাত থেকে তিনি দলীয় পতাকা নেন।



## খুনে ধৃত ২

হাওড়ার পিলখানায় প্রোমোটারকে খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হারুন খান এবং রফকত হোসেনকে বৃহস্পতিবার দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার করল হাওড়া সিটি পুলিশ। তাঁদের হাওড়ায় আনা হচ্ছে।



## প্রতারণা

পুলিশে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ৯ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগে সরশুনা থানায় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল ভুক্তভোগী পরিবার।



## শ্রমিকের মৃত্যু

হুগলির শ্রীরামপুরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডে ম্যানহোল পরিষ্কার করার সময় এক শ্রমিকের মৃত্যু হল ও অসুস্থ অবস্থায় দুজন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তাঁরা ঠিকাদার নিযুক্ত শ্রমিক। তদন্ত শুরু করেছে পুরসভা।

# কমিশনে ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি

**কলকাতা, ৫ মার্চ :** বিবেচনাধীন ৬০ লক্ষের শুনানি করে দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ভিন রাজ্য থেকে জুডিশিয়াল অফিসারদের নিয়ে আসার ব্যাপারে কমিশনের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল। এসআইআর ও ভোট-প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ৮ মার্চ রাজ্যে আসছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। ৯ ও ১০ মার্চ দফায় দফায় জেলা ও রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে তাঁদের বৈঠক করার কথা। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় এনফোর্সমেন্ট দপ্তরের নোডাল অফিসার ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্তাদের সঙ্গে আলাদা বৈঠক করবেন তাঁরা। আবার সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যে এসআইআর মামলার শুনানি ১০ মার্চ। তার আগে কমিশনের ভূমিকায় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ক্ষোভপ্রকাশে ব্যাকফুটে কমিশন।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ৬০ লক্ষের বেশি শুনানির নিষ্পত্তি করতে প্রয়োজনে প্রতিবেশী বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকে জুডিশিয়াল অফিসার নিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল পরের দিনেই কমিশন ও রাজ্য প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসে সংশ্লিষ্ট দুই রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে চিঠি দেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল। বিহার ও ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট ১০০ জন করে জুডিশিয়াল অফিসার পাঠানোর কথা জানিয়ে দেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে। এরপরই ভিন রাজ্যের ওই অফিসারদের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করা ও আনুষঙ্গিক সাম্মানিক বাবদ অর্থের বিষয়ে কমিশনের কাছে জানতে চায় হাইকোর্ট। কিন্তু এদিন পর্যন্ত হাইকোর্টকে সুস্পষ্টভাবে কিছু জানায়নি রাজ্যের সিইও দপ্তর।




- ৮ মার্চ রাজ্যে আসছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ
- ৯ ও ১০ মার্চ দফায় দফায় জেলা ও রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে তাঁদের বৈঠক
- রাজ্যের ভোট-প্রস্তুতি নিয়ে কমিশনের ফুল বেঞ্চকে রিপোর্ট দেবেন সিইও মনোজ আগরওয়াল

বৃহস্পতিবার বিকালে বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে বৈঠক ডাকেন প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল। বৈঠকে যোগ দিতে হাইকোর্টে না গেলেও নিজের দপ্তর থেকে ভার্চুয়ালি বৈঠকে যোগ দেন সিইও মনোজ আগরওয়াল এবং রোল অবজার্ভার প্রধান সুব্রত গুপ্ত। সেই বৈঠকেই কমিশনের ভূমিকায় ক্ষোভপ্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি। খবর, এই বিষয়ে অনুমোদনের জন্য ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের কাছে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের থেকে এখনও কোনও জবাব মেলেনি। শুক্রবার হাইকোর্টের ওই বৈঠক সূত্রেই জানা গিয়েছে এখনও পর্যন্ত ৬ লক্ষের কিছু বেশি নথির নিষ্পত্তি হয়েছে। অর্থাৎ এখন ৫৪ লক্ষের বেশি নিষ্পত্তি বাকি রয়েছে। এদিন ফের দ্রুত নিষ্পত্তি শেষ করার ওপর জোর দেন প্রধান বিচারপতি। ১০ মার্চ সুপ্রিম কোর্টে শুনানির আগে নিষ্পত্তির সর্বশেষ পরিস্থিতি ও হাইকোর্টের তরফে কী কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা সবিস্তার আদালতকে জানানো হবে।

৮ মার্চ রবিবার রাতে কলকাতায় পৌঁছোনোর কথা মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের কমিশনের ফুল বেঞ্চ। ৯ মার্চ রাজ্যের ৮টি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তাঁরা। রাজ্যের ভোট-প্রস্তুতি নিয়ে কমিশনের ফুল বেঞ্চকে রিপোর্ট দেবেন সিইও মনোজ আগরওয়াল। দুপুরে কেন্দ্র ও রাজ্যের ২৪টি এনফোর্সমেন্ট দপ্তরের নোডাল অফিসার ও পরে জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তাঁরা। পরের দিন রাজ্যের মুখ্যসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি, কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে জ্ঞানেশ কুমারের।

## যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সময়ে ভোট নিয়ে শঙ্কা

**স্বরূপ বিশ্বাস**

**কলকাতা, ৫ মার্চ :** এসআইআর ও ভোটের তালিকা প্রকাশ নিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের টানাপোড়েন চলছেই। তার মধ্যেই এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলাও বিচারাধীন। যার শুনানি রয়েছে ১০ মার্চ। এরই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের দিন কবে ঘোষণা হবে, সেটা বড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। তবে বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, সবকিছুকে ছাপিয়ে বিশ্বব্যাপী লাগাতার যুদ্ধ পরিস্থিতির আশঙ্কার কথাও মাথায় রাখতে হচ্ছে দেশের নির্বাচন কমিশনকে। কারণ বিরামহীন এই যুদ্ধ পরিস্থিতির আঁচ ইতিমধ্যেই এসে পড়েছে ভারতে। ভারতীয় উপকূলের ১৫০০ কিলোমিটার দূরে ইরানের যুদ্ধজাহাজ ধ্বংসের ঘটনায় তার ক্ষীণ আভাস মিলেছে। যে কোনও মুহূর্তে লাগাতার এই যুদ্ধে ভারতও জড়িয়ে পড়তে পারে। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন্তব্যে পরোক্ষে এই উদ্বেগের লক্ষণও প্রকাশ পেয়েছে। সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে কমিশনের অন্দরে। এদিন রাজ্য মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে শীর্ষ আধিকারিকের একাংশের মনোভাব ও কথায় এর আভাস মিলেছে। এক আধিকারিকের মন্তব্য, 'বর্তমান বিরামহীন যুদ্ধে দেশ জড়িয়ে পড়লে ভোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেবেই। সেক্ষেত্রে ভোট পিছিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'



*মনোনয়নপত্র পেশের পর রাহুল সিনহা। (ডানদিকে) তৃণমূলের রাজীব কুমার, বাবুল সুপ্রিয়, কোয়েল ও মানেকা।*

# একই দিনে দুই ফুলের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ মার্চ :** বৃহস্পতিবার বিধানসভা চত্বর সাক্ষী থাকল এক হাইভোল্টেজ রাজনৈতিক নাটকের। একদিকে তৃণমূলের 'মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ' ফর্মুলায় গ্ল্যামার ও বুদ্ধিজীবীদের মেলা, অন্যদিকে বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী রাহুল সিনহার মনোনয়নুত্র নিয়ে চরম বিশৃঙ্খলা। সব মিলিয়ে দোল-পরবর্তী বসন্তের দুপুরে রাজ্য রাজনীতির পারদ চড়ল কয়েক গুণ।

বারবেলা শুরুর আগেই বিধানসভায় পৌঁছে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন শাসকদলের চার তুরুপের তাস-প্রাক্তন আইপিএস রাজীব কুমার, অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক, সংবিধান বিশেষজ্ঞ মানেকা গুরুস্বামী এবং অভিজ্ঞ বাবুল সুপ্রিয়। এদিন আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিলেন রাজীব কুমার। প্রশাসনিক খোলনলচে ছেড়ে সংসদীয় রাজনীতিতে পা রেখেই তাঁর মন্তব্য, "ঈশ্বর যেন আমাকে এতটা বিশ্বাস না করেন।" এই বিনয় কি আগামীর কোনও বড় দায়িত্বের ইঙ্গিত? রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, রাজীবের মস্তিস্ক আর মানেকা গুরুস্বামীর আইনি ধারকে হাতিয়ার করেই দিল্লির দরবারে বিজেপি-বিরোধী লড়াই শানাতে চাইছেন মমতা-অভিষেক। গ্ল্যামারের ছোঁয়ায় কোয়েল মল্লিকের সংযোজন আমজনতার আবেগকে উসকে দেওয়ার সুদূরপ্রসারী কৌশল।

বিজেপি প্রার্থী রাহুল সিনহার দিনটা কাটল চরম উৎকণ্ঠায়। মনোনয়নপত্রের চার সেটেই একই ভুল! দলের এক আইনজীবী নেতার অনভিজ্ঞতার কারণেই এই বিপত্তি। শেষ পর্যন্ত বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হস্তক্ষেপে ভুল সংশোধন করে বেলা আড়াইটে নাগাদ হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন রাহুল। যদিও শুভেন্দুর সাফাই, 'হোলি আর দোলের ছুটিতে ব্যস্ত থাকায় সব কাগজপত্র জোগাড় করা যায়নি।' মনোনয়নপত্র জমা পড়ার পরই স্বয়ং জেপি নাড্ডা ফোন করেন রাহুলকে।

একদিকে প্রশাসনিক দক্ষ ব্যক্তিত্ব, অন্যদিকে প্রখ্যাত আইনজীবী ও জনপ্রিয় তারকা—তৃণমূলের এই 'মিক্স' ফর্মুলা আসলে বিধানসভা ভোটের আগে কর্মীদের অক্সিজেন জোগানোর মোক্ষম দাওয়াই। জাতীয় স্তরে নিজেদের সর্বভারতীয় ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে এই চারজনকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করাই ঘাসফুল শিবিরের ব্লু-প্রিন্ট। এখন দেখার, দিল্লির এই লড়াইয়ের আঁচ বাংলায় পদ্ম বনাম ঘাসফুলের যুদ্ধে কতটা প্রভাব ফেলে।

## পরিবর্তন যাত্রায় নেই মিঠুন

**কলকাতা, ৫ মার্চ :** সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার মূল উদ্দেশ্যই কি ব্যাহত হচ্ছে? উঠছে প্রশ্ন। ব্রিগেডকে সামনে রেখে পরিবর্তনের লক্ষ্যে 'পরিবর্তন যাত্রা'র মধ্য দিয়ে রাজ্যজুড়ে বিজেপির অনুকূলে হাওয়া তুলতে এই পরিকল্পনা করেছিল বিজেপি। মাত্র ৮ দিনে রাজ্যের ২৫০টি বিধানসভা ছুঁয়ে ৫ হাজার কিলোমিটার যাত্রায় ২২ জনেরও বেশি কেন্দ্রীয় নেতা-মন্ত্রীকে শামিল করে প্রচারকে তুঙ্গে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। সেই মতো ১ মার্চ উত্তর থেকে দক্ষিণে যাত্রা শুরু হলেও দোল এবং হোলির পরে কার্যত তৃতীয় দিনেই যাত্রার কর্মসূচিতে নানা অসংগতি ধরা পড়ল।

দোল ও হোলির কারণে ৩-৪ মার্চ যাত্রা স্থগিত থাকার পর বৃহস্পতিবার রাজ্যের ৯টি বিভাগেই যাত্রার সূচি জানিয়েছিল দল। ৪৪টি বিধানসভায় ট্যাবলোর মাধ্যমে এই প্রচার হওয়ার কথা ছিল। কলকাতার ২৯টি ওয়ার্ডের উদ্বোধন করার কথা ছিল বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য মিঠুন চক্রবর্তীর। সকালে হাওড়া ও হুগলি বিভাগের শ্যামপুরের যাত্রায় হাজির হলেন মিঠুন। কিন্তু বিকালে কলকাতার রানি রাসমণিতে ট্যাবলো উদ্বোনের অনুষ্ঠানে গরহাজির ছিলেন তিনি। শেষমেশ রাজ্য সভাপতিকে দিয়ে উদ্বোধন সারতে হল কলকাতার যাত্রা।






## মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফর কার্যত অনিশ্চিত

**স্বরূপ বিশ্বাস**

**কলকাতা, ৫ মার্চ :** রাজ্যে ভোটের দিন ঘোষণার আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলাসফর কার্যত মাঝপথেই থমকে গিয়েছে। সফর শুরু করেননি তা নয়, উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ জেলা ধরে ধরে সফরের সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠক, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের একগুচ্ছ শিলান্যাস অনুষ্ঠানও করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আর তাতেই মাঝপথে বাদ সাধল রাজ্যে ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর কাজ। এই নিয়ে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকার সঙ্গে একমত হতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দল তৃণমূল। তিনি ও তাঁর দলের সঙ্গে কমিশনের টানাপোড়েন, বাদানুবাদ তো চলছিলই। শেষপর্যন্ত তা শীর্ষ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং আইনজীবীর ভূমিকায় দাঁড়িয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে সওয়াল করেন। ওই মামলা এখনও তো চলছে।

নবান্ন সূত্রের খবর, বর্তমান পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অসমাপ্ত জেলাসফর সম্ভবত বাতিলই করেছেন। এদি নবান্নে তাঁর সচিবালয়ের খবর, এসআইআর, ভোটার তালিকা, সুপ্রিম কোর্টে এই সংক্রান্ত মামলা নিয়ে যা পরিস্থিতি, তাতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই আপাতত তাঁর জেলাসফর কর্মসূচি স্থগিত রাখা হয়েছে। ভোটের দিন ঘোষণার আগে জেলায় জেলায় গিয়ে স্থানীয় এলাকায় তাঁর একগুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠান কার্যত বন্ধ হওয়ার মুখে।

নবান্নে অর্থ দপ্তর সূত্রের খবর, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনা যাতে চলতি মার্চ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে করা হয় তার জন্য সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরকেই সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী হতে বলা হয়েছে। সরকারি এই নির্দেশের পর বিভিন্ন দপ্তরের নতুন প্রকল্পের কাজ ও শিলান্যাস নিয়ে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে। নবান্ন প্রশাসনের ধারণা, ১৫ মার্চ নাগাদ বা তার পাশাপাশি সময়ের যে কোনও দিন নির্বাচন কমিশন রাজ্যে বিধানসভা ভোটের দিন ঘোষণা করতে পারে।

# বড়মার স্মরণ দিনে মমতার মতুয়া-তাস

**দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ৫ মার্চ :** বড়মা বীণাপাণি দেবীর প্রয়াণ দিবসে মতুয়া আবেগে শান দিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় লক্ষাধিক নাম বাদ পড়া এবং সিএএ-র জোড়া ফাঁসে মতুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভা ভোটের দামামা বাজার আগেই এই ইস্যুতে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে শুরু হয়েছে জোর দড়ি টানাটানি।

বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডেলে কড়া ভাষায় কেন্দ্রকে বিঁধে মমতা লেখেন, 'যাঁরা পুরুষানুক্রমে এদেশের নাগরিক, যাঁদের ভোটে সরকার নির্বাচিত হয়, আজ তাঁদেরই নতুন করে নাগরিকত্ব দেওয়ার নামে চরম অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড় করানো হচ্ছে।' বড়মার পুণ্যতিথিতে মতুয়াদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে তাঁর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, 'এই অন্যায় আমরা মানব না। মতুয়া ভাইবোন সহ বাংলার মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার যে চক্রান্ত চলছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে। বাংলার মানুষের গায়ে কোনও আঁচ পড়তে আমরা দেব না। এই বিশেষ দিনে এ আমার অঙ্গীকার।'

গত কয়েক বছর ধরে বনগাঁ, ঠাকুরনগর বা নদিয়ার বিস্তীর্ণ মতুয়া বলয়ে বিজেপির প্রভাব বেড়েছে। নাগরিকত্বের গাজর ঝুলিয়ে মতুয়া ভোটব্যাংক পকেটে পুরেছিল পদ্মশিবির। কিন্তু সাম্প্রতিক ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনে (এসআইআর) রাজ্যে প্রায় ৬৪ লক্ষ নাম বাদ পড়ার তথ্য সামনে আসতেই বদলে গিয়েছে সমীকরণ। বাদ পড়াদের তালিকায় প্রচুর মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন বলে অভিযোগ। আর এই 'পরিচয় সংকট' বা নাগরিকত্ব হারানোর আতঙ্ককেই এখন হাতিয়ার করছে ঘাসফুল শিবির।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মতুয়া ভোট দখলে বিজেপির প্রধান অস্ত্র ছিল সিএএ। কিন্তু ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার আতঙ্ক সেই অস্ত্রকে কার্যত ভোঁতা করে দিচ্ছে। তৃণমূল অত্যন্ত সুকৌশলে প্রচার করছে যে, সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব দেওয়ার টোপ গিলে আসলে মানুষ নিজেদের বর্তমান আইনি পরিচয় বিপন্ন করছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের টানা জনসংযোগের পর এবার খোদ মুখ্যমন্ত্রী আসরে নামায় স্পষ্ট, উত্তর ২৪ পরগনা ও নদিয়ার মতুয়া বলয়ে হারানো

> **মতুয়া ভাইবোন সহ বাংলার মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার যে চক্রান্ত চলছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে।**
>
> **-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

জমি পুনরুদ্ধারে মরিয়া তৃণমূল। হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মদিনে সরকারি ছুটির কথা মনে করিয়ে দিয়ে এবং বড়মার সঙ্গে নিজের আত্মিক সম্পর্কের কথা তুলে ধরে মমতা প্রমাণ করতে চাইছেন, তিনিই মতুয়াদের অকৃত্রিম বন্ধু।

অন্যদিকে, বিজেপি এই গোটা দায় নির্বাচন কমিশনের ঘাড়ে চাপিয়ে ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করলেও, আবেগপ্রবণ মতুয়া সমাজে এই 'পরিচয় সংকট' অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে বিজেপি আসলে 'জনবিরোধী' চক্রান্ত করছে, এই অভিযোগ তুলে শুক্রবার থেকে ধর্মতলায় অবস্থান কর্মসূচিতে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী। সব মিলিয়ে, নাগরিকত্বের আশ্বাস বনাম ভোটার তালিকায় অধিকার রক্ষার এই লড়াই যে ২০২৬-এর মহড়া হিসেবে কাজ করবে, তা আজকের বার্তার মধ্য দিয়েই পরিষ্কার।

## কোন গয়নায় মানাবে, বলে দেবে এআই

**কলকাতা, ৫ মার্চ :** বলো তো আরশি, তুমি মুখটি দেখে...। দোকানে গিয়ে মানানসই গয়না পছন্দ করার সময় হয় আরশি, নয় সঙ্গে যাওয়া স্বামী বা পরিজনদের ওপরই নির্ভর করেন নারীকুল। তাও খুঁতখুঁতানি যায় কই। সত্যি, আমায় মানাচ্ছে তো? নাকি লকেটটা একটু লম্বাটে হলে ভালো লাগত। এই খুঁতখুঁতানি দূর করতে নতুন প্রজন্মের নারীদের কাছে এবার নয়া অস্ত্র এআই। এহেন নারীবন্ধুর নাম দেওয়া হয়েছে, 'শেপ অফ ইউ'।

নামী-দামি প্রতিষ্ঠানের ওই ওয়েবসাইটে গেলেই নিজের মুখ আর চেহারা দেখালেই সফটওয়্যার আপনার চেহারা স্ক্যান করে ঝটিতি বলে দেবে, আপনার মুখমণ্ডলের সঙ্গে মানানসই দুল বা নাকছাবি দেখতে কীরকম হওয়া উচিত। কেমন দেখতে হবে আপনার ব্রেসলেট। হার্ট বা ডিম্বাকার অথবা গোলাকৃতি এটুকু বলেই কাজ শেষ করবে না এআই। ওই গয়নার ডিজাইনও আপনাকে দেখিয়ে দেবে সে। তাই এখন এআইকেই জিজ্ঞাসা করতে হবে, বলো তো এআই, তুমি মুখটি দেখে...। ৮৫ বছরের ঐতিহ্যের অধিকারী সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড বৃহস্পতিবার নারী দিবসের আবহে এই সফটওয়্যারের উদ্বোধন করল। সংস্থার ডিরেক্টর জয়িতা সেন জানিয়েছেন, এই সফটওয়্যার মহিলাদের নিজস্ব পরিচয় তৈরি করে দেবে। 'শেপ অফ ইউ' নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার জন্য মহিলাদের হাতে এক বিশেষ ক্ষমতা এনে দেবে। সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর তথা সিইও শুভঙ্কর সেন জানিয়েছেন, দুবাইয়ের দু'টি শোরুম সহ তাঁদের ১৯৮টি শোরুমেই কিছুদিনের মধ্যে এই সফটওয়্যার পৌঁছে যাবে। আপাতত সংস্থার পোর্টাল থেকে যে কেউ এই সফটওয়্যারের সাহায্য নিতে পারবেন। শুভঙ্করবাবুর মতে, গয়না সম্পর্কে মহিলাদের এমনিতেই খুব ভালো ধারণা থাকে। তাঁরা সহজেই বুঝতে পারেন, কোন গয়নায় তাঁকে সবচেয়ে বেশি মানাবে। এবার প্রযুক্তির সাহায্যে সেই ধারণার যুক্তিসম্মত ভিত্তি মহিলাদের হাতে একটা আলাদা ক্ষমতা এনে দেবে।


ভারত সরকার
বস্ত্র মন্ত্রণালয়
হস্তশিল্প উন্নয়ন কমিশনার কার্যালয়

**বিষয় :** ২০২৫-২৬ বছরের জন্য অভাবগ্রস্ত পরিস্থিতিতে আর্থিক সহায়তার জন্য নতুন আবেদনপত্রের আহ্বান

হস্তশিল্প উন্নয়ন কমিশনারের কার্যালয় (হস্তশিল্প) অভাবগ্রস্ত পরিস্থিতিতে থাকা যোগ্য প্রধান কারুশিল্পীদের কাছ থেকে আবেদনের আহ্বান জানাচ্ছে। যাদের বয়স ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে বা তার পূর্বে ৬০ বছর পূর্ণ হয়েছে তাদের জন্য ২০২৫-২৬ সালের নির্দেশিকা অনুসারে মাসিক ৮০০০/- টাকা (টাকা: আট হাজার মাত্র) অভাবগ্রস্ত পরিস্থিতিতে, আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। বিস্তারিত নিয়মাবলি নিম্নে উল্লেখ করা হল :-

১। প্রধান কারুশিল্পী যারা শিল্প গুরু পুরস্কার, জাতীয় পুরস্কার, মেধাভিত্তিক শংসাপত্র অথবা রাজ্য পুরস্কার হস্তশিল্পে পেয়েছেন তারাই শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সহায়তার জন্য বিবেচিত হবেন।
২। কারুশিল্পীদের বার্ষিক আয় টাকা: ১,০০,০০০/- এর বেশি হওয়া উচিত নয়। আয়ের প্রমাণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/রাজস্ব বিভাগ/তহশিলদার/কালেক্টর/সার্কেল আধিকারিক থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য জারি করা একটি আয় শংসাপত্র প্রমাণ হিসেবে থাকা প্রয়োজন।
৩। আবেদনকারী অন্য কোনও উৎস থেকে অনুরূপ আর্থিক সহায়তা প্রাপক হওয়া চলবে না।
৪। ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ অনুযায়ী কারুশিল্পীদের বয়স ৬০ বছরের কম হওয়া উচিত নয়। তবে প্রতিবন্ধী কারুশিল্পীদের ক্ষেত্রে কমিটির বিবেচনার ভিত্তিতে বয়সে ছাড় দেওয়া হবে।
৫। অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ করা আবেদনকারীর বিবরণ স্কিমের নির্দেশিকা অনুযায়ী যাচাই করা প্রয়োজন এবং অনলাইন আবেদনপত্র ও পুরস্কার শংসাপত্রে তার ছবি সংশ্লিষ্ট হস্তশিল্প পরিষেবা কেন্দ্র/আঞ্চলিক কার্যালয়ের আধিকারিক দ্বারা যাচাই করা আবশ্যক। এর পরই সেটি ও/ও দ্যা ডিসি (হস্তশিল্পের) সদর দপ্তরে পাঠানোর সুপারিশ করা হবে।
৬। পুরস্কার শংসাপত্র এবং ছবিগুলি সহকারী পরিচালক/আঞ্চলিক কার্যালয় ডিসি (হস্তশিল্প) দ্বারা যাচাই করা উচিত। আঞ্চলিক ভাষার শংসাপত্র অবশ্যই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ইংরেজি/হিন্দিতে অনুবাদ করে জমা দিতে হবে।

ইচ্ছুক মুখ্য কারুশিল্পীদের অনলাইনে আবেদনপত্রটি কার্যালয়ের ওয়েবসাইট (https://indian.handicrafts.gov.in)-এ জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যেটি **০২.০৪.২০২৬ এর মধ্যে করতে হবে। সংশ্লিষ্ট এইচএসসি তাদের মন্তব্য/সুপারিশ আঞ্চলিক কার্যালয়ে ফরওয়ার্ড করবেন ১০.০৪.২০২৬-এ। এই একই বিষয়টি নিউ দিল্লির মুখ্য কার্যালয়ে** ২০.০৪.২০২৬ এর মধ্যে ফরওয়ার্ড করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পের/নিয়মাবলির বিবরণ সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বর্ণনা হস্তশিল্প পরিষেবা কেন্দ্র/ আঞ্চলিক কার্যালয়ের থেকে পাওয়া যাবে অথবা ওয়েবসাইট : http://handicrafts.nic.in -এ ডাউনলোড করা যাবে।

আঞ্চলিক কার্যালয় হস্তশিল্প উন্নয়ন কমিশনের ঠিকানা এবং যোগাযোগের নম্বর নিম্নে তথ্যরূপে বর্ণিত হল :

১। রিজিওনাল ডিরেক্টর ( কেন্দ্রীয় রিজিওন), হস্তশিল্প উন্নয়ন কমিশনার কার্যালয়, কেন্দ্রীয় ভবন, আলিগঞ্জ, আট তলা সেক্টর এইচ, লখনউ-২২৬০২৪ (ইউপি), ফোন নং- ০৫২২-২৩২৪০৩৩, ২৩২৬৭০৩।
২। রিজিওনাল ডিরেক্টর (ওয়েস্টার্ন রিজিওন) হস্তশিল্প উন্নয়ন কমিশনের কার্যালয় ঠিকানা, এ-৩ উইং, চতুর্থ তলা, সি.জি.ও. কমপ্লেক্স, বেলাপুর, সিবিডি, নবী মুম্বই-৪০০৬১৪, ফোন নং-০২২-২২৬৬৩৮৫৪, ০২২-২২৬৬১৯৫৯।
৩। রিজিওনাল ডিরেক্টর (নর্দার্ন রিজিওন) হস্তশিল্প উন্নয়ন কমিশনের কার্যালয়, ওয়েস্ট ব্লক নং-৮, আর. কে. পুরম, নিউ দিল্লি-১১০০৬৬, ফোন নং-০১১-২৬১৭৫৭৮৪, ২৬১০৯৭৬০।
৪। রিজিওনাল ডিরেক্টর (সাউদার্ন রিজিওন), হস্তশিল্প উন্নয়ন কমিশনের কার্যালয়, শাস্ত্রী ভবন, ২৬, হ্যাডোওস রোড, চেন্নাই-৬০০ ০০৬ (তামিলনাড়ু), ফোন নং-০৪৪-২৮২৭৬৩২১, ০৪৪-২৮২৩৭৯০৮।
৫। রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন), হস্তশিল্প উন্নয়ন কমিশনের কার্যালয়, সিজিও কমপ্লেক্স চতুর্থ তলা, এ উইং, ডিএফ ব্লক, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৬৪ (পশ্চিমবঙ্গ) ফোন নং-০৩৩-২৩৫৯৬৭৪৪।
৬। রিজিওনাল ডিরেক্টর (নর্থ-ইস্টার্ন রিজিওন), হস্তশিল্প উন্নয়ন কমিশনের কার্যালয়, সেন্ট্রাল ব্লক, তৃতীয় তলা, হাউসফিড কার্যালয় কমপ্লেক্স, বেলতলা বশিষ্ট রোড, গুয়াহাটি-৭৮১০০৬ (অসম), ফোন নং-০৩৬১-২২৩০০৩৬৭/ ০৩৬১-২২৬৬১২৩

indian ভারতীয় handicrafts হস্তশিল্প continuing tradition

উন্নয়ন কমিশন (হস্তশিল্প)
বস্ত্র মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার
প্লট নং-৮, নেলসন ম্যান্ডেলা মার্গ, বসন্ত কুঞ্জ, নিউ দিল্লি-১১০০৭০
ওয়েবসাইট : http://handicrafts.nic.in
ফোন নং-০১১-২৬১০৯৬০২, ২৬১০৩৫৬২

cbc 41103/11/0017/2526


# 'দু দিনের বৈরাগী' প্রতীক, নেটপাড়ায় কটাক্ষ

**কলকাতা, ৫ মার্চ :** ভোটের মুখে বঙ্গ রাজনীতিতে এখন ধর্নার জোর কম্পিটিশন। আর রাস্তায় নামার আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়ে গেল তীব্র কাদা ছোড়াছুড়ি। সৌজন্যে, সদ্য বাম-শিবির ছেড়ে জোড়াফুলে নাম লেখানো প্রাক্তন দাপুটে ছাত্রনেতা প্রতীক উর রহমান। পুরনো দল সিপিএমকে কটাক্ষ করে নতুন দলের বন্দনা গাইতে গিয়ে নেটপাড়ায় কার্যত হাসির খোরাক হলেন তিনি।

ভোটার তালিকা থেকে লক্ষাধিক নাম বাদ পড়া নিয়ে আপাতত রাজ্য-রাজনীতি সরগরম। কমিশনের এই পদক্ষেপের প্রতিবাদে ৬ মার্চ ধর্মতলায় মুখ্যমন্ত্রীর ধর্নায় বসার কথা রবিবারই ঘটা করে ঘোষণা করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তৃণমূল রাস্তায় নামার আগেই ময়দান দখল করতে বুধবার রাতভর সিইও দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসে পড়ে আলিমুদ্দিন। খোদ বিমান বসু, মহম্মদ সেলিমরা রাত জাগেন রাজপথে।

আর এতেই যেন আঁতে ঘা লাগে প্রতীকের। সিপিএমের এই তড়িঘড়ি আন্দোলনকে কটাক্ষ করে তিনি ফেসবুকে লেখেন, 'আবার প্রমাণিত হল, তৃণমূল কংগ্রেসই পথ দেখায়। মাননীয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন... শুনছি দেখাদেখি অনেকেই ধর্না দেওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। জয় বাংলা।' যদিও সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'অবৈধভাবে মানুষের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। তাই লাভ-ক্ষতির প্রশ্নের চেয়েও বড় মানুষের অধিকার রক্ষা।'

নতুন দলের প্রতি এই 'অতিভক্তি' দেখাতে গিয়েই ঘটে চরম বিপত্তি। যে লাল ঝান্ডার নীচে প্রতীকের রাজনৈতিক উত্থান, সেই প্রাক্তন কমরেডদের কটাক্ষ করায় নেটমাধ্যমে কার্যত ধেয়ে আসে ট্রোলের সুনামি। বাম সমর্থক থেকে আমজনতা— কেউই রেয়াত করেননি তাঁকে। কেউ লিখেছেন, 'তোমার মাথা একেবারেই গেছে।' সদ্য দলবদলের দিকে আঙুল তুলে এক নেটিজেনের মারাত্মক খোঁচা, 'দু'দিনের বৈরাগী, ভাতেরে কয় অন্ন!'

সমালোচনার ঝড় এখানেই থামেনি। নেটিজেনদের একাংশ মনে করিয়ে দিয়েছেন, ধর্না, ধর্মঘট বা আন্দোলনের রাজনীতিতে বামেদের ইতিহাস তৃণমূলের জন্মের অনেক আগের। নতুন প্রভুদের খুশি করতে গিয়ে তীব্র আক্রমণের মুখে পড়ে প্রতীকের উদ্দেশে ধেয়ে এসেছে এমন মন্তব্যও— 'নতুন দলে গিয়ে মেরুদণ্ড আগেই বিক্রি করেছ, পদ বাঁচাতে এখন এসবই লিখতে হবে।' বামেদের ধর্না চলাকালীনই এদিন সিইওর কাছে ডেপুটেশন জমা দিতে আসেন আইএসএফ বিধায়ক নৌসাদ সিদ্দিকী ও আম জনতা উন্নয়ন পার্টির হুমায়ুন কবীর।

নাগরিক অধিকার হারানোর আতঙ্কে আমজনতার যখন রাতের ঘুম উড়েছে, তখন রাজনৈতিক দলগুলোর এই 'কে আগে ধর্না দিল' গোছের ক্রেডিট নেওয়ার লড়াই বেশ হাস্যকর।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৮৫ সংখ্যা, শুক্রবার, ২১ ফাল্গুন ১৪৩২

## জনতার আদালতে

সুপ্রিম কোর্টে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) মামলায় সওয়াল করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই এসআইআর প্রক্রিয়ার প্রতিবাদে ফের রাজপথে তিনি। ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে তাঁর অবস্থান-বিক্ষোভ শুরু হবে শুক্রবার। রাজ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় লক্ষ লক্ষ নাম বাদ পড়ায় অবশ্য শুধু তৃণমূল নয়, বিজেপি বাদে অন্যান্য দলও ক্ষুব্ধ।

খসড়া ভোটার তালিকায় বাদ গিয়েছিল ৫৮ লক্ষ নাম। তারপর শুনানিতে গরহাজিরার কারণে বাদ গিয়েছে আরও পাঁচ লক্ষ। এখনও পর্যন্ত বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যা ৬৩ লক্ষের বেশি। ২৭ ফেব্রুয়ারি রাত এগারোটা পর্যন্ত যাঁদের যুক্তিগ্রাহ্য অসংগতির অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকের ঠাঁই হয়েছে চূড়ান্ত তালিকায়। যাঁদের হয়নি, তাঁদের সংখ্যা ৬০ লক্ষের বেশি। এঁরা সকলেই বিবেচনাধীন।

এই ৬০ লক্ষের ভবিষ্যৎ এখনও ঝুলে আছে। যদি এই ৬০ লক্ষও বাদ যায়, তাহলে বাংলায় বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যা দাঁড়াবে ১ কোটি ২৩ লক্ষ। বাংলায় এসআইআর শুরুর আগে থেকেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যে ভোটার বাদের সম্ভাব্য সংখ্যাটা মোটামুটি এরকম বলছিলেন। এখানেই প্রশ্ন তুলছে তৃণমূল নেতৃত্ব। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'শুনানি পর্বের শেষদিকে শোনা গেল, বিবেচনাধীন কেস-এর সংখ্যা ১৫ লক্ষ। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে, সংখ্যাটা ৬০ লক্ষের মতো।'

তৃণমূলের অভিযোগ, তালিকার পরতে পরতে ধাপ্পাবাজি আছে। বঙ্গ বিজেপি-র নেতারা অবশ্য বলতে শুরু করেছেন, তৃণমূল বুঝতে পারছে, এবার পরাজয় নিশ্চিত। তাই মুখ্যমন্ত্রী ভয় পেয়ে ধর্মতলায় ধর্না-অবস্থানে বসছেন। রাজ্যবাসীর একাংশের একই অনুমান। তাঁদের ধারণা, মুখ্যমন্ত্রী সত্যিই আতঙ্কে। তাঁর কেন্দ্র ভবানীপুরেই ৪০ হাজার ভোটারের নাম বাদ পড়েছে।

বাস্তবে ভোটার বাদ পড়েছে মূলত ভবানীপুরের বিজেপি প্রভাবিত ওয়ার্ডগুলিতে। তবু মুখ্যমন্ত্রী চিন্তিত, পাছে ২০২১-এর নন্দীগ্রাম কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি না হয়। বাস্তবে এই মুহূর্তে অবশ্য বাংলায় ঘাসফুলের নির্বাচনি সাফল্যের সম্ভাবনা এমন কিছু খারাপ নয়। আরজি কর মেডিকেলে খুন-ধর্ষণ, সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজ, দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিকেল কলেজে একের পর এক ধর্ষণ-খুন, গণধর্ষণের অভিযোগের সময় রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের জনপ্রিয়তা সত্যিই তলানিতে ঠেকেছিল।

বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে তৃণমূল বিরোধিতার হাওয়া দেখা গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে একদিকে রাজ্য বিজেপির ছন্নছাড়া পরিস্থিতি, অন্যদিকে তৃণমূল সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা ৫০০ টাকা বৃদ্ধি এবং নতুন যুবসাথী প্রকল্পে অন্তত মাধ্যমিক পাশ বেকারদের ১৫০০ টাকা ভাতা চালু জোড়াফুলের 'টিআরপি' যেন হঠাৎ বাড়িয়ে দিয়েছে।

মমতা ইতিমধ্যে বুঝে গিয়েছেন, তাঁর চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রীর পদে শপথগ্রহণ শুধু সময়ের অপেক্ষা। প্রশ্ন ওঠে, তাহলে আবার ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে তিনি ধর্নায় বসবেন কেন? এই প্রতিবাদ কর্মসূচির কারণ কী? বঙ্গে গেরুয়া শিবির এমনিতেই কিছুটা কোণঠাসা। রাজ্য বিজেপিকে আরও চাপে ফেলতে ভোট ঘোষণার আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এমন আন্দোলন কর্মসূচি বলে মনে করা যেতেই পারে।

বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির আসন সংখ্যা ৫০-এর নীচে নামিয়ে আনতে মমতা-অভিষেক উঠেপড়ে লেগেছেন। প্রকাশ্যেও সেটা দাবি করছেন। সেই দাবি বাস্তবের মুখ দেখবে কি না, পরের কথা। আপাতত অন্য একটা বিষয় বলার। এমনিতেই যানজট সমস্যায় জেরবার থাকে মধ্য ও উত্তর কলকাতা। ভরদুপুরে ধর্মতলা চত্বরে যানজট হলে তার ধাক্কায় গোটা মধ্য ও উত্তর কলকাতা স্তব্ধ হয়ে যায়।

এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরোধিতায় মুখ্যমন্ত্রী ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে অবস্থানে বসলে বিশাল জমায়েত হওয়ার সম্ভাবনা। তার জেরে অচল হয়ে যেতে পারে কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকা। রাজ্য প্রশাসনের প্রধান হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী সেই বিষয়টি নিশ্চয়ই মাথায় রাখবেন। কলকাতার জনজীবন সচল রাখা তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

## অমৃতধারা

ভগবৎ দর্শন নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী হয়। যে যে স্তরে উঠেছে, সে সেই স্তরের সত্য দর্শন পায় মাত্র। তার বেশি সে দেখতে পায় না কারণ দেখলেও কিছু বুঝতে কি ধারণা করতে পারে না। হিন্দুর বেদান্ত প্রত্যক্ষ এবং জাগ্রত, এর মতো মধুর আর কিছুই নাই। বেদান্ত জ্ঞান হইলেই প্রকৃত প্রেমিক হওয়া যায়, ভাবের সম্যক বিকাশ তখনই হয়, কেননা ভাব তখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু-পরমাণুতে তার অনুভূতি হয়। বৈদান্তিক কৃষ্ণকে যেমন বোঝেন, ভক্তিপন্থীও তেমন বুঝতে পারেন না। যার বিষয় কিছু জানলাম না, বুঝলাম না, শুধু শুধু কি তার উপর তেমন টান হয়? তা হয়না। জ্ঞানেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

**-স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব**

# মসনদের লক্ষ্যে নিঃশব্দে এগোচ্ছেন অভিষেক

ক্ষমতার রাশ নিঃশব্দে হাতবদল হচ্ছে, যেখানে মমতার ছবি সরিয়ে তৃণমূলের একক মুখ হয়ে উঠছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

**সায়ন্তন চট্টোপাধ্যায়**



২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন যত এগোচ্ছে, বঙ্গ রাজনীতির সমীকরণ ততই পালটাচ্ছে। একটা সময় ছিল, যখন তৃণমূল কংগ্রেস মানেই ছিল একটিমাত্র মুখ, একটিমাত্র নাম, একটিমাত্র আবেগ—মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর হাওয়াই চটি আর সুতির শাড়িই ছিল দলের আইডেন্টিটি। এরপর সময়ের নিয়মে হোর্ডিংয়ে মমতার পাশে জায়গা পেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এখনকার দৃশ্যপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ— হাইওয়েগুলো এখন শুধুই দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের একক আধিপত্যের সাক্ষী। বিশাল হোর্ডিংয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর অমলিন হাসি উত্তরাধিকারের স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে। মমতার ছবি ছাপিয়ে এই নিঃশব্দ পটপরিবর্তন বুঝিয়ে দিচ্ছে, 'যুবরাজ' রাজ্যাভিষেকের জন্য প্রস্তুত। প্রশ্ন একটাই, সেই মাহেন্দ্রক্ষণ কবে?

ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া ইতিহাসে কখনও মসৃণ হয়নি, আর তৃণমূল কংগ্রেসের মতো একটি আবেগমথিত দলের ক্ষেত্রেও তার কোনও ব্যতিক্রম ঘটছে না। দলের অন্দরে, বিশেষ করে 'ওল্ড গার্ড'-দের মধ্যে কানাকানি, চাপা গুঞ্জন এবং অস্বস্তি এখন আর কোনও গোপন বিষয় নয়। অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত বক্সীদের মতো প্রবীণ নেতাদের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই দলের আদি এবং অন্ত। অন্যদিকে সায়নী ঘোষ বা দেবাংশু ভট্টাচার্যের মতো তরুণ প্রজন্ম চাইছেন, দলে অবসরের বয়সসীমা কড়াকড়িভাবে কার্যকর হোক। তাঁদের যুক্তি, আধুনিক রাজনীতিতে নবীন রক্তের আগ্রাসন ভীষণ জরুরি। এর ঠিক মাঝখানে কুণাল ঘোষ, ডেরেক ও'ব্রায়েনের মতো নেতারা হাওয়া বুঝে অত্যন্ত সন্তর্পণে ভারসাম্য বজায় রাখছেন। তৃণমূলের অন্দরে এই 'জেনারেশনাল শিফট' বা প্রজন্মের সংঘাত আজ আর জল্পনা নয়, এক রূঢ় বাস্তব। পোড়খাওয়া নেতারা মনে করছেন, মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসার জন্য অভিষেকের এই নীরব তাড়াহুড়ো দলের ভেতরের ভারসাম্যকে জটিল করে তুলছে।

তবে রাজনৈতিক মহলের অনেকেই এই কথা একবাক্যে স্বীকার করবেন যে, দলের অন্দরে যতই অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকুক না কেন, সাধারণ মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে নারী এবং যুবসমাজের মধ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। এর নেপথ্যে রয়েছে তাঁর সুকৌশলী রাজনৈতিক চাল। অভিষেক বরাবরই নিজেকে 'সবার চেয়ে স্বচ্ছ' ইমেজে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আরজি কর বা যুবভারতীর মতো বিতর্কিত ইস্যুতে যখন রাজ্য তোলপাড়, মানুষের ক্ষোভ ফেটে পড়ছে, অভিষেক তখন অত্যন্ত সচেতনভাবে নিজেকে সেই পঙ্কিল আবর্ত থেকে শত যোজন দূরে সরিয়ে রেখেছেন। তাঁর এই পরিকল্পিত নীরবতা আসলে একটি নিশ্ছিদ্র রাজনৈতিক ঢাল, যার মাধ্যমে তিনি রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যর্থতা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার চরম অব্যবস্থা বা দলের অন্য নেতাদের গায়ে লাগা দুর্নীতির কালো দাগ নিজের সাদা শার্টে লাগতে দেননি। তিনি বাংলার মানুষকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন— এই পুরোনো পচা গলিত সিস্টেমের তিনি অংশ নন; তিনি এক স্বচ্ছ, কর্পোরেট আধুনিক রাজনীতির প্রবক্তা।




এই আত্মবিশ্বাসের মূলে রয়েছে তাঁর 'ডায়মন্ড হারবার মডেল'। নিজের লোকসভা কেন্দ্রকে তিনি একটি পরীক্ষাগার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সেখানে 'সেবাশ্রয়'-এর মতো বৃহৎ সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে তিনি সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় অত্যাধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিয়েছেন। বিনামূল্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের চিকিৎসা, ছানি অপারেশন, রক্ত পরীক্ষা থেকে শুরু করে 'ডক্টর অন হুইলস' বা কোভিডকালের ১০০ শতাংশ টিকাকরণ— সবেতেই নিজেকে একজন ডেভেলপমেন্ট-ফোকাসড দক্ষ প্রশাসক হিসেবে প্রমাণ করেছেন। গোটা বাংলার সামনে এটাই তাঁর ব্লু-প্রিন্ট।

আধুনিক রাজনীতির আসল লড়াইটা হয় মানুষের মনস্তত্ত্বে বা পারসেপশন তৈরিতে। আর মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে প্রয়োজন মিডিয়ার ওপর নিরঙ্কুশ দখল। অভিষেক রাজনীতি এবং কর্পোরেট প্রচারের এই যুগলবন্দির সত্যটি খুব ভালো করেই অনুধাবন করেছেন। তাই অত্যন্ত সুকৌশলে এবং নিঃশব্দে তিনি স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর নিজস্ব বৃত্তের বিশ্বস্ত লোকেদের এবং 'ফ্রন্ট ম্যান'-দের মাধ্যমে বিভিন্ন মিডিয়া হাউসের দখল নেওয়ার এক অঘোষিত প্রক্রিয়া চলছে বলে রাজনৈতিক ও সাংবাদিক মহলে জোর চর্চা। এই সংবাদমাধ্যমগুলোর কাছে অঘোষিত কিন্তু কড়া নির্দেশিকা— তৃণমূল কংগ্রেস দল হিসেবে কতটা সফল বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্য সরকার কী কাজ করেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ফোকাস এবং কভারেজ পাবে ব্যক্তি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচার। তাঁর আধুনিক ভাবমূর্তি, তাঁর ঝাঁঝালো বক্তব্য, তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা এবং তাঁর দূরদর্শিতাকে প্রতিনিয়ত গ্লোরিফাই করে মানুষের সামনে তুলে ধরাই হল এই মিডিয়া স্ট্র্যাটেজির মূল লক্ষ্য।

এই গোটা রাজনৈতিক দৃশ্যপট এবং অন্দরমহলের টানাপোড়েন থেকে চোখ এড়িয়ে যায়নি প্রধান বিরোধী দল বিজেপির। তারাও অভিষেকের এই অপ্রতিরোধ্য উত্থানকে নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দায় ব্যবহার করতে আটঘাট বেঁধে নেমেছে। ২০২১ সালে মমতার '২৯৪ আসনেই আমি প্রার্থী, আমাকে দেখে ভোট দিন' ন্যারেটিভ প্রবল সফল হয়েছিল। কিন্তু ২০২৬ সালের প্রেক্ষাপট একদম ভিন্ন। বিজেপি খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছে, মমতার আবেগের দুর্গে সরাসরি আঘাত করা কঠিন। তাই তারা এবার নিশানা ঘুরিয়ে দিয়েছে অভিষেকের দিকে। সদ্য শুরু হওয়া বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা'-য় এসে খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা তাঁর প্রচারাভিযানে সরাসরি হুংকার দিয়েছেন—'আপনারা যদি ফের তৃণমূলকে ভোট দেন, তবে মনে রাখবেন, এবার আর মমতা দিদি শাসন করবেন না, শাসন করবে ভাইপো। আপনারা কি চান ভাইপো এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হোক?' বিজেপির এই ন্যারেটিভের উদ্দেশ্য অত্যন্ত পরিষ্কার এবং তীক্ষ্ণ। তারা একদিকে তৃণমূলের সাধারণ ভোটারদের মনে এই ভয় ঢুকিয়ে দিতে চাইছে যে, মমতাকে ভোট দিলে আসলে শাসনক্ষমতা চলে যাবে অভিষেকের হাতে। অন্যদিকে, দলের অন্দরে পুরোনো ও নতুন প্রজন্মের মধ্যে যে বিভাজনের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে, তাতে ঘৃতাহুতি দিয়ে তৃণমূলকে ভেতর থেকে সম্পূর্ণ দ্বিধাবিভক্ত করে দেওয়াই পদ্ম শিবিরের মূল লক্ষ্য।

এত প্ররোচনার মধ্যেও অভিষেক প্রকাশ্যে অত্যন্ত সংযত। জনসমক্ষে তিনি নিজেকে একজন অনুগত ও শৃঙ্খলাপরায়ণ সৈনিক হিসেবেই তুলে ধরছেন। দলের কর্মী, সমর্থকদের প্রতি তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ২০২৬ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই ফের মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসাতে হবে এবং সেই লক্ষ্যেই সবাইকে একজোট হয়ে ঝাঁপাতে হবে। তবে তাঁর এই প্রকাশ্য আনুগত্যের পেছনে নিন্দুকেরা অন্য কারণ খুঁজলেও, রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এর নেপথ্যে রয়েছে রূঢ় বাস্তবের স্বীকৃতি। অভিষেক জানেন, গ্রামবাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একক জোরে ক্ষমতায় আসার মতো জাদুকরি জনভিত্তি তাঁর এখনও ১০০ শতাংশ মজবুত হয়নি। বাংলার গ্রামীণ ভোটারদের কাছে এখনও 'দিদি' এক প্রবল আবেগ। সেই আবেগকে সরিয়ে রেখে নিজের সাম্রাজ্য স্থাপন করার সময় হয়তো এখনও আসেনি। তাই সরাসরি মসনদ দখলের লড়াই এই মুহূর্তে তাঁর জন্য আত্মঘাতী হতে পারে।

সব মিলিয়ে বাংলার রাজনীতি এখন এক টানটান রোমাঞ্চকর থ্রিলারের শেষ অঙ্কে এসে পৌঁছেছে। রাস্তার ধারের হোর্ডিং বদলেছে, দলের অন্দরের সমীকরণ বদলেছে, বিরোধী আক্রমণের অভিমুখও বদলেছে। প্রবীণদের অভিমান আর নবীনদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার মাঝে তৃণমূল আজ এক জটিল সন্ধিক্ষণে। অভিষেক নিজেকে প্রতিনিয়ত আরও ধারালো করছেন, 'ডায়মন্ড হারবার মডেল' দিয়ে প্রশাসনিক দক্ষতা প্রমাণ করছেন এবং অনুগত মিডিয়ার মাধ্যমে নিজস্ব ব্র্যান্ড তৈরি করছেন। কিন্তু চূড়ান্ত মুকুট পরার জন্য তাঁকে এখনও সঠিক সময়ের অপেক্ষা করতেই হবে। ২০২৬-এর নির্বাচন তাই শুধু তৃণমূল-বিজেপির লড়াই নয়, এটি ঘাসফুল শিবিরের অন্দরের রূপান্তরেরও এক চরম অগ্নিপরীক্ষা।

*(লেখক সাংবাদিক)*

## আজ

**১৮১২**



কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

**১৯৯৭**



আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর।

## আলোচিত



তৃণমূল ভুয়ো ভোটার দিয়ে ভোট লুট করে জিতেছিল। আর বিজেপি সেই অজুহাতে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দিচ্ছে। আমরা কাউকেই ছাড়ব না। বৈধ ভোটারদের তালিকায় ফেরাতে হবে। পরিচ্ছন্ন তালিকার দোহাই দিয়ে শুধু প্রান্তিক মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে কেন?

**- মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়**

## ভাইরাল/১



এমআইটি আর্ট, ডিজাইন অ্যান্ড টেকনলজি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র এক ছাত্রীকে মেসেজে ও নানাভাবে উত্ত্যক্ত করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও লাভ হয়নি। শেষে মেয়েটির বাবা ক্যাম্পাসে এসে সকলের সামনে ছেলেটিকে বেধড়ক মারধর করেন।

## ভাইরাল/২



হোলির দিন মর্মান্তিক ঘটনা উত্তরপ্রদেশে। রাস্তায় রং খেলছিল বাচ্চারা। সেসময় বালতিতে গরম জল নিয়ে যাচ্ছিলেন এক মহিলা। ৫ বছরের একটি শিশু তাঁকে রং দিতে যায়। রেগে মহিলাটি বালতির ফুটন্ত জল বাচ্চাটির গায়ে ঢেলে দেন। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে শিশুটি। শরীরের কিছুটা পুড়ে যায়। তদন্তে পুলিশ।

জনমন
জনমত

## মদ এবং মৃত্যুভয়

বুধবার হোলির দিনটা সকাল থেকে ভালোই কাটছিল। তবে বিকেলে পরিচিত এক অসুস্থ মানুষের খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে গেলাম। ঈশ্বরের কৃপায় তিনি এখন সুস্থ - এইটুকু স্বস্তি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম ইমার্জেন্সির সামনে। অথচ সেখানেই যেন অন্য এক হোলি চলছিল - রক্তের, আর্তনাদের, অসহায়তার হোলি। ১৭-১৮ বছর বয়সি তরুণ-তরুণী থেকে শুরু করে ৬০-৬৫ বছরের বৃদ্ধ - কেউ বাদ নেই। কারও হাত ভাঙা, কারও পা, কারও বা শরীর রক্তে ভেজা। কারও বুক থেকে শেষনিঃশ্বাসের দীর্ঘ টান উঠছে, কারও মা মাটিতে বসে বুক চাপড়ে কাঁদছেন, কোথাও মেয়ের কান্না, কোথাও বাবার স্তব্ধ দৃষ্টি। উৎসবের দিনেই যেন মৃত্যুর ছায়া এসে বসেছে হাসপাতালের বারান্দায়। এই দৃশ্য চোখে নিয়ে বাড়ি ফেরা যায়, কিন্তু মন থেকে মুছে ফেলা যায় না।

হোলি তো আনন্দের উৎসব, রংয়ের উৎসব। কিন্তু আজ মনে হল, এই কি আমাদের সমাজের রং? এই কি আমাদের তরুণসমাজের উল্লাস? আনন্দ আর উচ্ছৃঙ্খলতার মাঝখানে যে সূক্ষ্ম সীমারেখা, তা কি আমরা ভুলে যাচ্ছি? কে কাকে বোঝাবে, উৎসব মানে বেপরোয়া হওয়া নয়, উৎসব মানে সংযমের মধ্যেও আনন্দ খুঁজে নেওয়া। মদের নেশায় বুঁদ হয়ে কেউ কেউ এই আনন্দের দিনকে দুঃখের দিনে পরিণত করেছে। তারা কি একবারও ভাবে না- তাদের বাড়িতে মা অপেক্ষা করছেন, বাবা প্রার্থনা করছেন, সন্তান চোখ মেলে পথ চেয়ে আছে? এক মুহূর্তের অসচেতনতা কত পরিবারকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়!

প্রশ্ন ওঠে, মানুষ মদ খেয়েছে, না মদ মানুষকে গ্রাস করেছে? হাসপাতালে যদি এই দৃশ্য না দেখতাম, হয়তো জানতামই না উৎসবের আড়ালে কত কান্না জমে থাকে। একটি শহরের একটি হাসপাতালের ছবি যদি এমন হয়, তবে অন্য হাসপাতালগুলোর চিত্র কেমন- ভাবতেই শিউরে উঠতে হয়। আনন্দের রং যখন রক্তের রংয়ে মিশে যায়, তখন উৎসব আর উৎসব থাকে না, তা হয়ে ওঠে বেদনাবহ স্মৃতি।

তবু এই অন্ধকারের মধ্যেও আলো দেখেছি। চিকিৎসক ও নার্সদের নিরলস পরিশ্রম, অসংখ্য



রোগীর প্রতি তাঁদের যত্ন, ক্লান্তিহীন সেবা- তাঁদের প্রতি অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁদের হাতেই যেন জীবনের শেষ আশ্রয়। শেষে শুধু একটি কথাই মনে আসে, যাঁরা নিজের আনন্দের জন্য পরিবারকে দুঃখ দেন, সমাজকে কলঙ্কিত করেন, তাঁরা বদলান। মানুষ হোন। সংযম শিখুন। তবেই রংয়ের উৎসব সত্যিই রঙিন হবে। নইলে হোলির আবির মুছে গেলেও এই রক্তিম স্মৃতি মুছে যাবে না।

**জিয়ান কাশ্যপ, শিলিগুড়ি।**

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

# যন্ত্রের জয়জয়কারে ফিকে অকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা?

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি মানুষের সৃজনশীল মেধা ও সংবেদনশীলতার বিকল্প হতে পারে? প্রযুক্তির আলোয় এক বিশ্লেষণ।

**ডঃ তাপস চট্টোপাধ্যায়**



দিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত চতুর্থ আন্তর্জাতিক সামিটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যৎ নিয়ে বিশ্বজুড়ে এক নতুন আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। ১৬ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত এই শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্বের ২০ জন রাষ্ট্রপ্রধান এবং ৫০০ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ একত্রিত হয়ে এআই প্রযুক্তির প্রভাব নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ করেছেন। সামিটের মূল তিনটি স্তম্ভ ছিল মানুষ, গ্রহ এবং অগ্রগতি- যা মূলত মানবজাতির সমৃদ্ধি এবং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার ওপর জোর দেয়। এই সম্মেলনের যৌথ ঘোষণাপত্র থেকে স্পষ্ট যে, এআই শুধুমাত্র একটি যন্ত্র নয়, বরং এটি বিশ্বজুড়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গণতান্ত্রিক উন্নয়নের একটি হাতিয়ার হতে পারে, যা আগামীর পৃথিবী গঠনে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।

যতই দিন যাচ্ছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা মেশিন লার্নিং এলগরিদম মানুষের চিন্তাশক্তিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার দাবি তুলছে। চ্যাটজিপিটি, জেমিনি বা মাইক্রোসফট কোপাইলটের মতো জেনারেটিভ সিস্টেমগুলি আজ কবিতা লেখা, কোডিং করা এমনকি জটিল রোগ নির্ণয়ের মতো কাজও অতি দ্রুত করতে সক্ষম। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, যন্ত্র কি তবে শেষপর্যন্ত মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে ছাপিয়ে 'সুপারইন্টেলিজেন্স' হয়ে উঠবে? তবে এই তুলনাটি অনেকাংশেই ত্রুটিপূর্ণ, কারণ বুদ্ধিমত্তা কেবল ব্যক্তিগত মেধা বা পারদর্শিতার সংমিশ্রণ নয়, এটি মূলত একটি ব্যাপক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ফসল। যন্ত্রের দ্রুততা মানুষের চিন্তার গভীরতাকে স্পর্শ করার ক্ষমতা রাখে না।

মানব বুদ্ধিমত্তা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং প্রজন্মের




পর প্রজন্ম ধরে সঞ্চিত সম্মিলিত জ্ঞানের নির্যাস। কোনও বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কিংবা শিল্পকলা এককভাবে সৃষ্টি হয় না, বরং তা দলবদ্ধ চর্চা, সমালোচনা এবং ঐতিহ্যবাহী অভিজ্ঞতার ফল। ভাষা থেকে শুরু করে সামাজিক মূল্যবোধ- সবই গড়ে উঠেছে হাজার হাজার বছরের মানবিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে। আমাদের এই অকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কেবল পরিসংখ্যানের হিসাব নয়, বরং পরিবার, সংস্কৃতি এবং অভিজ্ঞতার এক অনন্য সমন্বয়ে বিকশিত, যা মেশিন লার্নিংয়ের পক্ষে কখনোই আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। মানুষের প্রতিটি সিদ্ধান্তের পেছনে থাকে এক সুদীর্ঘ ইতিহাসের আবেগ ও উপলব্ধি।

বিপরীতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কেবল অসংখ্য তথ্যের পরিসংখ্যানগত বিন্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়। এআই ব্যবস্থাগুলির কোনও আবেগ, সহানুভূতি, সচেতনতা বা নৈতিক দায়বদ্ধতা নেই। তারা মূলত ডেটার প্যাটার্ন অনুসরণ করে প্রতিক্রিয়ার ছক তৈরি করে মাত্র। এছাড়া তাদের প্রশিক্ষণের ভিত্তিটিও বেশ সংকীর্ণ; ইন্টারনেটের তথ্যের বড় অংশই মাত্র কয়েকটি ভাষায় সীমাবদ্ধ থাকায়, এআই কখনোই ৮০০ কোটি মানুষের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। তাই মানুষের সহজাত বোধ এবং পরিস্থিতির আলোকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা যন্ত্রের চেয়ে সর্বদা উচ্চতর। যন্ত্রের গাণিতিক হিসাবের তুলনায় মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি জটিল ও সংবেদনশীল।

অবশ্য এআই-এর অসীম কার্যকারিতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। শিক্ষা, প্রশাসন এবং গবেষণার ক্ষেত্রে এটি আমাদের উৎপাদনশীলতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং ডিজিটাল আকাঙ্ক্ষা পূরণে ভারতের মতো দেশের জন্য এটি এক বিশাল সুযোগ। তবে যন্ত্রের এই দক্ষতা কখনোই মানুষের সৃজনশীলতা ও নৈতিক চিন্তার সমকক্ষ হতে পারে না। দিনশেষে এআই একটি শক্তিশালী সহায়ক মাত্র, প্রতিস্থাপন নয়। মানব বুদ্ধিমত্তা চিরকালই অকৃত্রিম এবং তার নিজস্বতা, গভীরতা ও সংবেদনশীলতা কোনও যান্ত্রিক এলগরিদমের সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে কখনোই বন্দি হতে পারে না, বরং তা উত্তরোত্তর বিকশিত হবে।

*(লেখক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার)*

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com**

## শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৮৬



**পাশাপাশি** : ১। পুরুষাণুক্রমে ভোগ করার অধিকারযুক্ত সম্পত্তি ৩। সংকল্প সিদ্ধির জন্য তপস্যা ৫। সেখানে, তথায় ৬। সময়, যুগ, কাল ৮। প্রাসাদের আরেক নাম ১০। দশ বছরের কন্যা ১২। উমা, পার্বতী ১৪। আগা, সম্মুখ ১৫। তাড়াতাড়ি মুখে পোরার শব্দ ১৬। হোম, আহুতি।

**উপর-নীচ** : ১। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য ২। পদ্ম-এর আরেক নাম ৪। চারটি মূল দিকের একটি ৭। অল্প ওজনবিশিষ্ট ৯। নৌকা চালানোর দণ্ড, লগা ১০। হাত ধরা, বিবাহ ১১। প্রখ্যাত মুনিবিশেষ, পাণিনি-ব্যাকরণের বার্তিক প্রণেতা ১৩। পুরানো গান ইত্যাদির নতুন সংস্করণ বা রূপায়ণ।

**সমাধান ■ ৪৩৮৫**

**পাশাপাশি** : ১। গঞ্জিকা ৩। চটপট ৪। জমিন ৫। মরিমরি ৭। ভবি ১০। চিক ১২। বনিবনা ১৪। শ্রমণ ১৫। বমবম ১৬। বচ্ছর।

**উপর-নীচ** : ১। গঙ্গালাভ ২। কাজরি ৩। চনমনে ৬। মরীচি ৮। বিজনি ৯। বনাশ্রম ১১। কলাধর ১৩। পণব।

## বিন্দুবিসর্গ

## ইরানের দূতাবাসে বিদেশসচিব ■ শান্তির বাণী মোদির

# অবশেষে শোক ভারতের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ :** ইরানের ওপর আমেরিকা-ইজরায়েলের হামলা এবং তার জবাবি হামলার ঘটনায় মধ্যপ্রাচ্যে যে ভয়াবহ যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে, তাতে শেষমেশ নীরবতা ভাঙল ভারত। যুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে শান্তির বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পাশাপাশি লাগাতার সমালোচনার মুখে অবশেষে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশও করেছে ভারত। বৃহস্পতিবার বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি নয়াদিল্লিতে অবস্থিত ইরান দূতাবাসে গিয়ে শোক পুস্তিকায় স্বাক্ষর করেন।

শুধু মৌখিক বার্তা দেওয়াই নয়, যুদ্ধ যাতে বেলাগাম না হয়, সেজন্য আন্তর্জাতিক স্তরে দৌত্যও শুরু করেছে নয়াদিল্লি। মোদি এদিন কথা বলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে। অপরদিকে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর ফোন করেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘাচিকে। এই নিয়ে গত এক সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বার জয়শংকর-আরাঘাচি ফোনালাপ হল। তবে ভারতের এই বিলম্বিত তৎপরতা সত্ত্বেও বিরোধীরা সমালোচনার রাস্তা থেকে সরতে নারাজ।

ভারত মহাসাগরে মার্কিন সাবমেরিনের টর্পেডো হামলায় ইরানের রণতরি 'আইরিস ডেনা' ডুবে যাওয়ার ঘটনায় এদিন সকালে কেন্দ্রকে আক্রমণ করেন রাহুল গান্ধি এবং তাঁর দল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করেন, 'আমেরিকা ও ইরানের সংঘাত এখন ভারতের পিছনের উঠোনে পৌঁছে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নীরবতা দেশের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের ওপর বড়সড়ো প্রশ্নচিহ্ন খাড়া করছে।' ভারতীয় নৌসেনার আমন্ত্রণে একটি মহড়ায় অংশ নেওয়া ইরানের ওই রণতরিকে কেন রক্ষা করা গেল না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস। জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লারও বক্তব্য, 'ওঁরা তো আমাদের অতিথি হিসেবে এসেছিলেন। কোনও না কোনওভাবে আমাদের দেশকেও এই পরিস্থিতিতে জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে।' ভারতীয় নৌসেনার তরফে অবশ্য জানানো হয়েছে, আইরিশ ডেনা থেকে বিপদবার্তাকে তারা ৪ মার্চ ভোরে উদ্ধার অভিযানে নেমেছিল। তবে ঘটনাস্থল ছিল শ্রীলঙ্কার জলসীমায়।

মোদি সরকার অবশ্য বিরোধীদের কাছে কোনও কৈফিয়ত দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। তবে যুদ্ধ যে কোনও সমাধান নয়, সেকথা এদিন ঠারেঠোরে জানিয়ে দেন মোদি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে শুধুমাত্র সামরিক সংঘাতের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয় না। ইউক্রেন হোক বা পশ্চিম এশিয়া, আমরা সবসময় চাই সংঘাতের অবসান হোক। এক্ষেত্রে যে কোনও শান্তিকামী পদক্ষেপে আমাদের সমর্থন থাকবে।'

*ভারতে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মহম্মদ ফাতালির সঙ্গে বিক্রম মিস্রি।*

> **ইউক্রেন হোক বা পশ্চিম এশিয়া, আমরা সবসময় চাই সংঘাতের অবসান হোক।**
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

এদিন বিদেশ মন্ত্রকের তরফে প্রকাশিত এক ছবিতে দেখা গিয়েছে, বিক্রম মিস্রি ভারতে নিযুক্ত ইরানি রাষ্ট্রদূত মহম্মদ ফাতালি-র সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন। সূত্রের খবর, সাম্প্রতিক পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়েও তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছে।

*কাঁটাতারে অবরুদ্ধ জীবন...*

*বৃহস্পতিবার শ্রীনগরে।*

## ২৩ হাজার ভারতীয় নাবিক আটকে

**তেহরান ও নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ :** 'তেল ধমনী' হিসাবে হরমুজ প্রণালী বন্ধ করেছে ইরান। সেখানে চিনের জাহাজ ছাড়া আরও কারও যাতায়াতের ছাড়পত্র নেই। এই পরিস্থিতিতে বিপাকে পড়েছেন ভারতীয় নাবিকরা। প্রণালীর কাছে থমকে বহু ভারতীয় জাহাজ ও সেগুলির সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা। ইতিমধ্যে নাবিকদের বার্তা পেয়ে নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্র।

এদিকে, ওমানের মুসান্দাম উপদ্বীপের কাছে ১ মার্চ 'স্কাইলাইট' নামে একটি তেলবাহী ট্যাংকারে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘটনায় নিখোঁজ দুই ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে। নিহতরা হলেন বিহারের বাসিন্দা ক্যাপ্টেন আশিস কুমার এবং রাজস্থানের ক্রু সদস্য দলীপ সিং।

ইজরায়েল-আমেরিকার যৌথ হামলার মুখোমুখি হয়ে হরমুজ প্রণালীকে অস্ত্র করেছে ইরান। বিশ্বের মোট সামুদ্রিক তেল পরিবহণের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই সংকীর্ণ জলপথ দিয়ে সম্পন্ন হয়। ফলে এই পথ বন্ধ হওয়ায় ভারতের ওপর এর বহুমুখী ও গভীর প্রভাব পড়ছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধান উদ্বেগের কারণ হল জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হওয়া। হরমুজ প্রণালী কার্যত বন্ধ হওয়ায় বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম একলাফে অনেকটা বেড়ে গিয়েছে, যা ভারতের আমদানিনির্ভর অর্থনীতির জন্য বড় ধাক্কা। বর্তমানে পারস্য উপসাগরে ভারতের ৩৬টি পতাকাবাহী জাহাজ আটকে পড়ে আছে, যার মধ্যে সাতটি জাহাজ রাষ্ট্রীয় সংস্থা 'শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া'-র। এই জাহাজগুলিতে প্রধানত অপরিশোধিত তেল, রান্নার গ্যাস (এলপিজি) এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক পণ্য রয়েছে।

মানবিক দিক থেকে পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, উপসাগরীয় অঞ্চলে এই মুহূর্তে আটকে পড়েছেন প্রায় ২৩,০০০ ভারতীয় নাবিক। ওমান উপসাগরে 'স্কাইলাইট' নামে একটি তেলবাহী ট্যাংকারে হামলায় আশিস কুমার এবং দলীপ সিং নামে দুই ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে ৩৬টি ভারতীয় জাহাজে অন্তত ১,০৭৪ জন কর্মী রয়েছেন চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে। ভারত সরকার এই সংকট মোকাবিলায় নজরদারি ও সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করেছে।

## বিশ্বাসঘাতকতা, অভিযোগ বিরোধীদের

# রাজ্যসভায় মনোনয়ন পেশ নীতীশ কুমারের

**পাটনা, ৫ মার্চ :** অবশেষে বিহারের বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং বিজেপি ও জেডিইউয়ের শীর্ষনেতৃত্বকে পাশে নিয়ে রাজ্যসভা ভোটের মনোনয়ন জমা দিলেন। বিধানসভায় জেডিইউয়ের শক্তির নিরিখে নীতীশ কুমারের জয় নিশ্চিত। এর ফলে আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব, প্রয়াত সুশীল কুমার মোদি, রামবিলাস পাসোয়ান, শরদ যাদবদের সঙ্গে নীতীশও চলে গেলেন সেই সমস্ত নেতার সারিতে, যাঁরা প্রাদেশিক আইনসভার দুই কক্ষ এবং সংসদের উভয়কক্ষ মিলিয়ে মোট চারটি কক্ষেরই সদস্য হয়েছেন। তবে রাজ্যসভায় মনোনয়ন জমা দিলেও নীতীশ এখনও পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেননি। সূত্রের খবর, ১৬ মার্চ রাজ্যসভা ভোটের দিন পর্যন্ত তিনি কুর্সিতে থাকতে পারেন।

নীতীশের আচমকা ২১ বছরের রাজ্যপাট চুকিয়ে রাজ্যসভায় যাওয়ার সিদ্ধান্তে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে জেডিইউয়ের অন্দরে। জেডিইউ কর্মী-সমর্থকেরা বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিক্ষোভ দেখান। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরেও প্রতিবাদ চলে। বিহারের রাজনীতি থেকে নীতীশকে সরিয়ে ফেলার চক্রান্ত করা হচ্ছে। বুধবার থেকেই নীতীশকে নিয়ে কানাঘুষো শুরু হয়। শেষমেশ জেডিইউ সভাপতি বৃহস্পতিবার সকালে সমাজমাধ্যমে রাজ্যসভায় যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন। নতুন যে মুখ্যমন্ত্রী হবেন, তাঁর নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারকে সহযোগিতা এবং দিশা দেখানোর কাজ চালিয়ে যাবেন বলেও জানান নীতীশ কুমার।

*নয়া ভূমিকায় নীতীশ। বৃহস্পতিবার পাটনায়।*

বিহারবাসীর উদ্দেশে তিনি লিখেছেন, 'গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে আপনারা আমার প্রতি আপনাদের বিশ্বাস ও সমর্থন অবিচল রেখেছেন এবং সেই শক্তির ওপর ভর করেই আমি বিহারের তথা আপনাদের সবার সেবা পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে করেছি।' নীতীশ লিখেছেন, 'সংসদীয় জীবন শুরু করার সময় থেকেই আমার মনে একটি ইচ্ছা ছিল যে, আমি বিহার বিধানমণ্ডলীর উভয়কক্ষের পাশাপাশি সংসদেরও উভয়কক্ষের সদস্য হই। সেই লক্ষ্যেই এবারের নির্বাচনে আমি রাজ্যসভার সদস্য হতে চাইছি।'

তবে নীতীশ মুখে যাই বলুন, মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি টিকিয়ে রাখতে যে পল্টুরাম বারবার শিবির বদলেছেন, তিনি স্বেচ্ছায় কুর্সি ছেড়ে রাজ্যসভায় যেতে কেন রাজি হলেন, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে।

গতবছর নভেম্বরে একটানা দশমবারের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছিলেন নীতীশ। মাত্র চার মাসের মধ্যে সেই কুর্সি শুধুমাত্র রাজ্যসভার একটি আসনের জন্য ছেড়ে দেওয়ার নেপথ্যে বিজেপির চাপ ছিল বলে অভিযোগ করেছেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তিনি বলেন, 'আমরা গোড়া থেকেই বলে আসছিলাম, নীতীশ কুমারকে বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী পদে রাখতে চায় না। আমাদের বক্তব্য এখন সত্য প্রমাণিত হল। এটা বিহারের জনাদেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা।' একই কথা বলেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশও। অপরদিকে আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা-র কটাক্ষ, 'ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর মতো নীতীশ কুমারকেও রাজনৈতিকভাবে অপহরণ করা হয়েছে।'

এদিকে নীতীশের উত্তরসূরি হিসেবে দুই উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরী ও বিজয়কুমার সিনহা তো বটেই, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই, দিলীপকুমার জয়সওয়ালের পাশাপাশি পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নাম ভাসছে কিছু মহিলা মুখেরও।

## ট্রাম্প খুনের ছক, নেপথ্যে কি ইরান!

**ওয়াশিংটন, ৫ মার্চ :** ইরানের গুপ্তচরদের চাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে হত্যার ছক কষেছিলেন পাকিস্তানের এক পোশাক ব্যবসায়ী। রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন মার্কিন দূত নিকি হ্যালিও তাঁর নিশানায় ছিলেন। এফবিআইয়ের হাতে ধৃত পাক ব্যবসায়ী বুধবার আদালতে দাবি করেছেন, ইরানের গুপ্তচররা তাঁকে ভয় দেখিয়ে ওই কাজে নামায়।

ধৃতের নাম আসিফ মার্চেন্ট। তিনি উর্দু দোভাষীর মাধ্যমে বলেন, 'আমি স্বেচ্ছায় এটা করতে চাইনি। আমার পরিবারকে হুমকি দেওয়া হয়। সেজন্য আমাকে করতে হয়েছিল।' হত্যার ছক কষা হয় ২০২৪-এ। ধৃতের দাবি, হত্যা-মিশনের কলকাঠি নেড়েছে ইরানের গুপ্তচর সংস্থাগুলি।

মার্চেন্ট আদালতে জানিয়েছেন, মার্কিন রাজনীতিকদের হত্যার আগে তিনি গ্রেপ্তার হওয়ার কথা ভেবেছিলেন। সেক্ষেত্রে মার্কিন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। তাতে গ্রিন কার্ড পেতে পারেন।

আসিফ মার্চেন্টকে বুধবার ব্রুকলিন ফেডারেল আদালতে তোলা হয়। সহকারী মার্কিন অ্যাটর্নি নীনা গুপ্তা তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি আমেরিকায় এসেছিলেন রাজনীতিকদের হত্যা করতে মাফিয়া ভাড়া করার জন্য?' উত্তরে মার্চেন্ট বলেন, 'হ্যাঁ।' তিনি গুপ্তচর কি না প্রশ্নের জবাবে মার্চেন্ট 'না' বলেন। ট্রাম্পকে হত্যার জন্য মার্চেন্ট যাঁদের ভাড়া করেন, তাঁরা আসলে ছিলেন ছদ্মবেশী এফবিআই গোয়েন্দা। ২০২৪-এর ১২ জুলাই মার্চেন্ট ধরা পড়েন।

*দীর্ঘ লাইনে ভোটাররা। বৃহস্পতিবার নেপালের ললিতপুরে।*

## নেপালে ভোট পড়ল ৬০ শতাংশের বেশি

**কাঠমান্ডু, ৫ মার্চ :** বৃহস্পতিবার মোটের ওপর নির্বিঘ্নেই ভোট মিটল নেপালে। দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রামপ্রসাদ ভাণ্ডারী জানিয়েছেন, ৬০ শতাংশের কিছু বেশি ভোট পড়েছে। ২০২২ সালে ভোট পড়েছিল ৬১.৬৩ শতাংশ। সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৫টা এদিন ভোটগ্রহণ করা হয়। তবে নির্ধারিত সময়ের পরও বেশ কিছু বুথের বাইরে ভোটারদের লম্বা লাইন দেখা যায়। কমিশন জানিয়েছে, কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া মোটের ওপর নির্বিঘ্নেই ভোট হয় এদিন। দোলাখা, সারলাহি, রৌতাহাতে কিছু অশান্তির ঘটনা সামনে আসে। গুলি চলার ঘটনাও ঘটে। ২৭৫ আসনের হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসের মধ্যে ১৬৫ জন প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। বাকি ১১০টি আসন পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবে। ভোটগ্রহণ মিটতেই গণনা শুরু হয়ে গিয়েছে।

এদিন ভোট দিতে গিয়েছিলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি, প্রচণ্ড প্রমুখ। সুশীলা কার্কি বলেন, 'নতুন সরকারের হাতে আমি দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তর করার চেষ্টা করছি। রক্তস্নান ছাড়াই যেভাবে ভোট হয়েছে তাতে আমি খুশি। একদলীয় না জোট সরকার, কোন ধরনের সরকার ক্ষমতায় আসে সেটাই এখন দেখার।' জেন জি আন্দোলনের পর এটাই ছিল প্রথম নির্বাচন। সেক্ষেত্রে দেশের জনসাধারণ কার ওপর শেষমেশ আস্থা রাখেন সেদিকে নজর রয়েছে নেপাল সহ গোটা বিশ্বের। ওই আন্দোলনের জেরে গদিচ্যুত হওয়া প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি বলেন, 'আমি জিতব। আমার দলও জিতবে। এই ব্যাপারে আমি আত্মবিশ্বাসী।' তবে রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি এদিন ভোট দেননি।

## মোদিকে নিয়ে ঠাট্টা কার্নির

**সিডনি, ৫ মার্চ :** সবারই উইক এন্ড থাকে। কিন্তু গত সিকি শতকে একদিনও ছুটি নেননি নরেন্দ্র মোদি। গোটা সপ্তাহজুড়ে কাজ করার পরেও রবিবারগুলিতেও তিনি থেকে গিয়েছেন প্রচারকের ভূমিকায়, কখনও দলের, কখনও দেশের। মোদির এহেন উইক এন্ডহীন নিরবচ্ছিন্ন কাজের বহরে বিস্মিত কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। এক আলোচনাসভায় ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর।

নিজের মন্ত্রী ফ্রাঁসোয়া-ফিলিপকে পাশে বসিয়ে কার্নি ওই আলোচনাসভায় হেসে বলেন, 'মানুষটাকে দেখুন। গত পঁচিশ বছরে তিনি একদিনও ছুটি নেননি। প্রতি সপ্তাহান্তেই উনি প্রচারে ব্যস্ত থাকেন ঠিক আপনারই মতো। তবে তফাত একটাই—মোদিজির জনসভায় আড়াই লক্ষ মানুষের ভিড় হয়, আর আপনার বেলায় সেটা মোটে ২৫ জন!'

## বিদেশমন্ত্রকে আর্জি কাশ্মীরি বাবা-মায়েদের

**শ্রীনগর, ৫ মার্চ :** ইরান থেকে ছেলেমেয়েরা ঘরে ফিরুক। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রায় ১,১০০ জন শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য ইরানে রয়েছেন। তাঁদের অবিলম্বে ও নিরাপদে দেশে ফেরানো হোক, কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের কাছে এই মর্মে আবেদন জানিয়েছেন ইরানে পড়তে যাওয়া কাশ্মীরি পড়ুয়াদের মা, বাবা ও পরিজনেরা।

আমেরিকা, ইজরায়েল ও ইরানের লড়াইয়ে মধ্যপ্রাচ্যের ঘোরালো পরিস্থিতি উপত্যকার বহু পরিবারের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। তাঁরা ভীত। শ্রীনগরের এক মহিলার উদ্বেগ ছেলেকে নিয়ে। তাঁর কথায়, 'আমার ছেলে তেহরানের ইরান ইউনিভার্সিটি অফ মেডিকেল সায়েন্সেসের ছাত্র। জায়গাটি 'রেড অ্যালার্ট জোন'। ওদের কোমে সরিয়ে নেওয়া হলেও গত দু'দিন ছেলের সঙ্গে কথা হয়নি। নেট নেই। আমরা অন্ধকারে।' চতুর্থ বর্ষের এক মেডিকেল ছাত্রীর মা জানিয়েছেন, পরীক্ষা শেষ করে ১৩ মার্চ মেয়ের দেশে ফেরার কথা। এখন এই অবস্থা।

কাশ্মীরি পরিবারগুলির দাবি, পড়ুয়াদের ফেরাতে বিশেষ বিমান, তেহরানের ভারতীয় দূতাবাস শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রয়োজনীয় রসদ দিক। চালু হোক হেল্পলাইন নম্বর।

## শেয়ার বাজার ঘুরে দাঁড়ানোয় স্বস্তি

**মুম্বই, ৫ মার্চ :** টানা পতনের পর অবশেষে ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় শেয়ার বাজার। এদিন সূচকের উত্থানে লগ্নিকারীদের সম্পদ বেড়েছে প্রায় ৬ লক্ষ কোটি টাকা।

বিগত চারটি লেনদেনের দিনে সেনসেক্স প্রায় ৩১৬০ পয়েন্ট নেমে গিয়েছিল। কম দামে শেয়ার কেনার হিড়িকে এদিন সেনসেক্স এক ধাক্কায় ৮৯৯.৭১ পয়েন্ট বেড়ে ৮০০১৫.৯০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। একইভাবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ২৮৫.৪ পয়েন্ট উঠে ২৪৭৬৫.৯০ পয়েন্টে পৌঁছেছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত, মার্কিন ডেপুটি সেক্রেটারির ইঙ্গিতেই চাঙ্গা হয়েছে শেয়ার বাজার। ইরানের সঙ্গে আমেরিকা ও ইজরায়েলের সংঘাতও খুব শীঘ্রই থেমে যেতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেছেন অনেকেই। তবে সূচক উঠলেও আপাতত লগ্নিকারীদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

অন্যদিকে এদিন দিনের শেষে দাম বেড়েছে ভারতীয় মুদ্রা টাকারও। দিনের শুরুতে এক মার্কিন ডলারের বিনিময় সর্বকালীন রেকর্ড গড়ে ৯২ টাকা ৩১ পয়সায় পৌঁছে গিয়েছিল। পরে অবশ্য পরিস্থিতির উন্নতি হয়। দিনের শেষে এক ডলারের বিনিময় মূল্য হয়েছে ৯১ টাকা ৫৮ পয়সা।

## সিংভি সহ ৬ প্রার্থী কংগ্রেসের

**নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ :** সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভিকে ফের রাজ্যসভায় প্রার্থী করল কংগ্রেস। তেলেঙ্গানা থেকে তাঁকে প্রার্থী করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ছিল রাজ্যসভা ভোটে মনোনয়ন পেশের শেষদিন। এদিন মোট ৬ আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। তেলেঙ্গানা থেকে সিংভি ছাড়াও ভেম নরেন্দর রেড্ডিকে প্রার্থী করা হয়েছে। তামিলনাড়ুতে ডিএমকের সঙ্গে যে রফা হয়েছে তাতে ওই রাজ্যের একটি আসনে এম ক্রিস্টোফার তিলককে প্রার্থী করেছে কংগ্রেস। হিমাচলে অনুরাগ শর্মা, হরিয়ানায় করমবীর সিং বৌধ এবং ছত্তিশগড়ে ফুলোদেবী নেতামকে প্রার্থী করেছে হাত শিবির। তবে এবার মনে করা হয়েছিল, প্রয়াত প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির স্ত্রী দীপা দাশমুন্সিকে রাজ্যসভায় পাঠাতে পারে কংগ্রেস হাইকমান্ড। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁকে টিকিট দেওয়া হয়নি। তেলেঙ্গানায় কংগ্রেসের জয়ের নেপথ্যে দীপা বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

বর্তমানে কেরলে কংগ্রেস তথা ইউডিএফকে জেতানোর জন্য প্রাণপণ খাটছেন তিনি। কিন্তু তারপরও দীপা দাশমুন্সি টিকিট না পাওয়ায় চর্চা শুরু হয়েছে। অন্যদিকে সিংভিকে নিরাপদ আসন থেকে জিতিয়ে আনা কংগ্রেসের কাছে অত্যন্ত জরুরি। কারণ শুধু আইনি জটিলতাগুলির নিষ্পত্তি করাই নয়, রাজ্যসভাতেও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নানা ইস্যুতে সরব হওয়ার জন্য অন্যতম নির্ভরযোগ্য মুখ সিংভি।

# স্বচ্ছ নির্বাচন নিয়ে সংশয় কংগ্রেসের

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ :** মালদা-মুর্শিদাবাদের ১৯ লক্ষ ভোটার তালিকার বাইরে বলে দাবি করল প্রদেশ কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার এআইসিসি দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার দাবি করেন, সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন পরিচালনা করতে হবে। তা না হলে বাংলায় অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছ নির্বাচন সম্ভব নয়। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন বাংলায় ভোট চুরি করছে। একজন বৈধ ভোটারকেও তালিকা থেকে বাদ দেওয়া চলবে না। কংগ্রেস রাস্তায় ছিল, থাকবে এবং বাংলার মানুষের অধিকারের সুরক্ষায় লড়াই চালিয়ে যাবে। কংগ্রেসের দাবি, মুর্শিদাবাদ ও মালদায় পরিকল্পিতভাবে ১৯ লক্ষ ভোটারকে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকায় ফেলা হয়েছে। এই দুই জেলায় কংগ্রেসের সংগঠন শক্তিশালী বলেই এই পদক্ষেপ বলে অভিযোগ প্রদেশ নেতৃত্বের। অ্যাডজুডিকেশন পর্ব শেষ না করে কোনওভাবেই ভোট ঘোষণা করা যাবে না এ কথাও স্পষ্ট জানানো হয়েছে কংগ্রেসের তরফে।

*এআইসিসি দপ্তরে শুভঙ্কর সরকার সহ প্রদেশ নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার।*

কংগ্রেস সাংসদ ঈশা খান চৌধুরী বিধানসভা ভিত্তিক পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানান, মালদার হবিবপুরে ৭,৭০০, হরিশচন্দ্রপুরে ৯১,৯৭৪, মালতিপুরে ৯৪,৭৩৭, রতুয়ায় ১,০৪,৮৮৫, মানিকচকে ৬৫,৪৯৬, ইংলিশবাজারে ৩৭,৭৭৫, মোথাবাড়িতে ৭৯,৭৮২, সুজাপুরে ১,৩৪,৫১৮ এবং বৈষ্ণবনগরে ৬৭,৬৮৭ জন ভোটার অ্যাডজুডিকেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তাঁর দাবি, এক একটি এলাকায় প্রায় ৫০ শতাংশ ভোটার তালিকার বাইরে চলে যাচ্ছেন। এই অবস্থায় কীভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন সম্ভব? যতদিন না সমস্যার সমাধান হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট নামগুলি সঠিকভাবে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে, ততদিন নির্বাচন কমিশনের ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করা উচিত নয় বলেই মত তাঁর। পশ্চিমবঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত এআইসিসি নেতা গুলাম আহমেদ মীর বলেন, বৈধ ভোটারদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, যা মৌলিক অধিকার হরণ। আগে এই ৬০ লক্ষ ভোটারের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ ও ভোটদানের অধিকার নিশ্চিত করা হোক, তারপর ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করা উচিত। তা না হলে ভোট আয়োজনের কোনও অর্থ থাকে না বলেই মত তাঁর। মীর আরও দাবি করেন, রাজ্যের পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে, তাতে রাষ্ট্রপতি শাসনের আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

## চুরি গেল ইনসুলিন

**নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ :** ওডিশা থেকে কলকাতায় আনার পথে ইনসুলিন ইনজেকশন চুরি হয়েছে। কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোল কর্তৃপক্ষকে ওই ইনজেকশন প্রস্তুতকারী সংস্থা জানিয়েছে, শহরে আনার সময়ে তাদের তৈরি ইনসুলিন ইনজেকশন চুরি হয়ে গিয়েছে। ওই ইনজেকশন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখতে হয়। চুরি যাওয়ার ফলে ওই ইনজেকশনের গুণগত মান খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এর ব্যবহার নিয়ে সতর্ক করেছে কেন্দ্রীয় ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল সংস্থা।

ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল রাজীব সিংহ রঘুবংশী গত ২ মার্চ নির্দেশিকা জারি করে জানান, ওডিশার জগমোহনপুর থেকে কলকাতায় আনার পথে চুরি যায় ওই ইনসুলিন ইনজেকশনগুলি। ওই ইনজেকশনগুলিকে ২ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রাখতে হয়। তা না রাখলে খারাপ হয়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে রোগীর শরীরে প্রভাব পড়তে পারে। পুলিশ তদন্ত করছে।

এর মধ্যে কেন্দ্রীয় ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল সংস্থা চিকিৎসকদের সতর্ক হয়ে এই ওষুধ রোগীদের দিতে বলেছে।

# ধুরন্ধর হতে পারল না টক্সিক

**একইদিনে মুক্তি পাচ্ছে না টক্সিক আর ধুরন্ধর-২। এর মূলে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ। অথচ দুই ছবিকে যুযুধান বানাবার চেষ্টা হয়েছে বহুভাবে। তাহলে? লিখছেন শবরী চক্রবর্তী**

যশ-এর টক্সিক ১৯ মার্চ, ২০২৬ সালের বদলে চলতি বছর ৪ জুন মুক্তি পাবে। উল্লেখ্য, ১৯ মার্চ আদিত্য ধর পরিচালিত ধুরন্ধর-২, দ্য রিভেঞ্জ আসছে। এবং একাই।

কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকা ও ইরানের যুদ্ধ। টক্সিক-এর নির্মাতারা আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছেন, মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান অনিশ্চিত পরিস্থিতির জন্য টক্সিক দ্য ফেয়ারি টেল ফর গ্রোন-আপস তার ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারের নির্ধারিত মুক্তির তারিখ ১৯ মার্চের বদলে হবে ৪ জুন। ছবির অন্যতম পরিবেশক বলছে গালফে চলা যুদ্ধের জন্য মুক্তির দিন বদলানো দরকার। বেঙ্গালুরুতে ছবির গ্র্যান্ড ট্রেলার লঞ্চ হবার কথা ৮ মার্চ। প্রথম গানের ভিডিও আসার কথা ছিল ২ মার্চ, এখন সবই বন্ধ রাখা হয়েছে। বিশ্ব-দর্শকের কথা মাথায় রেখেই বড় ক্যানভাসে কন্নড় ও ইংরেজিতে ছবিটি করা হয়েছে। ছবির জন্য আমরা অনেক পরিশ্রম করেছি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা বিরাট সংখ্যক দর্শকদের কাছে কতটা পৌছোতে পারব, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাই বাধ্য হয়ে ছবির মুক্তি পিছোনোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। আশা করি আপনারা আমাদের অবস্থা বুঝে আমাদের পাশে থাকবেন।

ফিল্ম বিশেষজ্ঞ বলছেন, মধ্যপ্রাচ্য থেকে টক্সিক ৩০-৪০ কোটি টাকা ব্যবসা করতে পারে। টাকার অঙ্ক বাড়তেও পারে। কিন্তু কবে এই পরিস্থিতির বদল হবে কেউ জানে না। তাই এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত। তিনি এর সঙ্গে আরও যোগ করেছেন. ধুরন্ধরের-২ সঙ্গে টক্সিকের সংঘাতের জন্য পরিবেশকরা চিন্তায় ছিলেন। এখন তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন।

যুদ্ধ ধুরন্ধর-২কে পিছিয়ে দেয়নি অবশ্য। পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ শুধু ট্রেলার মুক্তিটা আটকেছে। গ্রহণের সময় কোনও শুভকাজ হয় না। সকাল সাড়ে নটা থেকে সন্ধে পৌনে সাতটা পর্যন্ত ছিল সুতককাল, মানে এই সময়টা কোনও নতুন পদক্ষেপের জন্য শুভ নয়। তাই এবার ট্রেলার লঞ্চ হবে ৫ বা ৬ মার্চ, বিকেলে, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে, কোনও অনুষ্ঠান ছাড়াই। কবে হবে, তা এখনও জানা যায়নি। তবে ছবি ওইদিনই মুক্তি পাবে।

উল্লেখ্য, গত বছর ডিসেম্বরে বলিউডের ছবিটা বদলে গিয়েছিল, সৌজন্যে আদিত্য ধর পরিচালিত ধুরন্ধর-২। পরের পর ফ্লপের খরা কাটিয়ে মুখ তুললেন রণবীর সিং। নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করলেন ও করালেন অক্ষয় খান্না। বিশ্ব-বাজারে ছবি ১৩০০.৫৪ কোটির মতো ব্যবসা করেছে, এখনও ছবির মৌতাত থেকে বেরোতে পারেনি দর্শক। ছবির পরের ভাগ ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ আসছে ১৯ মার্চ। ছবি একবারেই তৈরি হয়েছিল, কিন্তু এত বড় হয়ে যায় যে তাকে আবার দ্বিতীয় ভাগ করে আনা হচ্ছে। এ ছবিতে আন্ডারকভার হামজা মানে রণবীরের আসল চেহারা প্রকাশ পাবে। ফলে এর স্বাদ আলাদারকমের হবেই।

মিডিয়া অনেকদিন ধরেই দুই ছবিকে যুযুধান করার চেষ্টা করছে। বলা ভালো, যশ ছবির নামে ভয় দেখানো হচ্ছে, ধুরন্ধর-২এর পিছিয়ে যাওয়া উচিত। যশ ছবির স্টারডম, ছবির অ্যাকশন, অসাধারণ মেকিং, সব মিলিয়ে ধুরন্ধর-২ পারবে না। এই ছবির নির্মাতারা অবশ্য সাড়াশব্দ করেননি। বিএমসির সঙ্গে শুটিং নিয়ে সাম্প্রতিক বিরোধের সময়েও বলা হয়েছে ধুরন্ধর-২ বিপাকে। প্রথমবার মুক্তির সময় আসল আন্ডারকভার মোহিত শর্মার বায়োপিক বানানো হয়েছে, তাঁদের না জানিয়ে—এই জাতীয় খবর প্রচার করে বিতর্ক হয়। বর্ডার ২ মুক্তির পর ধুরন্ধর-২কে ছাপিয়ে গিয়েছে, এমনটাও বলা হল। ধুরন্ধররা কোনও কথার জবাব না দিয়ে, কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে না গিয়ে, নিজেদের নির্মাণে এবং দর্শকের ওপর বিশ্বাস রাখছেন। তাই মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ তাঁদের ভাবায়নি। মধ্যপ্রাচ্য প্রথম ধুরন্ধর-২কে মুক্তি পেতে দেয়নি, তাই এবার আর তাদের নিয়ে ভাবনা কেন। শুধু ভারতবর্ষ যদি দেখে, ধুরন্ধরের আবার একবার ধুরন্ধর-২ হতে আটকাবে না। ধুরন্ধর-২ আদিত্য ধরের ধুরন্ধরি এখানেই। টক্সিক তাই ধুরন্ধর-২ হতে পারল না।

## মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে আটকে লারা দত্ত

ভীষণ ভয় পেয়ে আছেন লারা দত্ত। মাথার ওপর দিয়ে অনবরত যুদ্ধবিমানের চক্কর। দূরে বিস্ফোরণের ধোঁয়া আর বীভৎস আওয়াজ। এই পরিবেশ কোনও দিন তিনি পাননি। দেখা তো দূরের কথা। দুবাইয়ে একটা ব্র্যান্ড শুটের জন্যে এসেছেন লারা দত্ত। কাজ চলছিল বেশ ভালোই। সঙ্গে মেয়েও আছে। লারার স্বামী অবশ্য সেখানে নেই, কাজের জন্যে বাইরে আছেন।

গত তিন বছর ধরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে চুটিয়ে কাজ করছেন লারা দত্ত। সেখানে থাকেনও তিনি। কখনওই কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু এবার ইরান-প্যালেস্তাইন যুদ্ধে আচমকা দুবাইয়ের আকাশে হানা শুরু হতেই সেখানকার মানুষজনের মতো তিনিও ভয়ে আকুল হয়ে উঠেছেন। অবশ্য এও জানিয়েছেন যে, প্রশাসন তাঁদের পাশে আছে। যত্ন নিচ্ছে। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। সেই কারণেই এখনও দুবাইয়ে থাকতে পারছেন বলে জানিয়েছেন লারা দত্ত।

## যুদ্ধের সংকটেও হাত বাড়ালেন সোনু

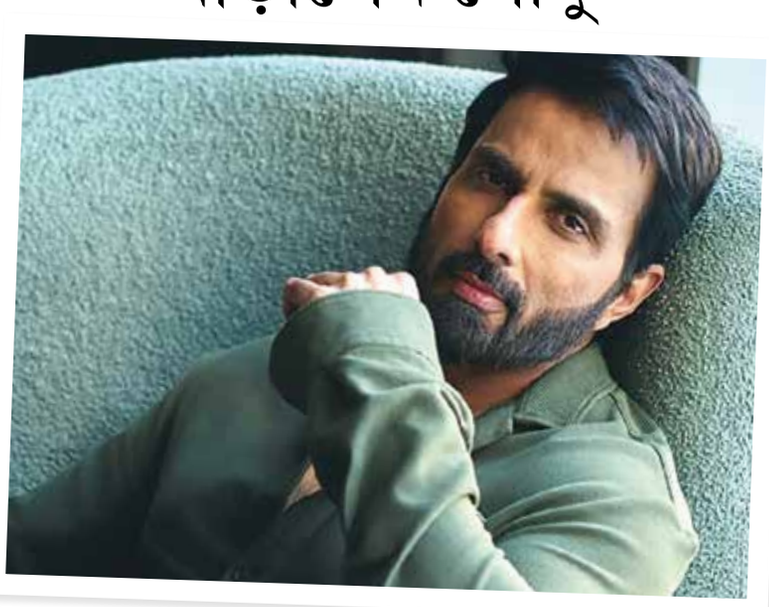

আবার ত্রাতার ভূমিকায় সোনু সুদ। ২০২০ সালে লকডাউনের সময় থেকেই সোনু সুদ সাধারণ মানুষের কাছে আস্থার আরেক নাম হয়ে উঠেছেন। সেই সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানো থেকে শুরু করে চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা—সর্বত্রই তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি দেখা গিয়েছে। এবার বিদেশের মাটিতে যুদ্ধের কারণে ঘরহারা বা গন্তব্যে পৌঁছাতে না পারা মানুষদের আশ্রয় দিয়ে আবারও খবরের শিরোনামে তিনি।

বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে সোনু এই মানবিক উদ্যোগের কথা জানান। তিনি বলেন, 'বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের সংকটে যাঁরা দুবাইয়ে আটকে পড়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই— আপনাদের থাকার জায়গা আছে। আমরা নিশ্চিত করব যাতে আপনারা সেখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে থাকার সুবিধা পান।'

ভিডিওতে ৫২ বছর বয়সী এই অভিনেতা আরও যোগ করেন, 'আমার হিন্দুস্তানি ভাই-বোনেরা অথবা যে কোনও দেশের নাগরিক যাঁরা এই মুহূর্তে দুবাইয়ে বিপদে পড়েছেন, আমায় সরাসরি মেসেজ করুন। যতক্ষণ না আপনারা সুস্থভাবে নিজেদের দেশে ফিরতে পারছেন, আপনাদের থাকার সব দায়িত্ব আমার। জয় হিন্দ।' কারা পাবেন এই সুবিধা?

ভারতীয় তো বটেই, সাহায্য পাবেন যে কোনও দেশের নাগরিক।

কীভাবে যোগাযোগ করবেন?

অভিনেতার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে সরাসরি মেসেজ পাঠিয়ে সাহায্য চাওয়া যাবে। মধ্যপ্রাচ্যের আকাশপথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যেখানে দিশেহারা কয়েক হাজার পর্যটক, সেখানে সোনু সুদের এই ঘোষণা বড়সড় স্বস্তি বয়ে আনবে বলেই অনেকে মনে করছেন।

## একনজরে সেরা

### অক্ষয়ের আক্ষেপ

হিন্দি সিনেমার সুপারস্টার অক্ষয় কুমার সারা বছরই ব্যস্ত। ছেলে আরব বিদেশে পড়াশোনা করে, মেয়ে নিতারাকে নিয়ে স্ত্রী টুইঙ্কল বাড়িতে থাকেন। সব দিক দিয়েই সফল ও সুখী অক্ষয় সম্প্রতি এক রিয়েলিটি শো-তে বলেছেন, বছরে ৩৬৫ দিনের ১২০ দিন বাড়িতে কাটাই। আরও বেশি যদি কাটাতে পারতাম, ভালো হত।

### এইচবিওতে আরিয়ান

আমেরিকার প্রিমিয়াম টেলিভিশন কোম্পানি এইচবিওর সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন আরিয়ান খান। তাঁর পরিচালনায় ব্যাডস অফ বলিউড ভালো লেগেছে তাঁদের, বিশেষ করে লেখা ও উপস্থাপনা। তাঁরা তাঁদের নতুন সিরিজের গল্প লেখার জন্য আরিয়ানকে বলেছেন। আরিয়ান জানিয়েছেন, প্রজেক্ট সম্বন্ধে আরও আলোচনা করে পরিষ্কার ধারণা পাওয়ার পর সম্মতি দেবেন।

### মাধুরির কমেডি

সুরেশ ত্রিবেণীর কমেডি ছবি মা বহেন-এ আছেন মাধুরী দীক্ষিত। গল্পটি এক সাধারণ পরিবারের। পরিস্থিতি বদলে যায়, যখন তাদের এক প্রতিবেশীর মৃতদেহ বাড়ির রান্নাঘরে পাওয়া যায়। নেটফ্লিক্সের এই ছবিতে আছেন রবি কিষেণ, তৃপ্তি দিমরি ও ডিজিটাল ক্রিয়েটর ধর্না দুর্গা। ফেব্রুয়ারিতে টিজার বেরিয়ে গিয়েছে। সুরেশ বলেছেন, মাধুরীকে কমেডি অবতারে দেখতে তিনি উন্মুখ।

### উত্তমকে সাবধান

উত্তমকুমারকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। জংলির প্রিমিয়ারে আমন্ত্রিত ছিলেন উত্তম। কলকাতায় এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেনই শাম্মি। উত্তমের হিন্দি ছবি ছোটি সি মুলাকাৎ-এর ভয়ংকর ব্যর্থতার পর শাম্মি বলেছিলেন, উত্তমকুমারের মতো অসাধারণ প্রতিভার প্রতি হিন্দি সিনেমা কখনই সুবিচার করতে পারবে না। ওঁর জায়গা বাংলা সিনেমাতেই।

### শ্রেয়ার না

দাবাং ছবিতে করিনা কাপুরের গলায় 'ফেভিকল সে' গানটি গাওয়ার প্রস্তাব পেয়েছিলেন শ্রেয়া ঘোষাল। কিন্তু সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। গানটি গেয়েছেন মমতা শর্মা। করিনাও গানের কথা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। শ্রেয়া জানিয়েছেন, মহিলাদের অসম্মান করে গান লেখা হলে হাতজোড় করে বেরিয়ে আসি। চিকনি চামেলি নিয়ে তিনি বলেছেন, এতে শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে।

# অরিজিতের দেশের বাড়ি ঘুরে মুগ্ধ ইউলিয়া

বলিউডের চোখ ধাঁধানো গ্ল্যামার আর মায়ানগরী মুম্বইয়ের ব্যস্ত কোলাহল থেকে বহু দূরে, মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে এক নিজস্ব প্রশান্তির পৃথিবী তৈরি করেছেন ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় গায়ক অরিজিৎ সিং। সম্প্রতি তাঁর এই ছিমছাম আর সাধারণ জীবনযাপনে রীতিমতো মুগ্ধ হয়েছেন গায়িকা ইউলিয়া ভান্টুর। সদ্যই মুক্তি পেয়েছে ইউলিয়া এবং অরিজিতের দ্বৈত কণ্ঠের নতুন গান 'তেরে সঙ্গ'। এই প্রথমবার বলিউডের এই প্রখ্যাত গায়কের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন ইউলিয়া। আর সেই কাজের সূত্রেই অরিজিতের সঙ্গে তাঁর আলাপ এবং গায়কের নিজের শহর জিয়াগঞ্জে ঘুরে আসার অভাবনীয় সুযোগ হয় তাঁর। আর সেই অভিজ্ঞতা যে ঠিক কতটা মধুর ও স্মরণীয়, সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সে কথাই অকপটে জানালেন এই গায়িকা।

ইউলিয়ার কথায়, অরিজিতের মতো একজন কিংবদন্তি শিল্পীর সঙ্গে একই গানে কণ্ঠ মেলাতে পেরে তিনি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান বলে মনে করছেন। প্রথমবার যখন তিনি অরিজিতের সঙ্গে দেখা করতে যান, তখন স্বাভাবিকভাবেই তিনি বেশ নার্ভাস ছিলেন। কিন্তু অরিজিতের উষ্ণ অভ্যর্থনা এবং মাটির কাছাকাছি থাকা বিনয়ী স্বভাব মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর মনের সব ভয় দূর করে দেয়। ইউলিয়ার মতে, অরিজিৎ এমন একজন মানুষ যাঁর সামনে কোনো রকম অস্বস্তি বা সমালোচিত হওয়ার ভয় থাকে না। তিনি অত্যন্ত সাদামাটা, অমায়িক এবং আদ্যোপান্ত একজন ভালো মানুষ।

তবে ইউলিয়াকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে অরিজিতের নিজের শহরের পরিবেশ। সাক্ষাৎকারে তিনি জিয়াগঞ্জ ভ্রমণের কথা অত্যন্ত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে স্মরণ করেন। গাড়িতে করে যাওয়ার সময় রাস্তার দু'পাশের ছোট ছোট দোকান, দর্জি এবং বিভিন্ন কারিগরদের নিজেদের দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখে তিনি অভিভূত হন। বাংলার এই সহজ-সরল গ্রামীণ পরিবেশ তাঁর মন কেড়ে নিয়েছে। ইউলিয়া এই গোটা পরিবেশটিকে 'অরিজিৎ সিংয়ের নিজস্ব পৃথিবী' বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, অরিজিৎ নিজের চারপাশে এমন এক নিরাপদ এবং উষ্ণ পরিবেশ তৈরি করে রেখেছেন, যা শুধুই গান, সাধারণ মানুষ, সমাজ গঠন এবং একে অপরকে সাহায্য করার নিঃস্বার্থ আদর্শের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

অরিজিতের এই সাধারণ জীবনযাপন অবশ্য তাঁর অগণিত অনুরাগীদের কাছে নতুন কিছু নয়। সম্প্রতি বলিউড সুপারস্টার আমির খানও জিয়াগঞ্জে অরিজিতের বাড়িতে সময় কাটাতে গিয়েছিলেন। প্লেব্যাক সিঙ্গিং থেকে অবসরের ইঙ্গিত দেওয়ার পর থেকেই অরিজিৎ নিজের শিকড়ের দিকে আরও বেশি করে ঝুঁকেছেন। তাঁর বাবা সুরিন্দর সিংও কিছুদিন আগে সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন যে, মুম্বইয়ে অরিজিতের একাধিক ফ্ল্যাট এবং ঝাঁ চকচকে অফিস থাকা সত্ত্বেও, তিনি নিজের দেশের বাড়ি জিয়াগঞ্জেই থাকতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। অরিজিতের দুই ছেলে, জুল এবং আলিও সেখানকার একটি সাধারণ স্থানীয় সিবিএসই স্কুলেই পড়াশোনা করে। এই শান্ত এবং কোলাহলমুক্ত পরিবেশ অরিজিতের এতটাই প্রিয় যে, তিনি নিজের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'তত্ত্বমসি'-র বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ এবং পরিবারের সঙ্গেই এখন নিজের সিংহভাগ সময় কাটাতে চান।

অরিজিতের এই মাটির কাছাকাছি থাকার স্বভাব এবং তাঁর শহর জিয়াগঞ্জের প্রতি এই অকৃত্রিম ভালোবাসা যেন আমাদের নতুন করে মনে করিয়ে দেয় যে, সাফল্য যত চূড়াতেই পৌঁছাক না কেন, নিজের শিকড়কে জড়িয়ে রাখার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে জীবনের আসল শান্তি। ইউলিয়া ভান্টুরের মতো একজন তারকার চোখে বাংলার এক মফস্বল শহরের এই ভূয়সী প্রশংসা সত্যিই আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত গর্বের। অরিজিৎ সিং শুধু তাঁর জাদুকরী কণ্ঠ দিয়েই নয়, তাঁর এই অসামান্য সরলতা এবং এক সুন্দর 'নিজস্ব পৃথিবীর' মাধ্যমেও বারবার জয় করে চলেছেন গোটা বিশ্বের কোটি কোটি শ্রোতার হৃদয়।

# রুপোলি পর্দায় 'ড্যাপার ডন' আম্পায়ার অনিল

বাইশ গজের পিচে বোলারদের জোরালো আবেদনে যিনি অবিচল মুখে মাথা নাড়তেন, অথবা ব্যাটারদের সাজঘরের রাস্তা দেখাতে তর্জনী তুলতেন, তাঁকে এবার দেখা যাচ্ছে একেবারে অন্য মেজাজে। গায়ে কালো চামড়ার জ্যাকেট, চোখে রোদচশমা, আর সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে তিনি এখন পুরোদস্তুর গ্যাংস্টার! ক্রিকেটের সেই গুরুগম্ভীর মানুষটি, অর্থাৎ প্রাক্তন ভারতীয় আম্পায়ার অনিল চৌধুরী, এবার আম্পায়ারিংয়ের চেনা গণ্ডি পেরিয়ে পা রাখলেন বিনোদন জগতে। পরিচিত লুক ঝেড়ে ফেলে এই 'ড্যাপার ডন' অবতারে তাঁকে দেখে রীতিমতো চক্ষু চড়কগাছ ক্রিকেট মহলের।

গত বছর, অর্থাৎ ২০২৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ভারত-অস্ট্রেলিয়া একদিনের সিরিজের পরই আম্পায়ারিং কেরিয়ারে দাঁড়ি টেনেছিলেন অনিল। সাধারণত অবসরের পর প্রাক্তনরা ধারাভাষ্যকার হন, অথবা ক্রিকেট প্রশাসনের আরামদায়ক চেয়ারে বসেন। কিন্তু অনিল চৌধুরী হাঁটলেন সম্পূর্ণ উলটো পথে। অবসরের মাত্র ছ'মাসের মধ্যেই তিনি বেছে নিলেন রুপোলি পর্দার রোমাঞ্চ। 'গোলি তো চলেগি' নামের একটি হরিয়ানভি মিউজিক ভিডিওর হাত ধরে অনস্ক্রিন অভিষেক হতে চলেছে তাঁর। ফ্যাশন ডিজাইনার থেকে পরিচালক হওয়া সুমন গুহ এই প্রজেক্টের দায়িত্বে, আর এপিক ফিল্মসের ব্যানারে প্রযোজনা করেছেন নরেশ ঝা।

কিন্তু বাইশ গজের সেই কড়া হেডমাস্টার হঠাৎ ক্যামেরার সামনে কতটা স্বচ্ছন্দ? ষাট বছর বয়সি অনিল চৌধুরীর মতে, আন্তর্জাতিক ম্যাচ বা আইপিএলের প্রেশার কুকারের তুলনায় ক্যামেরার সামনের কাজটা নাকি নেহাতই জলভাত! তাঁর মজাদার যুক্তি, ক্রিকেটের মাঠে চোখের পলকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, ভুল হলে গ্যালারি থেকে প্রবল কটাক্ষ ধেয়ে আসে। কিন্তু শুটিংয়ে ভুল হলে নির্দ্বিধায় 'কাট' বলে রিটেক নেওয়া যায়, এমনকি এডিটিং টেবিলেও সব সামলে নেওয়া সম্ভব। শুধু তাই নয়, আম্পায়ারিংয়ে আবেগকে ড্রেসিংরুমে ফেলে মাঠে নামতে হয়, আর অভিনয়ে আবেগটাই আসল তুরুপের তাস। অবশ্য ক্যামেরার সামনের এই সাবলীলতার পিছনে তাঁর হরিয়ানভি ভাষায় ধারাভাষ্য এবং বিভিন্ন পডকাস্টের পূর্ব-অভিজ্ঞতাও বেশ কাজে দিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ক্রিকেট মাঠে তাঁর পরিসংখ্যান কিন্তু নেহাত কম নয়। ২০১৩ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত ১২টি টেস্ট, ৪৯টি ওয়ানডে এবং ৬৪টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ফিল্ড আম্পায়ারের দায়িত্ব সামলেছেন। পাশাপাশি ১৩১টি আইপিএল ম্যাচ খেলিয়ে ছুঁয়েছেন সুন্দরম রবির সর্বকালের রেকর্ড। ঘরোয়া ক্রিকেটেও তাঁর ঝুলিতে রয়েছে ৯১টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ, ১১৪টি লিস্ট 'এ' এবং ২৭৮টি টি-টোয়েন্টি। ২০২২ সালে বিসিসিআইয়ের এ+ ক্যাটাগরির মাত্র ১০ জন এলিট আম্পায়ারের অন্যতম ছিলেন তিনি। সুমন গুহ ও নরেশ ঝায়ের হাত ধরে এবার তাঁর নতুন ইনিংস শুরু। বাইশ গজে বহু রথী-মহারথীকে আউট দিয়েছেন, এবার গ্যাংস্টার হয়ে দর্শকদের 'ক্লিন বোল্ড' করতে পারেন কি না, সেটাই এখন দেখার!

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

*ফের কাপ জয়ের হাতছানি। ইংল্যান্ডকে সেমিফাইনালে হারানোর পর শিলিগুড়ির হাসমি চকে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। বৃহস্পতিবার শমিদীপ দত্তের তোলা ছবি।*

# ভাইয়ের শেষকৃত্য আটকালেন দিদি

**নিতাই সাহা**

**শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ :** জন্মস্থান জয়গাঁর বদলে শিলিগুড়িতে কেন শেষকৃত্য করা হচ্ছে, এই প্রশ্ন তুলে দিদি ও পরিজনরা মিলে ভাইয়ের দাহকার্য আটকে দিলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাটে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরবর্তীতে প্রধাননগর থানার পুলিশের হস্তক্ষেপে মৃতদেহ নিয়ে পরিবারের সদস্যরা রাতেই আলিপুরদুয়ার জেলার জয়গাঁর উদ্দেশে রওনা হন। ঘটনায় মৃতের আত্মীয়রা সৎমার বিরুদ্ধে সম্পত্তি নিয়ে অত্যাচারের অভিযোগ তুলেছেন।

পরিবার সূত্রে খবর, বছর বাইশের তরুণ গৌতম চৌধুরী কাজের প্রয়োজনে ভিনরাজ্যে থাকতেন। সম্প্রতি তিনি জয়গাঁতে ফিরে গত ৩ মার্চ নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেন বলে অভিযোগ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হলে বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। ময়নাতদন্তের পর বিকেলে মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে আসা হলে গোলমাল শুরু হয়। মৃতের দিদি মৌসম চৌধুরীর অভিযোগ, তাঁদের সৎমা কাউকে না জানিয়ে 'চুপিসারে' শিলিগুড়িতেই দাহ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর দাবি, 'আমার ভাইয়ের উপর অত্যাচার করা হত। সম্পত্তিই এর কারণ।' অত্যাচার সহ্য না করতে পেরেই গৌতম আত্মহত্যার পথ বেছে নেন বলে মৌসমের আশঙ্কা। এই নিয়ে তাঁরা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানিয়েছেন।

- শিলিগুড়িতে ভাইয়ের শেষকৃত্য গোপনে করার অভিযোগে দাহকার্য আটকে দিলেন দিদি
- সম্পত্তি নিয়ে মৃত গৌতম চৌধুরীর ওপর তাঁর সৎমা মিনা চৌধুরী অত্যাচার করতেন বলে অভিযোগ
- পুলিশের হস্তক্ষেপে শ্মশান থেকে মৃতদেহ পুনরায় জয়গাঁর বাড়ির উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হয়

অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে সৎমা মিনা চৌধুরী দাবি করেন যে, গত বছরই সম্পত্তি সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, 'আমি শুরু থেকেই মায়ের দায়িত্ব পালন করছিলাম। তখন কেউ পাশে ছিল না। আমি বিহারে চলে গিয়েছিলাম। এক মাস আগে জয়গাঁতে দাদার বাড়িতে এসেছিলাম। দোল উৎসব শেষে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। তার মাঝেই এই ঘটনা। ছেলেকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম।' তাঁর মতে, শিলিগুড়িতে চিকিৎসা চলার কারণে তাঁরা এখানেই শেষকৃত্য সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত পুলিশের উপস্থিতিতে জয়গাঁতেই দাহকার্যের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

## তেল-কয়েল-টোটকার বিষচক্রের মরণফাঁদ থেকে সাবধান

# মশা মারুন, নিজেও বাঁচুন

**মশা থেকে রেহাই পেতে ঘরে ঘরে যথেচ্ছ ব্যবহার হচ্ছে মশা মারার তেল, কয়েল, ধূপকাঠি। পোড়ানো হচ্ছে ডিমের ট্রে। চিকিৎসকদের মতে, মশা তাড়ানোর এই সাময়িক স্বস্তির আড়ালে লুকিয়ে আছে বড় বিপদ। মশার হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে মানুষ নিজের অজান্তেই এক নিঃশব্দ ঘাতকের শিকার হচ্ছে, আলোকপাত করলেন রাহুল মজুমদার**

**শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ :** 'মশারি টাঙিয়ে ঘুমোতে পারি না ভাই, বড় দমবন্ধ লাগে। তাই ওই মশা মারার তেল বা কয়েল ব্যবহার করি, ওসবের গন্ধে মশা ধারেকাছেই ঘেঁষতে পারে না...'

কথাগুলো এখন খুব পরিচিত। মশার উপদ্রবে নাজেহাল শহরবাসী রাত বাড়লে পরিস্থিতি সামাল দিতে দিশেহারা হয়ে পড়ছেন। কামড় আর কানের সামনে মশার 'গান' থেকে রেহাই পেতে ঘরে ঘরে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার হচ্ছে মশা মারার তেল, কয়েল, ধূপকাঠি। পোড়ানো হচ্ছে ডিমের ট্রে। কিন্তু মশা তাড়ানোর এই সাময়িক স্বস্তির আড়ালে লুকিয়ে আছে বড় বিপদ। চিকিৎসকদের মতে, মশার হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে মানুষ নিজের অজান্তেই 'সাইলেন্ট কিলার' বা এক নিঃশব্দ ঘাতকের শিকার হচ্ছেন। এতে শ্বাসকষ্ট ও হাঁপানিতে ভোগা রোগীদের অবস্থার অবনতি তো হচ্ছেই, সেই সঙ্গে সুস্থ মানুষের ফুসফুসেও বাসা বাধছে মারাত্মক রোগ।

শহরের বিধান মার্কেট থেকে শুরু করে পাড়ার ছোট দোকানে গত কয়েক সপ্তাহে কয়েল ও লিকুইড ভেপোরাইজারের বিক্রি একলাফে কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। সম্প্রতি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় এক ডেঙ্গি আক্রান্তের হদিস মিলেছে, যা আতঙ্ক আরও বাড়িয়েছে। সন্ধ্যা নামতেই জানলা-দরজা বন্ধ করে ঘরে ঘরে জ্বলছে কয়েল, প্লাগ-ইন করা হচ্ছে তেলের মেশিন। এতে মশার বংশ কতটা ধ্বংস হচ্ছে তার সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও, বদ্ধ ঘরের বাতাসে মিশছে বিষাক্ত ধোঁয়া ও রাসায়নিকের কড়া গন্ধ। এই বাতাস দিনের পর দিন নিঃশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিয়ে শহরবাসী নিজেদের ফুসফুসের ব্যাপক ক্ষতি করছেন।

মশা তাড়ানোর অধিকাংশ কয়েল তৈরিতে ব্যবহৃত হয় নানা ধরনের মারাত্মক রাসায়নিক। যার মধ্যে অন্যতম- অ্যালথ্রিন, অক্টাক্লোরোডাইপ্রোপাইল ইথারের মতো উপাদান। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, একটি কয়েল একটানা ৮ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জ্বললে যে পরিমাণ ধোঁয়া ও সূক্ষ্ম কণা নির্গত হয়, তা প্রায় ১০০টি সিগারেটের ধোঁয়ার সমান ক্ষতিকর। শীতের শেষে বা গরমের শুরুতে ঘরের আবহাওয়া যখন গুমোট থাকে, তখন দরজা-জানলা বন্ধ করে কয়েল জ্বালিয়ে ঘুমানোর অভ্যাস চরম বিপদ ডেকে আনছে। এই ধোঁয়া সরাসরি শ্বাসনালি দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে সেখানে জমা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনলজির অধ্যাপক ডঃ রণধীর চক্রবর্তী বলেন, 'ইদানীং মশা বাড়ার অন্যতম কারণ হল লার্ভা নিধন ঠিকমতো হচ্ছে না। আগে নিকাশিনালাগুলিতে মাছ ও ব্যাং থাকত যা লার্ভা খেয়ে ফেলত। এখন সেগুলি নেই। মানুষ বাড়িতে ধুনো দেওয়াও বন্ধ করে দিয়েছেন। মশা তাড়াতে আমরা যে কয়েল বা লিকুইড ব্যবহার করছি, তা দীর্ঘমেয়াদি রোগ তৈরি করছে। বিশেষ করে সিওপিডি রোগীদের জন্য এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক।'

শহরের চিকিৎসকরা এই পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বর্তমানে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি এবং ব্রঙ্কাইটিসের সমস্যা নিয়ে আসা রোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ফুসফুস বিশেষজ্ঞ সায়র মৃধার বক্তব্য, 'দীর্ঘমেয়াদে এসব রাসায়নিক ব্যবহার করলে যাঁদের হাঁপানি বা সিওপিডি রয়েছে, তাঁদের সমস্যা কয়েকগুণ বেড়ে যায়।' ইএনটি বিশেষজ্ঞ ডাঃ রাধেশ্যাম মাহাতো যোগ করেন, 'এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে অ্যালার্জির সমস্যা লেগেই থাকে। সবসময় সর্দি-কাশি হওয়া বা গলা খুশখুশ করা এখন ঘরে ঘরে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

শুধু কয়েল নয়, তথাকথিত ধোঁয়াহীন লিকুইড ভেপোরাইজারও সমান ক্ষতিকর। এই তরল গ্যাসে পরিণত হয়ে যে 'অ্যারোসল' তৈরি করে, তা সরাসরি স্নায়ুতন্ত্রে প্রভাব ফেলতে পারে। চিকিৎসকদের কড়া পরামর্শ, মশা তাড়াতে রাসায়নিকের মোহ ছেড়ে মশারি ব্যবহারে জোর দিতে হবে। একান্তই কয়েল জ্বালালে ঘরের জানলা খোলা রাখতে হবে যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে। সচেতনতাই পারে শিলিগুড়িবাসীকে এই বিষাক্ত চক্র থেকে মুক্তি দিতে।

- মশা তাড়ানোর কয়েল তৈরিতে ব্যবহৃত হয় নানা মারাত্মক রাসায়নিক
- এই কয়েল বা লিকুইডের দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহার নানা রোগ তৈরি করছে
- একটি কয়েলের ধোঁয়া ১০০টি সিগারেটের ধোঁয়ার সমান ক্ষতিকর
- এর ফলে সর্দিকাশি বা গলা খুশখুশের সমস্যা ঘরে ঘরে বাড়ছে

**ইদানীং মশা বাড়ার অন্যতম কারণ হল লার্ভা নিধন ঠিকমতো হচ্ছে না। আগে নিকাশিনালাগুলিতে মাছ ও ব্যাং থাকত যা লার্ভা খেয়ে ফেলত। এখন সেগুলি নেই।**

**-ডঃ রণধীর চক্রবর্তী**
বায়োটেকনলজি ডিপার্টমেন্ট, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

## পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাসে আগ্নেয়াস্ত্র সহ তরুণ ধৃত

**শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ :** রাতে শিলিগুড়ির পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাস চত্বর বর্তমানে দুষ্কৃতীদের নিরাপদ আস্তানায় পরিণত হয়েছে। সন্ধ্যার পর অন্ধকার নামতেই এই চত্বরটি অপরাধীদের জমায়েত ও অপরাধমূলক ছক কষার কেন্দ্র হয়ে উঠছে। বুধবার রাতে এই বাস টার্মিনাস এলাকা থেকেই আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভক্তিনগর থানার পুলিশ ওই টার্মিনাস এলাকায় অভিযান চালায়। সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরির সময় তাপস দাস নামে এক তরুণকে আটক করে পুলিশ তল্লাশি চালায়। তাঁর কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও দুটি কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। শালুগাড়ার ডিমডিমা বস্তির বাসিন্দা তাপসের বিরুদ্ধে আগেও একাধিক অপরাধমূলক ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। বৃহস্পতিবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সন্ধ্যার পর এলাকাটি অন্ধকারে ডুবে থাকায় নিস্তব্ধতার সুযোগে দুষ্কৃতীরা সেখানে অবাধে যাতায়াত করে। গত ছয় মাসে একাধিকবার এই এলাকা থেকে অপরাধমূলক কাজের অভিযোগে গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটেছে। এলাকাবাসীর দাবি, কোনও বড় দুর্ঘটনা ঘটার আগেই প্রশাসনের ওই এলাকায় স্থায়ী ও কঠোর নজরদারি বাড়ানো উচিত। বিষয়টি তাঁদের নজরে রয়েছে এবং পুলিশ প্রশাসন নিয়মিত নজরদারি চালাচ্ছে বলে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার জানিয়েছেন। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক উচ্চপদস্থ কর্তা বললেন, 'অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে কাউকে জড়ো হতে দেখলেই পুলিশ তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিচ্ছে।'

# বকেয়া মেটাতে সরকারি অফিসকে নোটিশ পুরনিগমের

**রাহুল মজুমদার**

**শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ :** ১৮ কোটি টাকার বেশি কর বকেয়া রয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগমে। বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারি মিলিয়ে ৭৫টি দপ্তরের থেকে মোট ১৮ কোটি ৪ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯৭৭ টাকা বকেয়া রয়েছে। এর মধ্যে ৫৮টি রাজ্য সরকারি দপ্তর রয়েছে। বাকি ১৭টি কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তর রয়েছে। বকেয়া মেটানোর জন্য ইতিমধ্যে নোটিশ দিতে শুরু করেছে পুরনিগম। সম্পত্তি কর এবং সার্ভিস চার্জ মিলিয়ে বিশাল পরিমাণ বকেয়া দ্রুত মেটানোর নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া টাকা না মেটালে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করার কথাও নোটিশে উল্লেখ রয়েছে।

পুরনিগমের সম্পত্তি কর বিভাগের মেয়র পারিষদ রামভজন মাহাতো বলছেন, 'যে সমস্ত দপ্তরের কাছে কর বকেয়া রয়েছে তাদের চিঠি দেওয়া হয়েছে। সকলকে দ্রুত বকেয়া কর মিটিয়ে দিতে বলা হয়েছে। এর পরেও যদি সমস্যার সমাধান না হয় তবে সমস্ত দপ্তরের আধিকারিকদের ডেকে বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' চলতি অর্থবর্ষে প্রায় ১০ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করেছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। তাই পুরনিগমের নিজস্ব আয় বাড়াতে প্রত্যেকটি দপ্তরকে নিজের মতো করে চিন্তা করতে বলা হয়েছে। ওই সময় সমস্ত সরকারি এবং বেসরকারি দপ্তরে কত কর বাকি রয়েছে তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়। তখনই দেখা যায় পুরনিগমের অধীনে থাকা রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারি দপ্তরগুলিতেই কোটি কোটি টাকা কর বকেয়া রয়েছে। এরপরেই মেয়র পারিষদ বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত হয় সমস্ত দপ্তরকে নোটিশ পাঠানো হবে।

পুরনিগম সূত্রে খবর, রাজ্য সরকারি দপ্তরের মধ্যে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম, পূর্ত দপ্তর, বিভিন্ন স্কুল এই তালিকায় রয়েছে। কেন্দ্রীয় দপ্তরের ক্ষেত্রে বিএসএনএল এবং রেলের কাছে কর বকেয়া রয়েছে। এর মধ্যে রাজ্য সরকারি দপ্তর থেকে মোট ১৪ কোটি ২ লক্ষ ৪০ হাজার ৭১৫ টাকা এবং কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তর থেকে ৪ কোটি ৬ লক্ষ ১৮ হাজার ২৬২ টাকা বকেয়া রয়েছে। নোটিশ দিয়ে দ্রুত প্রত্যেককে পুরনিগমে এসে সম্পত্তি কর এবং সার্ভিস চার্জ মিটিয়ে দিতে বলা হয়েছে। এদিকে, পুরনিগমের আধিকারিকরা মনে করছেন, এই বিপুল পরিমাণ টাকা কোষাগারে এলে আর্থিক মন্দা অনেকটাই দূর হবে।

## 'অফিসপাড়া' তৈরির ভাবনা

**শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ :** ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অফিসগুলিকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসতে কাওয়াখালিতে 'অফিসপাড়া' তৈরির ভাবনার কথা জানালেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। রাজ্য সরকারের কাছে এই বিষয়ে একটি প্রস্তাবও পাঠানো হবে বলে তিনি জানান। পাশাপাশি বিধানসভা ভোটের আঞ্চলিক নির্বাচনি ইস্তাহারে অফিসপাড়া তৈরির কথাও উল্লেখ থাকবে। বৃহস্পতিবার গৌতম বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করব। মুখ্যমন্ত্রী চান এমন ইন্টিগ্রেটেড প্রোজেক্ট হোক। এক ছাতার তলায় অফিস থাকলে সাধারণ মানুষেরও সুবিধা হবে।' তাঁর সংযোজন, 'কাওয়াখালিতে ৫ একর জমি রয়েছে যেখানে অফিসপাড়া করা যেতে পারে।'

# হেয়ার বো-এ মজেছে মেয়েরা

**এখন তরুণ প্রজন্মের পছন্দ বিভিন্নরকম হেয়ার অ্যাকসেসরিজ। তার মধ্যে তরুণীদের পছন্দের তালিকায় ওপরের দিকে রয়েছে হেয়ার বো। আলোকপাত করলেন তমালিকা দে।**

### মানানসই

হেয়ার স্টাইলের জন্য বাজারে বিভিন্নরকম জিনিস পাওয়া যায়। তবে সবথেকে হিট হেয়ার বো। প্রায় দু'-তিন বছর ধরে হেয়ার বো ট্রেন্ডে এসেছে। অনেকের মতে একসময় রকমারি হেয়ার ক্লিপের চাহিদা সবথেকে বেশি ছিল। এখন সেই জায়গা দখল করেছে হেয়ার বো।

ফ্যাশন ডিজাইনার দেবী দে বলেন, 'হেয়ার বো এখন ট্রেন্ডে রয়েছে। ওয়েস্টার্ন হোক বা ইন্ডিয়ান দু'রকম পোশাকের সঙ্গে এই বো বেশ মানানসই। তাই পোশাকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বো বানিয়ে দিই। হেয়ার স্টাইল যদি সুন্দর হয় তাহলে পোশাক দেখতে আরও বেশি সুন্দর লাগে।'

### অনুকরণ

এই প্রজন্মের তরুণীরা চান তাঁদের সাজটাও যেন হয় সিনেমার অভিনেত্রীদের মতো। তাই অভিনেত্রীদের সাজ অনুকরণ করতে অনেকে চুলে এই বো লাগাচ্ছেন। বিধান মার্কেট, হংকটং মার্কেটে সাজগোজের দোকানগুলিতে গেলেও চোখে পড়বে বড়-ছোট বিভিন্ন সাইজের ও রংয়ের বো ঝোলানো রয়েছে। কোনটির মধ্যে রয়েছে ছোট ছোট প্রিন্ট আবার কোনওটি এক রংয়ের।

### ঝোঁক বেশি

হেয়ার বো-এর জনপ্রিয়তা এতটাই বেড়েছে যে শুধু মার্কেটে নয়, বিভিন্ন মেলাতেও যে সাজগোজের সামগ্রীর দোকানগুলি আসে সেখানে দেখা মেলে এই বো-এর। স্কুল ও কলেজ পড়ুয়াদের মধ্যে এই বো কেনার ঝোঁক বেশি দেখা যায় বলে জানান বিধান মার্কেটের বিক্রেতা সমর সরকার। তাঁর কথায়, 'আমি প্রায় ত্রিশ বছর ধরে সাজগোজের জিনিস বিক্রি করছি। আগে ফিতে দিয়ে মেয়েরা চুলে বো করত। গত দু'-তিনবছর ধরে রেডিমেড হেয়ার বো পাওয়া যাচ্ছে।'

### অনলাইনে

শিলিগুড়ি কলেজের পড়ুয়া ডোনা রায়ের কথায়, 'বো আমার খুব পছন্দের হেয়ার অ্যাকসেসরি। তাই প্রিয় পোশাকগুলির সঙ্গে মানানসই বো কিনি। তবে শুধু বাজার থেকে নয়, অনলাইনে ছবি দেখে কোনও বো পছন্দ হলে কিনি।' ডোনার মতো বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের পড়ুয়া ঐশী ভৌমিকেরও বো খুব পছন্দ। ঐশী বলে, 'বো এখন এতটাই ট্রেন্ডি যে ফোটো তোলার সময় চুলের বো-টা হাইলাইট করি।'

## কলেজ পরিদর্শনে কমিশনার

**শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ :** বিধানসভা নির্বাচনের জন্য শিলিগুড়ি কলেজ ডিসিআরসি সেন্টার হতে চলেছে। শেষমুহূর্তের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি কলেজ পরিদর্শন করেন। শিলিগুড়ি থানার আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাসও তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

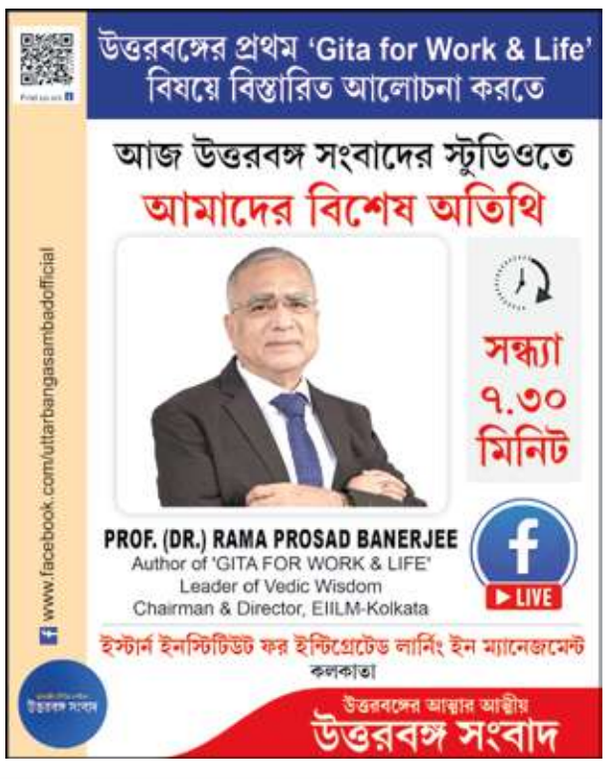
উত্তরবঙ্গের প্রথম 'Gita for Work & Life' বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে
আজ উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিওতে
আমাদের বিশেষ অতিথি
সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
PROF. (DR.) RAMA PROSAD BANERJEE
Author of 'GITA FOR WORK & LIFE'
Leader of Vedic Wisdom
Chairman & Director, EIILM-Kolkata
LIVE
ইস্টার্ন ইনস্টিটিউট ফর ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং ইন ম্যানেজমেন্ট কলকাতা
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

## পৃথিবীর পাঠশালা

### দ্বীপের দেশ বদল



একটা আস্ত দ্বীপ কি বছরে দু'বার নিজের দেশ বদলাতে পারে? ফ্রান্স এবং স্পেনের সীমান্তে অবস্থিত ফিজ্যান্ট আইল্যান্ড ঠিক এই জাদুই দেখায়। বিডাসোয়া নদীর ঠিক মাঝখানে থাকা এই দ্বীপটি বছরের প্রথম ছয় মাস থাকে স্পেনের দখলে, আর পরের ছয় মাস চলে যায় ফ্রান্সের শাসনে। সপ্তদশ শতাব্দীতে দুই দেশের মধ্যে এক শান্তি চুক্তির মাধ্যমে এই অদ্ভুত নিয়ম চালু হয়েছিল, যা আজ প্রায় ৩৫০ বছর ধরে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হচ্ছে। দ্বীপটিতে কোনও মানুষের বাস নেই, শুধু একটি পুরোনো স্মৃতিস্তম্ভ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বছরে দু'বার দুই দেশের নৌবাহিনী এসে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দ্বীপের শাসনভার হাতবদল করে।



### রাস্তার বদলে নদী

নেদারল্যান্ডসের গিথুর্ন এমন এক গ্রাম যেখানে কোনও রাস্তাঘাট নেই। শহরের কোলাহল বা গাড়ির ধোঁয়া থেকে শত যোজন দূরে এই গ্রামে যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম হল নৌকা। পুরো গ্রামটি অসংখ্য ছোট ছোট খাল দিয়ে সাজানো। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যেতে হলে কাঠের ছোট সেতু পার হতে হয় অথবা নৌকায় চাপতে হয়। পর্যটকরা এই গ্রামকে উত্তরের ভেনিস বলে ডাকেন। এখানে ইঞ্জিনচালিত নৌকার বদলে শব্দহীন বৈদ্যুতিক নৌকা ব্যবহার করা হয়, যাতে গ্রামের শান্ত পরিবেশ নষ্ট না হয়। শীতকালে খালের জল জমে বরফ হয়ে গেলে গ্রামবাসীরা স্কেটিং করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যান।



### জলের নীচে পোস্ট অফিস

চিঠি পাঠাতে হলে আমরা সাধারণত পোস্ট অফিসে যাই। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র ভানুয়াতুতে চিঠি পাঠাতে গেলে আপনাকে রীতিমতো স্কুবা ডাইভিং জানতে হবে। ২০০৩ সালে সমুদ্রের প্রায় দশ ফুট নীচে বিশ্বের একমাত্র জলের তলার পোস্ট অফিস তৈরি করা হয়। পর্যটকরা বিশেষ ওয়াটারপ্রুফ পোস্ট কার্ড কিনে সাঁতরে বা ডুবুরি হয়ে সেখানে যান এবং জলের নীচে বসে থাকা পোস্ট মাস্টারের হাতে চিঠি তুলে দেন। পোস্ট মাস্টারও সাধারণ স্ট্যাম্পের বদলে চিঠিতে বিশেষ এমবস করা সিলমোহর লাগিয়ে দেন। ছুটির দিনে পর্যটকদের ভিড় সামলাতে জলের নীচেও নাকি লাইন পড়ে যায়।

### হিরের গ্রহ

পৃথিবীতে হিরের দাম আকাশছোঁয়া। কিন্তু মহাকাশে এমন এক গ্রহ আছে, যার প্রায় পুরোটাই নিরেট হিরে দিয়ে তৈরি। পৃথিবী থেকে ৪০ আলোকবর্ষ দূরে থাকা এই গ্রহটির নাম ফিফটি ফাইভ ক্যানক্রি ই। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এই গ্রহের গঠন মূলত কার্বন দিয়ে তৈরি। এর ভেতরের প্রচণ্ড চাপ এবং তাপমাত্রায় কার্বন জমাট বেঁধে বিশাল এক হিরের খনিতে পরিণত হয়েছে। গ্রহটি পৃথিবীর চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বড় এবং আটগুণ বেশি ভারী। অর্থাৎ, এর বাজারমূল্য মানুষের কল্পনারও বাইরে। তবে সেখানে গিয়ে হিরে কুড়িয়ে আনার কোনও উপায় নেই। কারণ এই গ্রহের তাপমাত্রা প্রায় দুই হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা লোহাকেও গলিয়ে দিতে পারে।



# কিশোরী উদ্ধার

ময়নাগুড়ি, ৫ মার্চ : মালদা থেকে পালিয়ে আসা চার বান্ধবীকে উদ্ধার করল ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। ওই কিশোরীদের বয়স ১৬-১৭ বছর। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শহরের ইন্দিরা মোড় এলাকায় তাদের ঘোরাফেরা করতে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। তাঁরাই পুলিশকে বিষয়টি জানান। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, 'চার কিশোরীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, তারা ট্রেনে চেপে ময়নাগুড়িতে এসে পৌঁছায়।'

# রক্তাক্ত পুলিশ

*প্রথম পাতার পর*

জায়গায় অরাজকতার একাধিক ছবি সামনে এসেছে। ভাইরাল হয়েছে ভিডিও (ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। মঙ্গলবারের পর বুধবারও রাতে বাইকের দাপট বেড়েছে। প্রশ্নের মুখে পড়েছে আইনশৃঙ্খলা। এবার সেই প্রশ্নচিহ্ন আরও বড় করে দিল জংশনের ঘটনা। অভিযোগ, অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় ছিলেন চারজনই।

জংশন ট্রাফিক গার্ডে কর্মরত ওই কনস্টেবল বুধবার এলাকায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর লিখিত অভিযোগ অনুযায়ী, একটা স্কুটারে চেপে চারজন যাচ্ছিলেন। আমচকা রাস্তার মাঝখানে গাড়িটি দাঁড় করিয়ে দেন তাঁরা। এতে যান চলাচলে ব্যাঘাত ঘটে।

প্রথমে অন্য এক ট্রাফিককর্মী গিয়ে তাঁদের স্কুটারটি রাস্তার ধারে নিয়ে যেতে বলেন। সেই কথায় আমল না দিয়ে তর্কাতর্কি শুরু করেন অভিযুক্তরা। ঝামেলা বাড়তে থাকায় চারজনকে স্থানীয় ট্রাফিক বুথে এনে বসানো হয়। এরপর প্রধাননগর থানায় খবর দেওয়া হয়।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বৃহস্পতিবার বলছিলেন, 'ভ্যান আসার অপেক্ষায় ওই কনস্টেবল বুথে বসে আটক চারজনের ওপর নজর রাখছিলেন। এমন সময় অভিযুক্তরা বেল্ট খুলে তাঁর ওপর চড়াও হয়।' রক্তাক্ত হন কনস্টেবল। ভ্যানে আসা পুলিশকর্মীরা তাঁদের পাকড়াও করেন। আহতকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শিলিগুড়ি বিধায়ক শংকর ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'এধরনের ঘটনা শহরের আইনশৃঙ্খলার দুর্বল দিকটি সামনে আনছে। গত কয়েকমাসে পুলিশের ওপর একাধিক আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হলেও পরে ছাড়া পেয়ে যায়। তাই, কঠোর পদক্ষেপের দৃষ্টান্ত তৈরি করতে হবে।' চিন্তিত পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারও। বললেন, 'আমাদের, মানে পরিবারের বড়দের সচেতন হতে হবে। কেন এখনকার প্রজন্মের একাংশ এত উগ্র মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছে বারবার, সেটা ভাবা জরুরি।'

ডিসিপি (ট্রাফিক) শুধু জানালেন, নির্দিষ্ট ধারায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

## আবু ধাবিতে বাইরে মিসাইলের ভয়

# পলাশবাড়ির সুশীল গৃহবন্দি

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ৫ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ায় আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ির বাসিন্দা সুশীল বর্মন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আবু ধাবিতে কার্যত গৃহবন্দি হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। বছর আটচল্লিশের সুশীল সেখানে একটি গ্যাস প্ল্যান্টে ওয়েল্ডিং টেকনিশিয়ান পদে কর্মরত। গত পাঁচদিন ধরে কাজ বন্ধ রেখে প্রোজেক্টের আন্ডারগ্রাউন্ডে অন্য সহকর্মীদের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। আগামী এক মাসের মধ্যে তাঁর বাড়ি ফেরার কথা থাকলেও বর্তমানে বিমান পরিষেবা বন্ধ থাকায় তিনি ফিরতে পারছেন না।

পলাশবাড়ির পশ্চিম কাঁঠালবাড়ির বাসিন্দা সুশীল দীর্ঘকাল কাতারে কাজ করার পর এক বছর আগে আবু ধাবিতে যান। গত রবি ও সোমবারের পরিস্থিতি নিয়ে ফোনে সুশীল বলেন, 'ওই দু'দিন বেশ কিছু মিসাইল পড়েছে। যেখানে আছি সেখান থেকে মাত্র ৩০ কিমি দূরেই বোমাবর্ষণ হচ্ছে। মোবাইল ফোনে বারবার সতর্কীকরণ মেসেজ আসছে। সাইরেন বাজছে। কাজ বন্ধ অবস্থায় আমরা গৃহবন্দি হয়েই আছি। বাইরে বের হতে পারছি না।' তাঁর কর্মস্থলে প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিকের মধ্যে অনেক ভারতীয় এবং পাকিস্তানি নাগরিক দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন।



পলাশবাড়ির সুশীল বর্মন।

আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ ইরান আক্রমণ এবং তেহরানের পালটা জবাবে মধ্যপ্রাচ্য এখন উত্তাল। সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় থাকায় আকাশ ও জলপথে যুদ্ধবিমান ও জাহাজের অবিরাম শব্দে প্রবাসীদের ঘুম ছুটেছে। সুশীল আরও বলেন, 'আর এক মাস পরেই আমার বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল। এক বছর অন্তর বাড়ি যাই। কিন্তু এখন তো ফ্লাইট বন্ধ। খোঁজ নিচ্ছি। যেদিনই ফ্লাইট চালু হবে বাড়ি চলে আসব।'

এদিকে, পলাশবাড়িতে সুশীলের স্ত্রী শ্যামলী বর্মন এবং দুই ছেলে হীরক ও বিক্রম উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন। টিভিতে যুদ্ধের খবর দেখে তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন। স্ত্রী শ্যামলী বলেন, 'স্বামীর সঙ্গে এখন ঘনঘন ফোনে কথা হচ্ছে। ও সুস্থভাবে বাড়ি ফিরে আসুক, এটাই কামনা করছি।' এক সাধারণ কৃষক পরিবার থেকে মধ্যপ্রাচ্যে কর্মজীবনে সুশীল অনেক কিছু অর্জন করলেও, বর্তমান যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি তাঁকে জীবনের প্রকৃত মূল্য বুঝিয়ে দিয়েছে। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছেন তিনি ও তাঁর মতো হাজারো প্রবাসী শ্রমিক।

# অসমে নিখোঁজ সুখোই যুদ্ধবিমান

গুয়াহাটি, ৫ মার্চ : উত্তর-পূর্ব ভারতের আকাশপথে ফের উদ্বেগের ছায়া। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অসমের জোরহাট বায়ুসেনা ঘাঁটি থেকে ওড়ার পর রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেল ভারতীয় বায়ুসেনার একটি সুখোই (Su-30MKI) যুদ্ধবিমান। বায়ুসেনা সূত্রে জানানো হয়েছে, রুটিন প্রশিক্ষণের জন্য ওড়ার পর সন্ধ্যা ৭টা ৪২ মিনিটে বিমানটির সঙ্গে রাডার ও গ্রাউন্ড কন্ট্রোলের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিমানটি বর্তমানে নিখোঁজ বলে ঘোষণা করেছে বায়ুসেনা কর্তৃপক্ষ।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, অসমের পাহাড়ি জেলা কার্বি আংলং-এর ওপর দিয়ে ওড়ার সময় বিমানটির সঙ্গে শেষ যোগাযোগ হয়েছিল। বোকেজান মহকুমার চোকিখোলা এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা কাছাকাছি একটি বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনার দাবি করেছেন। এমনকি পাহাড়ি জঙ্গলে আগুনের গোলা বা ধোঁয়া দেখা গিয়েছে বলেও অসমর্থিত সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে প্রতিকূল আবহাওয়া বা কারিগরি ত্রুটির কারণে বিমানটি কোনও পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েছে কি না তা স্পষ্ট নয়। বিমানটিতে পাইলট এবং কো-পাইলট ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। বায়ুসেনার পক্ষ থেকে এক্স (টুইটার) হ্যান্ডেলে জানানো হয়েছে যে, নিখোঁজ যুদ্ধবিমানটির সন্ধানে ব্যাপক তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান শুরু করা হয়েছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রকের জনসংযোগ আধিকারিক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মহেন্দ্র রাওয়াত জানিয়েছেন, বায়ুসেনার বিশেষ উদ্ধারকারী দল, স্থানীয় প্রশাসন এবং নিরাপত্তারক্ষীদের সমন্বয়ে কার্বি আংলং-এর দুর্গম জঙ্গল ও পাহাড়ি এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চলছে। তবে রাতের অন্ধকার এবং ঘন অরণ্যের ভূখণ্ডে উদ্ধারকাজে নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে।



রুশ প্রযুক্তিতে তৈরি সুখোই ভারতীয় বায়ুসেনার অন্যতম যুদ্ধবিমান। বহুমুখী যুদ্ধবিমানটি আকাশপথের প্রতিরক্ষায় অত্যন্ত শক্তিশালী হিসেবেই পরিচিত। এই নিয়ে গত কয়েক বছরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সুখোই বিমান নিখোঁজ বা দুর্ঘটনার বেশ কয়েকটি ঘটনা সামনে এল। আপাতত নিখোঁজ বিমানের হদিস পেতে এবং পাইলটদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বায়ুসেনা ও সেনাবাহিনী যৌথভাবে আধুনিক ড্রোন ও প্রযুক্তির সাহায্যে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে বলেই জানিয়েছেন মহেন্দ্র রাওয়াত।

# জবাবে ধ্বংস মার্কিন ট্যাংকার

*প্রথম পাতার পর*

ব্যালিস্টিক মিসাইল লঞ্চার ধ্বংস করা হয়েছে।

যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে। লেবাননের বেইরুটে এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর হারুফ, কাফর রুম্মান ও কাফর তিবনিতে ইজরায়েলি বিমান হামলায় অন্তত ৮ জন নিহত হয়েছেন। পালটা কুয়েত, বাহরিন এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ২০টি মার্কিন সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার কথা জানিয়েছে ইরান। কাতার বৃহস্পতিবার সকালে একটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা রুখে দেয় বটে, তবে পড়শি বাহরিনে একাধিক বিস্ফোরণ ঘটে। ইরাকের খোর আল-জুবায়ের বন্দরেও একটি তেল ট্যাংকারে হামলা হয়েছে।

সংঘাতের আঁচ লেগেছে পড়শি দেশগুলিতেও। আজারবাইজানের নখচিভন বিমানবন্দরে ইরানের ড্রোন আছড়ে পড়ায় আজারবাইজান সরকার ইরানি রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে। কাতার তাদের আকাশসীমায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা রুখে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। ইরানের আকাশসীমায় আমেরিকার এফ-১৫ই স্ট্রাইক ইগল যুদ্ধবিমান মাটিতে ফেলা হয়েছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়ে।

যদিও মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড ওই দাবিকে 'ভিত্তিহীন' এবং 'অসত্য' বলে পত্রপাঠ খারিজ করেছে। অন্যদিকে, তাদের এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানের ইরানের একটি 'ইয়াক ১৩০' যুদ্ধবিমানকে গুলি করে নামানোর প্রমাণ হিসেবে একটি ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ করে ইজরায়েল। তেহরানের কমান্ড সেন্টার এবং ইসফাহানের ক্ষেপণাস্ত্র ভাণ্ডার সহ ইরানের অন্তত ১০টি স্থানে হামলার দাবি করেছে তেল আভিভের বায়ুসেনা।

শনিবার থেকে পারস্পরিক এই সংঘাতে ইরানে নিহত হয়েছেন মোট ১,২৩০ জন। লেবাননে গত চারদিনে অন্তত ৭৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ইরানি সংবাদমাধ্যম 'মেহর নিউজ এজেন্সি' বৃহস্পতিবার ভোরে জানিয়েছে, বিশ্ববাণিজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ হরমুজ প্রণালী এখন থেকে তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ওই পথ দিয়ে শুধু চিন ও রাশিয়ার জাহাজ চলাচল করতে পারবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইজরায়েল বা তাদের মিত্র দেশগুলির কোনও জাহাজকে যেতে দেওয়া হবে না।

গত মাসে ভারতের বিশাখাপত্তনমে আয়োজিত বহুজাতিক নৌমহড়ায় অংশ নিয়ে দেশে ফেরার পথে বুধবার ধ্বংস হয়েছিল ইরানি ফ্রিগেট 'ডেনা'। মার্কিন সাবমেরিন থেকে ছোড়া হেভিওয়েট টর্পেডোর আঘাতে জাহাজটি দু'টুকরো হয়ে ডুবে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম কোনও মার্কিন সাবমেরিন টর্পেডো ব্যবহার করে শত্রু জাহাজ ধ্বংস করল।

হামলায় জাহাজের ১৩০ জন নাবিকের মধ্যে ৮৭ জনের মৃত্যু হয়। নিখোঁজ অন্তত ৬০ জন। শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী কয়েকজন প্রবীণ কর্তা সহ ৩২ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে। ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি এই ঘটনাকে 'সমুদ্রের বুকে নৃশংসতার ন্যক্কারজনক দৃষ্টান্ত' বলে উল্লেখ করেন। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'এর ফল ভুগতে হবে ওয়াশিংটনকে।'

অন্যদিকে, এই অভিযানকে বড় জয় হিসাবে দেখছেন মার্কিন বিদেশসচিব পিট হেগসেথ। তাঁর কথায়, 'শত্রু জাহাজটি নীরব মৃত্যুবরণ করেছে।' ইরানি জাহাজডুবির ঘটনায় শ্রীলঙ্কার সাংসদ নমল রাজাপাক্ষে বলেন, এটা শুধু শ্রীলঙ্কা নয়, ভারত সহ গোটা অঞ্চলের নিরাপত্তার পক্ষে উদ্বেগজনক। তিনি বলেন, 'সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এবং ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তায় আঞ্চলিক অংশীদারদের সঙ্গে অবিলম্বে ঐক্যবদ্ধ আলোচনা শুরু করা উচিত কলম্বো সরকারের।'

# ইংরেজ-বধে নায়ক সঞ্জু

*প্রথম পাতার পর*

দুনিয়াকে স্তব্ধ করে লোপ্পা ক্যাচ ফেলে দিলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। হতাশায় দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নিলেন আর্চার। সেই ওভারের পর আর্চার কোনও সময় তাঁর অধিনায়ককে স্টিভের মতো কোনও মন্তব্য করেছিলেন কি না জানা যায়নি।

জোফ্রা এমন কিছু বলে থাকলে ভুল করবেন না। বরং তাঁর বলাই উচিত। কারণ, ব্যক্তিগত ১৫ রানে সঞ্জুর ক্যাচ হাতছাড়া করে জয়ের কথা ভাবা, বিনা অক্সিজেনে এভারেস্ট চড়ার স্বপ্ন দেখা প্রায় একই। ইডেন গার্ডেন্সে ফর্মে ফিরেছিলেন। ধ্রুপদি ব্যাটিং যে কুড়ির ক্রিকেটের আসরেও করা যায়, দেখিয়ে দিয়েছিলেন সঞ্জু। আরব সাগরের তীরে ওয়াংখেড়েতে শুরুতে লাইফলাইন পাওয়ার পর সঞ্জু শুরু করলেন তাঁর দাপট। ইডেনে যেখানে শেষ করেছিলেন, আজ সেখান থেকেই শুরু করে এমন গোলাগুলি বর্ষণ শুরু করলেন, যাবতীয় পরিকল্পনা ঘেঁটে গেল ইংল্যান্ডের। সাতটি ছক্কা ও আটটি বাউন্ডারিতে সাজানো সঞ্জুর ইনিংসে ওই একটি ক্যাচ বাদ দিলে নিখুঁত।

অভিষেক শর্মা (৯) আজও ব্যর্থ। টসে হেরে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং শুরুর পর সেই অফস্পিনের ফাঁদে পা দিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরলেন অভিষেক। তিন নম্বরে ঈশান কিষান (১৮ বলে ৩৯) সঞ্জুর সঙ্গে পার্টনারশিপে এমন আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের নমুনা দেখালেন, রাতের মেরিন ড্রাইভ পার করে আরব সাগরে গিয়ে পড়ল ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন। ঈশান ফেরার পর চার নম্বরে নেমে ভারতীয় ক্রিকেটের 'আনসাং হিরো' শিবম (২৫ বলে ৪৩) দেখালেন কেন তাঁর উপর ভরসা করেন কোচ গৌতম গম্ভীর। হার্দিক পান্ডিয়ার (১২ বলে ২৭) সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে শিবম রানআউট হওয়ার পর তিলক ভার্মা (৭ বলে ২১) শো শুরু হল রাতের ওয়াংখেড়েতে। মাঝে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব (১১) বড় রানের মঞ্চে অতি আগ্রাসন দেখাতে গিয়ে দ্রুত ফিরেছিলেন। স্বপ্নের পাওয়ার হিটিংয়ের পাশে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটারদের ১৭২ থেকে ৩০০-র মধ্যে থাকা স্ট্রাইকরেট ভারতীয় ইনিংসের সময়ই ইংল্যান্ডের ঘাড়ে চেপে বসেছিল। সঞ্জুদের নির্মম পাওয়ার হিটিংয়ের সুবাদেই নির্ধারিত ২০ ওভারে ২৫৩/৭-এর রান এভারেস্টে চড়ে বসে ভারত। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় ওভারে ফিল সল্টকে (৫) হারানোর পর কখনোই স্বস্তিতে ছিল না ইংল্যান্ড। বরুণ চক্রবর্তীর (৬৪/১) বলে জস বাটলার (১৭ বলে ২৫) বোল্ড হতেই শুরু হয়েছিল জয়ের উৎসব। তারপরও বেথেল (৪৮ বলে ১০৫), উইল জ্যাকসরা (২০ বলে ৩৫) মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন। শেষরক্ষা হয়নি। সৌজন্যে পাটা পিচে জসপ্রীত বুমরাহর (৩৩/১) ইয়র্কারে ভরা স্বপ্নের বোলিং। আর অবশ্যই অক্ষরের জোড়া ক্যাচ। শেষপর্যন্ত ২৪৬/৭ স্কোরে থেমে গেল ইংল্যান্ড। ৭ রানে জিতে টিম ইন্ডিয়া বিশ্বকাপ ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি।

মুম্বই মেরি জান!

বৃহস্পতিবার কাজের দিন হলেও বাণিজ্যনগরীতে ছিল উৎসবের পরিবেশ। দুপুরে শচীন তেন্ডুলকারের ছেলে অর্জুনের বিয়ের আসর যদি চাঁদের হাট নম্বর এক হয়। তাহলে সন্ধ্যার ওয়াংখেড়ে চাঁদের হাট নম্বর দুই। রোহিত শর্মা, মহেন্দ্র সিং ধোনি, লোকেশ রাহুল। ভারতীয় ক্রিকেটের সুপারস্টারদের পাশে বলিউডের অনিল কাপুর, রণবীর সিং, বরুণ ধাওয়ান থেকে শুরু করে কে ছিলেন না সেখানে। ক্রিকেট ও বলিউডের মেলবন্ধন নতুন নয়। আজ রাতের ওয়াংখেড়ে দেখল ক্রিকেট-বলিউডের দমদার ককটেল। ম্যাচ শুরুর আগে মাঠে হাজির হয়ে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক রোহিত তাঁর সতীর্থদের পরামর্শ দিলেন। শেষবেলায় হিটম্যানের পেপটক টিম ইন্ডিয়াকে বিশ্বকাপ ফাইনালের মন্ত্র দিয়েছিল। খেলার শুরু থেকেই দাপুটে, আগ্রাসী ব্যাটিং তার সেরা উদাহরণ। ওয়াংখেড়ের ভরা গ্যালারির ভরপুর সমর্থনের পাশে ২৫৩ রানের বোঝায় হাঁসফাঁস অবস্থা হয়েছিল ব্রুকদের। ওয়াংখেড়ের প্রেসবক্সে হাজির থাকা ইংরেজ সাংবাদিকরাও আগেই জেনে গিয়েছিলেন ম্যাচের ভাগ্য। ভারতের বিরুদ্ধে ক্রিকেটীয় যুদ্ধ জেতা অসম্ভব বুঝে অনেকেই কীভাবে দেশে ফিরবেন, আলোচনা শুরু করেছিলেন। গণপতি বাপ্পা মোরিয়া। ওয়াংখেড়ে প্রেসবক্সের ডানদিকের গ্যালারির একটি অংশ থেকে একদল তরুণ ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে ক্রমাগত চিৎকার করছিলেন। গতকাল দাদারের সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে কোচ গম্ভীর সহ ভারতীয় ক্রিকেটারদের পুজো দেওয়া, সাফল্যের আশীর্বাদ প্রার্থনা যে কাজে দিয়েছে, বারবার তার প্রমাণ মিলেছে মাঠে। চলতি বিশ্বকাপের আসরে ক্যাচ মিসের একটা রোগ তাড়া করছিল টিম ইন্ডিয়াকে। সেই 'অভিশাপ' কাটিয়েছেন অক্ষর। সঙ্গে ওয়াংখেড়ের সেমিফাইনালের 'ভূত'ও।

১৯৮৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল, ২০১৬ সালের টি২০ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে হারের শাপমোচনে ওয়াংখেড়েতে নয়া সূর্যোদয়। ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করার পাশে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে কাপ জয়ের স্বপ্ন দেখাও শুরু ভারতের।

# বোস আউট, রবি ইন

*প্রথম পাতার পর*

কিন্তু তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মেনে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনও আলোচনা করেননি।'

রাজ্যপাল নিয়ে এত কাণ্ডে প্রকাশ্যে বিজেপির প্রতিক্রিয়া খুব সংযত। এর দায় নিতে চাইছেন না বিজেপি নেতা। দলের রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য শুধু বলেন, 'আমার কাছে সেরকম কোনও যন্ত্র নেই যা দিয়ে তাঁর ইস্তফার কারণ জানতে পারব।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'ইস্তফার কারণ আমি জানি না, খোঁজ নিয়ে দেখব।'

সিপিএমের অবশ্য দাবি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের চক্রান্তে সিভি-কে ইস্তফা দিতে হয়েছে। কিছুদিন আগে বোসের বাইপাস সার্জারি হয়েছিল। তবে তাঁর চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসকদের কাছে বৃহস্পতিবার তাঁর অসুস্থতার কোনও খবর নেই। অর্থাৎ, শারীরিক কারণে পদত্যাগের কারণ নেই বলে মনে করা হচ্ছে। পদত্যাগী রাজ্যপাল সংবাদ সংস্থাকে শুধু বলেন, 'সাড়ে তিন বছর রাজ্যপাল ছিলাম, আমার জন্য এটা যথেষ্ট।'

বোসের ছেড়ে যাওয়া চেয়ারে দিল্লির নয়া ব্রহ্মাস্ত্র হয়ে আসছেন আরএন রবি। এই নামটা বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলোর কাছে আতঙ্কের সমার্থক। তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল হিসেবে এমকে স্ট্যালিনের সরকারের সঙ্গে তাঁর সাপে-নেউলে সম্পর্কের কথা গোটা দেশের জানা। রাজ্য সরকারের পাশ করা বিলে সই না করা থেকে শুরু করে, বিধানসভায় সরকারের লিখে দেওয়া ভাষণ অর্ধেক এড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদিতে রবি বারবার খবরের শিরোনামে এসেছেন।

সুপ্রিম কোর্ট তাঁর কাজকে বেআইনি এবং স্বেচ্ছাচারী বলে তুলোধোনা করেছিল। সেই 'কট্টর' রবিকে ভোটের মুখে বাংলায় পাঠিয়ে নবান্নকে চরম চাপে ফেলার ব্লু-প্রিন্ট কেন্দ্র তৈরি করে ফেলল বলে মনে করা হচ্ছে। ২০২২ সালের ১৭ নভেম্বর দায়িত্ব নেওয়ার পর সিভি'র সাড়ে তিন বছরের মেয়াদও কম নাটকীয় ছিল না। যাঁর বাংলা হরফে হাতেখড়ি হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে, তিনিই পরে মমতাকে 'লেডি ম্যাকবেথ' বলে সামাজিক বয়কটের ডাক দেন।

প্রকাশ্য ভিডিও বার্তায় জানিয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি কোনও মঞ্চ শেয়ার করবেন না। আবার গত বছরের মে মাসে রাজভবনের এক চুক্তিভিত্তিক মহিলা কর্মীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ তাঁর ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছায় যে, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা পর্যন্ত ঠোকেন রাজ্যপাল।

বোসের বিদায় হয়তো রাজভবনের সেই বিতর্কিত অধ্যায়ের সমাপ্তি টানল। কিন্তু রবির মতো 'হেভিওয়েট' রাজ্যপালের 'এন্ট্রি' বুঝিয়ে দিল, বিধানসভা ভোটের আগে রাজভবন বনাম নবান্নের সংঘাত একেবারে চরমে পৌঁছাতে চলেছে। রাজনীতিতে 'টাইমিং'টাই আসল। ভোটের মুখে দিল্লির এই চাল বাংলার রাজনীতিতে কতটা ঝড় তোলে, এখন সেটাই দেখার।

একই দিনে লাদাখের লেফটেন্যান্ট গভর্নর কবিন্দর গুপ্তর পদত্যাগ বুঝিয়ে দিচ্ছে, দেশজুড়ে ছক কষেই এই রদবদল চলছে।

# হয়ে ওঠে অলংকার

*প্রথম পাতার পর*

তাঁরাও তাহলে আদিম যুগেই পড়ে থাকতে চান। এই প্রশ্নটাই ভাবায়। তসলিমা নাসরিন দিনের পর দিন এত ভালো ভালো লেখা লিখে যান, অথচ তাঁর দেশে জামায়াতে ইসলামির মিছিলে দেখি প্রচুর বোরখা পরা মহিলা। অথচ এই জামায়াতের আমির স্পষ্ট বলে দেন তাঁরা ক্ষমতায় থাকলে কোনও নারী রাষ্ট্রপ্রধান হবেন না। একজন নারীকেও তারা প্রার্থী করেনি গত নির্বাচনে। তবু বহু নারীর ভোট তারা পেয়েছে। কোনও যুক্তি দিয়েই যা মানা যায় না। যে পার্টি নারীদের পায়ে দলে রাখতে চায়, যে পার্টি নারীস্বাধীনতায় বিশ্বাসই করে না, তাদের নারীরা সহ্য করে কীভাবে? ইদানীং ভারত এবং বাংলার কিছু সাংবাদিক নিজেরাই ক্ষমতাসীন নেতাদের কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে কার্যত বলেন, 'আমার হাতটায় শিকল পরিয়ে দিন। আমি আপনাদের বিরুদ্ধে লিখছি না।'

রক্ষণশীল মেয়েদের ব্যাপারটাও দাঁড়াচ্ছে এরকম। চূড়ান্ত নারীবিরোধী খামেনেই বা বাংলাদেশি জামায়াতের নেতাদের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করছেন নারীরাই। কী সব্বোনেশে ব্যাপার!ও হো, ইরান বা বাংলাদেশের উদাহরণ টানছি কেন শুধু? ভারতেও তো প্রচুর উদাহরণ। আরএসএসের মহিলা সংগঠন রাষ্ট্রীয় সেবিকা সমিতি বা মুসলিম সংগঠনগুলোর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। সেখানে নারীদের তুলনামূলকভাবে ছোট চোখে দেখানো হয়। নাগপুরে আরএসএসের সদর দপ্তরে বিশেষ অনুমতি ছাড়া নারীরা ঢোকেন না। অনুষ্ঠান হলে নারী-পুরুষ আলাদা বসেন। সেবিকা সমিতির সদস্য সংখ্যা কয়েক লক্ষ।

এসবের পেছনে অনেক সমাজতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং ধর্মীয় জটিল কারণ কাজ করে। আর কাজ করে অশিক্ষিতদের ব্রেন ওয়াশ করার নীতি।

১. অনেক নারীর কাছে ধর্মীয় বিধান রাজনৈতিক বা সামাজিক স্বাধীনতার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, এই দল বা নেতারা স্রষ্টার আইন বাস্তবায়ন করছেন। তাঁদের চোখে 'স্বাধীনতা' মানে পশ্চিমী সংস্কৃতি নয়, বরং ধর্মীয় কাঠামোর ভেতরে থাকা। তাঁদের ধারণা, এই ত্যাগের মাধ্যমে তাঁরা পারলৌকিক মুক্তি পাবেন।

২. অনেক নারীর বিশ্বাস, রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থা তাদের এক ধরনের 'নিরাপত্তা' দেয়। জামায়াতে বা আরএসএসের আদর্শগুলো পারিবারিক কাঠামোকে খুব গুরুত্ব দেয়। অনেক নারী মনে করেন, তথাকথিত লিবারেল সমাজে নারীরা পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হন। আর রক্ষণশীল সমাজে তাঁরা মা বা বোন হিসেবে বেশি 'মর্যাদা' ও 'সুরক্ষা' পান।

৩. পুরুষতান্ত্রিক এই সংগঠনগুলো নারীদের এক ধরনের 'রাজনৈতিক পরিচয়' দেয়। জামায়াতের নারীবাহিনীর শক্তিশালী নেটওয়ার্ক রয়েছে। সাধারণ সমাজে অবহেলিত বোধ করা কিছু নারী এই দলগুলোতে এসে নেতৃত্বের সুযোগ পান। এটা অনেকটা পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর ভেতরে থেকেই নিজের জন্য কিছু ক্ষমতা বা প্রভাব নিশ্চিত করা।

৪. বিশ্বায়নের যুগে পশ্চিমী জীবনযাত্রাকে অনেক মহিলাই তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্মের ওপর হুমকি মনে করেন। তাঁদের কাছে হিজাব বা পর্দাপ্রথা শুধু পোশাক নয়, বরং এটি একটি রাজনৈতিক প্রতিরোধের প্রতীক। জামায়াতে বা আরএসএসের নারী সংগঠন বাদ দিলে আরও দু-তিনটে দেশে এমন উদাহরণ আছে। মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুডের নারী শাখা মুসলিম সিস্টারহুড অত্যন্ত শক্তিশালী। তারা মনে করে, ইসলামি শাসনই তাদের প্রকৃত অধিকার দিতে পারে। আমেরিকায় পর্যন্ত অনেক নারী 'নারীবাদ' বিরোধী। তাঁরা গর্ভপাত নিষিদ্ধ করা এবং ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক প্রথা বজায় রাখার পক্ষে আন্দোলন করেন। তাঁরা মনে করেন নারীবাদ পরিবার প্রথাকে ধ্বংস করছে। তুরস্কে জাঁদরেল প্রেসিডেন্ট এর্দোগানের একে পার্টির পেছনে তুরস্কের পর্দানশিন নারীদের বিশাল সমর্থন। তাঁদের ধারণা, আগের ধর্মনিরপেক্ষ সরকারগুলো তাঁদের ধর্মীয় স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল, যা এর্দোগান ফিরিয়ে দিয়েছেন। নারীরা যখন এই ভয়ংকর পুরুষতান্ত্রিক পক্ষগুলোতে যোগ দেন, তাঁরা নিজেদের 'শিকার' মনে করেন না। বরং নিজেদের এক বৃহত্তর আদর্শের অংশ মনে করেন। তাঁদের কাছে স্বাধীনতার সংজ্ঞা সম্পূর্ণ আলাদা। ব্যক্তিগত ইচ্ছার চেয়ে গোষ্ঠীগত সংহতি ও ধর্মীয় অনুশাসন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অরুন্ধতী রায় বা তসলিমা নাসরিন পড়ে মুগ্ধ হওয়ার পরেও, নারী দিবসের আগে এই প্রসঙ্গগুলো যেন বেশি করে ভাবায়। কেন এমন হয়? কেন এমন হয়?

# নেতা নয়, ত্রাতা খুঁজছে দার্জিলিং

*প্রথম পাতার পর*

জিএনএলএফ তো আছেই, ২০২৬-এ বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চাও বিজেপিকে সমর্থনের ডালি সাজিয়ে বসেছে। ফলে তাত্ত্বিকভাবে বিজেপি জোটের পাল্লা যে ভারী, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

কিন্তু পাহাড়ের রাজনীতি সরলরেখায় চলে না। সেখানে অনীত থাপা এক ধুরন্ধর খেলোয়াড়। বিনয় তামাংয়ের ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে অনীত নিজের ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) দলটিকে বর্তমানে পাহাড়ের সবথেকে শক্তিশালী আঞ্চলিক শক্তিতে পরিণত করেছেন। জিটিএ-র ক্ষমতা কুক্ষিগত করে তিনি উন্নয়নের তাস খেলছেন। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সখ্য পাহাড়ের মানুষের কাছে একাধারে সুবিধার দরজা খুলে দিয়েছে, আবার অন্যদিকে তৈরি করেছে এক গূঢ় রহস্য। ইদানীং অনীতের রাজনীতিতে এক আশ্চর্য দ্বৈত সত্তা লক্ষ করা যাচ্ছে। তিনি তৃণমূলের সঙ্গী হয়েও বিজেপির প্রতি যে নরম মনোভাব পোষণ করেন, তা পাহাড়ের আড্ডায় এখন মুখরোচক আলোচনার বিষয়। পোস্ট অফিস পেরিয়ে লাদেন লা রোডের ক্যাফের কর্মী ও এক পর্যটকের কথোপকথনেও সেই আভাস। 'অনীত আসলে দুই নৌকায় পা দিয়ে নিজের ক্ষমতা অটুট রাখতে চাইছেন' -অনেক কথার মধ্যে উৎসুক পর্যটককে স্থানীয় ক্যাফেকর্মীর বলা কথাটি কানে বাজছিল। তৃণমূলের সাংগঠনিক ভিত্তি পাহাড়ে নামমাত্র হলেও অনীতের মাধ্যমেই ঘাসফুল শিবির দার্জিলিংয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। পদ্ম শিবিরের সঙ্গে অনীতের 'গোপন বোঝাপড়া'র গুঞ্জন যদি সত্য হয়, তবে নির্বাচনের ফলাফল কোন অতলে গিয়ে ঠেকবে, তা অনুমান করা কঠিন।

এই দ্বিমেরু রাজনীতির মাঝখানে ধূমকেতুর মতো উদয় হয়েছেন অজয় এডওয়ার্ড। পাহাড়ের ঐতিহ্যবাহী গ্লেনারিজ-এর মালিক, একসময়ের জিএনএলএফ নেতা অজয় আজ পাহাড়ের প্রান্তিক মানুষের নয়নের মণি। ২০২২ সালের পুরসভা নির্বাচনে তাঁর হামরো পার্টি'র জয় ছিল এক বিস্ময়। মাত্র তিন মাসের একটি দল যে প্রচলিত সব শক্তিকে ধূলিসাৎ করে দিতে পারে, তা দার্জিলিং আগে কখনও দেখেনি। যদিও দলবদলের নোংরা আবর্তে পুরসভা থেকে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে হামরো পার্টি, কিন্তু মানুষের হৃদয়ে তাঁর আসনটি টলেনি। ২০২৪-এর শেষে অজয় গঠন করেন ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট। সরকারি কোষাগারের মুখাপেক্ষী না থেকে নিজের উপার্জিত অর্থে পাহাড়ের দুর্গম গ্রামে রাস্তা তৈরি, পানীয় জলের সুরাহা কিংবা সেতু নির্মাণের মতো কাজ করে তিনি এক নয়া রাজনীতির জন্ম দিয়েছেন- সেবার রাজনীতি। পাহাড়ের মানুষ বছরের পর বছর দেখেছে শয়ে-শয়ে কোটি টাকার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য অনুদান দুর্নীতির গর্ভে লীন হয়ে যেতে। সেখানে একজন ব্যক্তি যখন নিজের সঞ্চয় দিয়ে মানুষের কান্না মোছেন, তখন শিক্ষিত সমাজ থেকে শুরু করে সাধারণ শ্রমিক, সবাই অজয়ের মধ্যে এক নতুন ভোরের আলো দেখতে পান। অজয় এডওয়ার্ডের তুরুপের তাস কেবল উন্নয়ন নয়, বরং গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে তাঁর আপসহীন অবস্থান। তিনি উন্নয়নকে আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন, যা সাধারণ গোর্খাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে।

পাহাড়ের এই ত্রিমুখী লড়াইয়ের নেপথ্যে রয়েছে সেই চিরন্তন ক্ষত- গোর্খাল্যান্ড। সুবাস ঘিসিংয়ের সময় থেকে শুরু হওয়া সেই রক্তক্ষয়ী ইতিহাস পাহাড়বাসী ভোলেনি। টানা আন্দোলনে পর্যটন, কমলালেবুর বাগান আর চা শিল্পের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, তার ক্ষতচিহ্ন আজও প্রতিটি পাহাড়িয়ার মনে জীবন্ত। তাই আজ আর কেউ হঠকারী আন্দোলনে নামতে চায় না ঠিকই, কিন্তু পৃথক রাজ্যের সেই সুপ্ত বাসনা আগ্নেয়গিরির লাভার মতো ভেতরে টগবগ করছে। দার্জিলিংয়ের মানুষ এখন আর শুধু প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্ট হতে চাইছে না। যে দল গোর্খাল্যান্ডের দাবির প্রতি ন্যূনতম বিশ্বস্ততা দেখাতে পারবে এবং একইসঙ্গে পাহাড়ের নাগরিক সমস্যার (পানীয় জল, বেআইনি নির্মাণ, যানজট ইত্যাদি) সমাধান করতে পারবে, ইভিএমে সেই দলের প্রতীকেই চাপ বেশি পড়বে।

পাহাড়ের রাজনৈতিক মেঘ শেষপর্যন্ত কোন দিকে বৃষ্টি হয়ে ঝরবে, তা অতিবড় আবহাওয়াবিদও জানেন না। তবে এটুকু নিশ্চিত যে, দার্জিলিংয়ের খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষ কেবল নেতা নয়, একজন ত্রাতা খুঁজছেন, যিনি গোর্খাল্যান্ডের দাবি পূরণ করে পাহাড়কে 'মুক্ত' করবেন। সময়ের সেই পটচিত্রে কে নিজের নাম লিখতে পারবেন, মহাকালের পায়ে মাথা ঠেকালেও তার উত্তর মেলা শক্ত।

## সাতপাকে বাঁধা পড়লেন শচীন-পুত্র

**মুম্বই, ৫ মার্চ :** বৃহস্পতিবার মুম্বইতে সাতপাকে বাঁধা পড়লেন শচীন-পুত্র অর্জুন তেন্ডুলকার। পাত্রী সানিয়া চান্দোকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন তিনি।

অর্জুনের বিয়ে হয়ে উঠেছিল ভারতীয় ক্রিকেট পরিবারের মিলনক্ষেত্র। সস্ত্রীক হাজির ছিলেন যুবরাজ সিং, হরভজন সিং, মহেন্দ্র সিং ধোনি, জাহির খানরা। সিনিয়ার ভারতীয় দলের প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকার ও তাঁর স্ত্রী ফাতিমা ঘাদিয়ালিও উপস্থিত ছিলেন। স্ত্রী সাফা বেগকে নিয়ে ইরফান ও আফরিনকে নিয়ে ইউসুফ পাঠান তেন্ডুলকার পরিবারের বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

টি২০ বিশ্বকাপে এদিন সন্ধেয় ভারতীয় দলের সেমিফাইনাল শুরুর ঘণ্টাখানেক আগেই স্ত্রী নাতাশা জৈনকে নিয়ে বিয়েতে হাজির হয়েছিলেন গৌতম গম্ভীর।

বলিউড তারকাদের মধ্যে শাহরুখ খান এবং আমির খান হাজির হয়েছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভারতের একাধিক প্রাক্তন এবং বর্তমান ক্রিকেটার। আমন্ত্রিতদের তালিকায় ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, রাহুল গান্ধির মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাও।

*নবদম্পতি অর্জুন তেন্ডুলকার-সানিয়া চান্দোকের সঙ্গে স্ত্রী অঞ্জলি ও কন্যা সারাকে নিয়ে শচীন তেন্ডুলকার।*

*বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে চাঁদের হাট। উপস্থিত ছিলেন সস্ত্রীক সুনীল গাভাসকার, গৌতম গম্ভীর, অনিল কুম্বলে, রাহুল দ্রাবিড়, মহেন্দ্র সিং ধোনি, যুবরাজ সিং, হরভজন সিং। আমন্ত্রিত ছিলেন অভিষেক বচ্চন-ঐশ্বর্য রাই বচ্চন। এসেছিলেন বীরেন্দ্র শেহবাগও।*

### তাণ্ডব ফিন-সেইফার্টের

# ইডেনে ট্রেলার দেখাল নাইটরা

**অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঞ্জীবকুমার দত্ত**

**মুম্বই ও কলকাতা, ৫ মার্চ :** বুধবার রাতের ইডেন গার্ডেন্স সাক্ষী থাকল এক অভাবনীয় জোড়া কালবৈশাখীর! একদিকে 'চোকার্স' অপবাদ গায়ে মেখে দক্ষিণ আফ্রিকার আরও একবার বিশ্বকাপ থেকে করুণ বিদায়, আর অন্যদিকে সেই কিউয়ি-ঝড়ের দাপট দেখে রীতিমতো আনন্দে ফুটছে কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবির! কারণটা খুব স্পষ্ট- প্রোটিয়াদের দুরমুশ করে নিউজিল্যান্ডকে ফাইনালে তোলার তিন প্রধান কারিগরই যে আসন্ন আইপিএলে শাহরুখ খানের দলের নতুন সেনাপতি!

কেউ বলছেন দানবীয়, কেউ বলছেন রাজকীয়, আবার কারও মতে তাণ্ডবের চূড়ান্ত! ফিন অ্যালেনকে নিয়ে ক্রিকেটমহলে এখন আলোচনার শেষ নেই। বুধবার রাতে ইডেনের বাইশ গজে মাত্র ৩৩ বলে টি২০ বিশ্বকাপের দ্রুততম সেঞ্চুরির (অপরাজিত ১০০) যে অতিমানবিক ব্যাটিং বিস্ফোরণ তিনি দেখিয়েছেন, তাতেই মোহাচ্ছন্ন ক্রিকেট দুনিয়া। ৮টি গগনচুম্বী ছক্কায় সাজানো অ্যালেনের এই ইনিংসের সময় উলটোদিক থেকে যোগ্য সঙ্গত দিয়েছেন টিম সেইফার্ট, আর তার আগেই বল হাতে প্রোটিয়াদের মেরুদণ্ড ভেঙেছেন রাচিন রবীন্দ্র। ব্ল্যাক ক্যাপসদের জার্সিতে কার্যত আসন্ন আইপিএলের মেগা ট্রেলার রিলিজ করে দিল এই নাইট-ত্রয়ী।

নিজেদের খাসতালুক 'হোম গ্রাউন্ডে' দলের তিন নতুন সদস্যের এমন দাপট দেখে উচ্ছ্বাস চেপে রাখেনি কেকেআর ম্যানেজমেন্ট। সোশ্যাল মিডিয়ায় নাইটদের হুংকার, 'বেগুনি জার্সিতে দ্রুত দেখা হচ্ছে। আগামী গ্রীষ্মে ইডেনে কী ঘটতে চলেছে, আজ সবাই তার আগাম সাক্ষী থাকল!'

তবে অ্যালেনের এই ব্যাটিং তাণ্ডব দেখে সুদূর অস্ট্রেলিয়ায় বসে সবচেয়ে চওড়া হাসি হাসছেন একজন— প্রাক্তন অজি অলরাউন্ডার এবং কলকাতা নাইট রাইডার্সের বর্তমান সহকারী কোচ শেন ওয়াটসন! তাঁর মগজাস্ত্র আর পরামর্শেই আইপিএলের মেগা নিলাম থেকে মাত্র ২ কোটি টাকায় এই কিউয়ি ওপেনারকে দলে ভিড়িয়ে ছিল নাইটরা। প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল, ফিল সল্টের শূন্যস্থান পূরণ। বুধবার রাতে ফিনের ওই তাণ্ডবের পর ওয়াটসনের এখন মনে হচ্ছে, তিনি বিন্দুমাত্র ভুল করেননি।

ওয়াটসন অকপটে ফাঁস করেছেন তাঁর মুগ্ধতার কথা, 'ফিনকে প্রথম দেখেছিলাম আমেরিকার মেজর লিগ ক্রিকেটে। সান ফ্রান্সিসকো ইউনিকর্নসের কোচ হিসেবে একটা ম্যাচে ওকে প্রায় ১৫০ রান করতে দেখেছিলাম। এমন বিস্ফোরক ব্যাটিং আমি আগে কখনও দেখিনি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'ফিন এখন বুঝতে পারছে ওর মধ্যে কী পরিমাণ ক্রিকেট লুকিয়ে আছে। ওর পাওয়ার-হিটিং চমকে দেওয়ার মতো। অতীতে ও আমার কোচিংয়ে খেলেছে, তাই ওর প্রতিভা সম্পর্কে আমি খুব ভালো করেই জানি। আসন্ন আইপিএলে কেকেআরের সবচেয়ে বড় চমক হতে চলেছে ও।'

শুধু সহকারী কোচ নন, ফিনকে নিয়ে আবেগে ভাসছেন নাইটদের নতুন বোলিং কোচ টিম সাউদিও। কেকেআরের সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সাউদি বলেছেন, 'সাদা বলের ক্রিকেটে ফিনের মতো বিপজ্জনক ব্যাটার আমি কমই দেখেছি। ইডেনের মতো ছোট বাউন্ডারির মাঠে ওর এই বিস্ফোরক ব্যাটিং কেকেআরের জন্য আশীর্বাদ হতেই পারে।'

একা ফিন নন, আসন্ন আইপিএলে নাইটদের ব্যাটিং লাইনে এবার কিউয়ি শক্তির ছড়াছড়ি। ফিন ছাড়াও রয়েছেন রাচিন ও সেইফার্টের মতো বিস্ফোরক ব্যাটাররা। ২৮ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা আইপিএলে ইডেনের বাইশ গজে কবে এঁদের ব্যাটিং বিস্ফোরণ ঘটবে, তার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন কেকেআর সমর্থকরা। আপাতত মুম্বইয়ের ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে জোরকদমে চলছে নাইটদের অনুশীলন। আজিঙ্কা রাহানে, উমরান মালিক, মণীশ পান্ডে, অনুকূল রায়, বৈভব অরোরা সহ মোট ১২ জন ক্রিকেটার চুটিয়ে অনুশীলন করছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে স্থানীয় একটি দলের সঙ্গে অনুশীলন ম্যাচও খেলেছেন রাহানেরা।

তবে, এই উৎসবের মেজাজের মাঝেই নাইট সংসারে কিছুটা চিন্তার মেঘ ঘনিয়েছে হর্ষিত রানাকে নিয়ে। জানা গিয়েছে, এই তরুণ পেসার এখনও পুরোপুরি ফিট নন। সুস্থ হতে তাঁর আরও কিছুটা সময় লাগবে, ফলে আইপিএলের শুরুর দিকে তাঁর খেলা নিয়ে প্রবল অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি, মুস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দেওয়ার পর তাঁর বিকল্প হিসেবে আফগানিস্তানের ফজলহক ফারুকি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্যাডলি ভ্যান স্কালউইকের মতো কয়েকজনকে নিয়ে আলোচনা চলছে ম্যানেজমেন্টের অন্দরে। বিশেষ সূত্রের খবর, আগামী ৮ মার্চ আহমেদাবাদে টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালের মধ্যেই হয়তো মুস্তাফিজের বদলি পেসারের নাম চূড়ান্ত করে ফেলবে নাইট থিংকট্যাংক।

*বুধবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টিম সেইফার্ট ও ফিন অ্যালেনের বিধ্বংসী ব্যাটিং ভরসা জোগাচ্ছে কলকাতা নাইট রাইডার্স সমর্থকদের।*

## ফ্লেচার-পুত্র নির্বাসিত

**ম্যাঞ্চেস্টার, ৫ মার্চ :** সমকামী বিদ্বেষমূলক কুরুচিকর মন্তব্য করার দায়ে কড়া শাস্তির মুখে পড়লেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের তরুণ মিডফিল্ডার জ্যাক ফ্লেচার। ক্লাবের প্রাক্তন তারকা ফুটবলার ড্যারেন ফ্লেচারের ছেলেকে এই অপরাধের কারণে ছয় ম্যাচের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছে। জ্যাকের এই আপত্তিকর মন্তব্যের জেরে ফুটবল মহলে ব্যাপক সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

## টেস্ট কোচ সরফরাজ?

**করাচি, ৫ মার্চ :** পাকিস্তান টেস্ট দলের পরবর্তী প্রধান কোচ হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হল প্রাক্তন অধিনায়ক সরফরাজ আহমেদকে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) তরফে এই গুরুদায়িত্ব নেওয়ার জন্য তাঁর কাছে ইতিমধ্যেই প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। ২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী এই অভিজ্ঞ অধিনায়কের সম্মতির অপেক্ষায় রয়েছে বোর্ড। লাল বলের ক্রিকেটে দলের টানা ব্যর্থতা কাটানোর লক্ষ্যেই তাঁর মতো একজন লড়াকু প্রাক্তনকে চাইছে পাকিস্তান।

## পাক-ক্রিকেটারের অসভ্যতা

**লাহোর, ৫ মার্চ :** পাল্লেকেলের টিম হোটেলে এক মহিলা কর্মীর সঙ্গে অশালীন আচরণের দায়ে চরম শাস্তির মুখে পড়লেন পাকিস্তানের এক ক্রিকেটার। টি২০ বিশ্বকাপ চলাকালীন এই চূড়ান্ত লজ্জাজনক ঘটনাটি ঘটে। এমন ঘোরতর দুর্ব্যবহারের জন্য ওই খেলোয়াড়কে কড়া আর্থিক জরিমানা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। শৃঙ্খলাভঙ্গের এই ঘটনায় বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ভাবমূর্তি আরও একবার বড়সড়ো প্রশ্নের মুখে পড়ল।

## জয় শা-কে ধন্যবাদ

**নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ :** জম্মু ও কাশ্মীরে ক্রিকেটের সার্বিক উন্নতিতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শা-কে ধন্যবাদ জানাল রনজি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন জম্মু-কাশ্মীর দল। তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে দলের সদস্যরা নিজেদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। রাজ্যে পরিকাঠামো উন্নয়ন ও তরুণ ক্রিকেটারদের তুলে আনার ক্ষেত্রে জয় শা'র ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। এই ইতিবাচক উদ্যোগ উপত্যকার ক্রিকেটে এক নতুন জোয়ার আনবে বলে আশাবাদী সকলে।

## কোয়ার্টারে লক্ষ্য

**বার্মিংহাম, ৫ মার্চ :** অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন লক্ষ্য সেন। বৃহস্পতিবার তিনি শেষ ষোলোয় ২১-১৯, ২১-২৩, ২১-১০ পয়েন্টে হারিয়েছেন হংকংয়ের নাগ কা লং অঙ্গুসকে। ৮১ মিনিটের লড়াইয়ের পর লক্ষ্য বলেছেন, 'তৃতীয় গেমের জন্য তৈরি ছিলাম। তাই অল আউট আক্রমণে যেতে সমস্যা হয়নি।' অন্যদিকে, ধ্রুব কপিলা-তানিশা কাস্ত্রো প্রি-কোয়ার্টারে হেরে গিয়েছেন হংকংয়ের তাঙ্গ চুং মান-সে ইয়াং সুয়েতের কাছে।

# আজ রবসনকে ছাড়াই নামছে মোহনবাগান

**সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ৫ মার্চ :** অপরাজিত ওডিশা এফসি-কে হারিয়ে জয়ের ধারা বজায় রাখার চ্যালেঞ্জ মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সামনে।

রবসন রোবিনহোকে নিয়ে উৎকণ্ঠা ছিলই। বৃহস্পতিবার অনুশীলনের পর বলে দেওয়াই যায় ওডিশা ম্যাচে পাঁচ বিদেশিকে পাচ্ছেন লোবেরা। রবসনের খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। বৃহস্পতিবার রিহ্যাব শুরু করলেন সবুজ-মেরুনের ব্রাজিলীয় তারকা। মাঠে নেমে শুরুতে দলের চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় তাঁকে। ঘড়ি ধরে পরের কুড়ি মিনিট ফিজিওর তত্ত্বাবধানে রিহ্যাব করলেন। আর বাকি সময়টা মাঠের ধারে বসে রইলেন। সূত্রের খবর, পুরোনো চোট নিয়েই অস্বস্তিতে রয়েছেন তিনি। আর টিম ম্যানেজমেন্টও রবসনকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না। ফলে ওডিশার পর বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচেও বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে তাঁকে।

এই পরিস্থিতিতে প্রথম একাদশে বদল আনতেই হচ্ছে লোবেরাকে। রক্ষণে আলবার্তো রডরিগেজের সঙ্গে মেহতাব সিংয়ের শুরু করার সম্ভাবনাই বেশি। শুভাশিস বসুকে এই ম্যাচেও বসতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে

**আইএসএলে আজ**

**মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম ওডিশা এফসি**

**সময় :** বিকাল ৫টায়
**স্থান :** যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
**সম্প্রচার :** সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও ফ্যানকোড অ্যাপ

দুই সাইডব্যাক হতে পারেন টেকচাম অভিষেক সিং ও অময় রানাওয়াডে। মাঝমাঠে হয়তো আপুইয়া-অনিরুদ্ধ থাপাই শুরু করবেন। সামনে দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেমি ম্যাকলারেনের খেলাও একরকম নিশ্চিত। রবসনের অনুপস্থিতিতে দুই প্রান্তে লোবেরা কাদের ব্যবহার করেন সেটাই দেখার। লিস্টন কোলাসো-মনবীর সিংয়ের খেলার সম্ভাবনা যেমন রয়েছে, তেমন তাদের একজনকে খেলিয়ে সঙ্গে জেসন কামিন্সকে জুড়ে দেওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ম্যাচের আগে অনুশীলনেও এই ব্যাপারে কোনও স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।

বিদেশিহীন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে পাঁচ গোল দিয়েছে মোহনবাগান। ওডিশার দলেও বিদেশি ফুটবলারের সংখ্যা মাত্র এক। তবুও তাদের নিয়েও বাড়তি সতর্ক বাগান কোচ সের্জিও লোবেরা। দুটো মরশুম ওডিশার দায়িত্বে ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এই দলের একাধিক ফুটবলার তাঁর হাতের তালুর মতো চেনা। ওডিশার শক্তি-দুর্বলতা সম্পর্কেও প্রাথমিক ধারণা রয়েছে।

*প্রস্তুতিতে জেমি ম্যাকলারেন।*

শুধু তাই নয়, প্রতিটা দলের ওপরই যে লোবেরার তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে ওডিশা ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনেই তা বুঝিয়ে দিলেন তিনি। বলেছেন, 'ওডিশা বেশ ভালো দল। আমরা সতর্ক না থাকলে ওরা বিপজ্জনক হতে পারে।' বাগানের স্প্যানিশ কোচ আরও বলেছেন, 'ওডিশায় সেভিয়ার গামা, রাহুল কেপি, রহিম আলির মতো ফুটবলার রয়েছে। আমার সময়ের নিয়মিত খেলোয়াড় ওরা। তাই ম্যাচটা সহজ হবে না।'

# চার্টার্ড বিমানে বাড়ি ফিরবেন হোপরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ মার্চ :** মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ-পরিস্থিতির জেরে টি২০ বিশ্বকাপ খেলে দেশে ফেরা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় পড়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল। ১ মার্চ ইডেন গার্ডেন্সে ভারতের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়ার পর গত পাঁচদিন ধরে কলকাতাতেই আটকে রয়েছেন ড্যারেন স্যামি, শাই হোপরা। দিনের পর দিন এভাবে হোটেলে আটকে থাকায় স্বাভাবিকভাবেই দলের অন্দরে বিরক্তি এবং অধৈর্য বাড়ছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় আইসিসি ও বিসিসিআইয়ের কাছে হতাশা উগরে দিয়ে হেড কোচ ড্যারেন স্যামি লেখেন, 'আমরা দ্রুত বাড়ি ফিরতে চাই। পাঁচদিন কেটে গেল, অথচ আমরা পুরো অন্ধকারে। দেশে ফেরা নিয়ে আগামী দিনে কী পরিস্থিতি হতে চলেছে, তা অন্তত আমাদের জানানো হোক।' পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্য হয়েই ক্যারিবিয়ানদের ফেরার কথা ছিল। কিন্তু গালফ অঞ্চলে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির কারণে ওই

রুটের বেশিরভাগ উড়ান বাতিল হয়ে গিয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, আইসিসি এবং তাদের এয়ারলাইন্স পার্টনারদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। খেলোয়াড়দের নিরাপত্তার বিষয়টি সুনিশ্চিত করেই বিকল্প রুটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

অবশেষে বৃহস্পতিবার রাতে মেলে স্বস্তির খবর। জানা যায়, কলকাতা থেকে বিশেষ চার্টার্ড বিমানে দেশে ফিরছে স্যামি-ব্রিগেড। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খবরের সত্যতা স্বীকার করে ক্যারিবিয়ান হেড কোচ জানিয়েছেন, গোটা দল এই মুহূর্তটার জন্যই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। অন্যদিকে, যুদ্ধ-জটে আটকে পড়া জিম্বাবোয়ে দলও ইতিমধ্যেই ঘুরপথে দেশের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। আইসিসি-র নতুন ব্যবস্থায় দুবাইয়ের বদলে ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবা হয়ে হারারে ফিরছে সুপার এইট থেকে বিদায় নেওয়া সিকান্দর রাজার দল।

## শুভেচ্ছা

### জন্মদিন

☺ কৌশিকী ব্যানার্জি (দিদান) : তোমার ৯ম জন্মদিনে জানাই প্রাণভরা আদর। সুস্থ থেকো, অনেক বড় হও। আম্মা, মা, বাবা (ভোলারডাবরি-আলিপুরদুয়ার), দাদান, দিদুন, মাম্মাম, মিন্নি, বড়দিমা, ছোড়দিমা, টুটামা, নানুমা। শিবযজ্ঞ, কোচবিহার।

*হ্যাটট্রিক করে জোয়াও পেদ্রো।*

## ম্যান ইউয়ের হার, জয়ী চেলসি

**লন্ডন, ৫ মার্চ :** অবশেষে জয় রথ থামল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের।

প্রিমিয়ার লিগে নিউক্যাসলের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে ২-১ গোলে হার মাইকেল ক্যারিকের ছেলেদের। প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে লাল কার্ড দেখেন নিউক্যাসলের জ্যাকব র‍্যামসে। উলটে র‍্যামসে লাল কার্ড দেখার কয়েক মিনিটের মধ্যে অ্যান্থনি গর্ডন পেনাল্টি থেকে গোল করে নিউক্যাসলকে এগিয়ে দেন। গোল খাওয়ার চার মিনিটের মধ্যে লাল ম্যাঞ্চেস্টারকে সমতায় ফেরান ক্যাসেমিরো। ম্যাচের অন্তিম লগ্নে নিউক্যাসলের হয়ে জয়সূচক উইলিয়াম ওসুলা।

অন্য ম্যাচে চেলসি ৪-১ গোলে হারিয়েছে অ্যাস্টন ভিলাকে। দ্য ব্লুজের হয়ে হ্যাটট্রিক করেন স্প্যানিশ তারকা জোয়াও পেদ্রো। অপর গোলটি কোল পামারের। অ্যাস্টন ভিলার গোলস্কোরার ডগলাস লুইজ। আপাতত ২৯ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে রয়েছে চেলসি। ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ২-২ গোলে ড্র করেছে নটিংহ্যাম ফরেস্টের সঙ্গে। ৩১ মিনিটে অ্যান্টোনিও সেমেনিওর গোলে সিটি এগিয়ে যায়। ৫৬ মিনিটে খেলায় সমতা ফেরান মরগ্যান গিবস-হোয়াইট। ৬২ মিনিটে রড্রি ফের এগিয়ে দেন ম্যান সিটিকে। কিন্তু ৭৬ মিনিটে ইলিয়ট অ্যান্ডারসনের গোল তাদের আশাহত করে।

## মিত্র সম্মিলনীর অকশন ব্রিজ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ :** মিত্র সম্মিলনীর উত্তরবঙ্গভিত্তিক একদিবসীয় অকশন ব্রিজ রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। মিত্র সম্মিলনীর সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, চ্যাম্পিয়নদের সনৎ রায় ট্রফি দেওয়া হবে। রানার্সদের জন্য থাকছে তপন ভট্টাচার্য ট্রফি। তৃতীয় স্থানের জন্য রমেনচন্দ্র দে ট্রফি রাখা হয়েছে। মিত্র সম্মিলনীর কক্ষে অনুষ্ঠেয় প্রতিযোগিতায় শনিবার সন্ধে ৬টা পর্যন্ত নাম লেখানো যাবে।

## চ্যাম্পিয়ন মংপু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ :** রাজ্য শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের পরিচালনায় আয়োজিত আন্তঃ বাগান ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল মংপু প্ল্যান্টেশন। দাগাপুর চা বাগান মাঠে বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে জিতেছে সুকনা চা বাগানের বিরুদ্ধে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। ফাইনালের সেরা মংপুর ওয়ান্দুপ তামাং। প্রতিযোগিতার সেরা সুকনার সুব্রত সোরেন নির্বাচিত হয়েছেন। সেমিফাইনালে মংপু জিতেছিল সামসিং চা বাগানের বিরুদ্ধে। জয়ন্তিকা চা বাগান হারিয়ে দেয় সুকনাকে।

### টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের সর্বোচ্চ স্কোর

| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফলাফল | সাল |
|---|---|---|---|
| ২৫৬/৪ | জিম্বাবোয়ে | ভারত জয়ী | ২০২৬ |
| ২৫৩/৭ | ইংল্যান্ড | ভারত জয়ী | ২০২৬ |
| ২১৮/৪ | ইংল্যান্ড | ভারত জয়ী | ২০০৭ |
| ২১০/২ | আফগানিস্তান | ভারত জয়ী | ২০২১ |
| ২০৯/৯ | নামিবিয়া | ভারত জয়ী | ২০২৬ |

### নজরে পরিসংখ্যান

০ ২০১৪ সালের টি২০ বিশ্বকাপের পর নৈশালোকে নকআউট ম্যাচে প্রথম ব্যাটিং করে জয়ের সংখ্যা (এদিনের আগে পর্যন্ত)।

১৯ সেমিফাইনালে ভারতের ইনিংসে ছক্কার সংখ্যা। যা টি২০ বিশ্বকাপে যুগ্মভাবে এক ইনিংসে সর্বাধিক।

৪৯৯ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার ভারত ও ইংল্যান্ডের সম্মিলিত রান। টি২০ আন্তর্জাতিকে এই দুই দলের ম্যাচে প্রথমবার এত রান উঠল।

৭ ভারতীয় ইনিংসে জোফ্রা আর্চারের হজম করা ছক্কার সংখ্যা। যা টি২০ বিশ্বকাপে কোনও এক বোলারের যুগ্মভাবে সর্বাধিক ওভার বাউন্ডারি হজমের সংখ্যা।

১ ভারতীয় ইনিংসে ১৪ নম্বর ওভারেই একমাত্র কোনও বাউন্ডারি আসেনি। বোলার ছিলেন উইল জ্যাকস।

# ছন্নছাড়া ফুটবল খেলে ১ পয়েন্ট ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল এফসি-০ এফসি গোয়া-০

**সায়ন ঘোষ**

**কলকাতা, ৫ মার্চ :** আগের ম্যাচে হারের পরেও উন্নতি হল না ইস্টবেঙ্গলের। এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে পারফরমেন্স আরও তলানিতে। তারপরেও কপালজোরে ১ পয়েন্ট পেল অস্কার ব্রুজোঁর দল।

প্রতিপক্ষ কোচরা এখন বুঝে গিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের আসল চালিকাশক্তি ব্রাজিলীয় ফুটবলার মিগুয়েল ফিগুয়েরা। এফসি গোয়ার অভিজ্ঞ কোচ মানোলো মার্কুয়েজ তাঁকে আটকাতে ব্যবহার করলেন সাহিল তাভোরাকে। ফলে মিগুয়েল আটকে যেতেই ইস্টবেঙ্গল মাঝমাঠের কঙ্কালসার চেহারা বেরিয়ে আসে। ফলে সারা মাঠজুড়ে দাপিয়ে গেলেন ব্রাইসন ফার্নান্ডেজ, বরিস সিংরা।

রক্ষণ জমাট করতে লালচুংনুঙ্গাকে লেফট ব্যাকে ঠেলে মহম্মদ রাকিপকে রাইট ব্যাকে ফিরিয়ে ছিলেন অস্কার। কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হয়নি।কেভিন সিবিল্লের অনুপস্থিতি প্রতি ম্যাচেই টের পাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। তবে লাল-হলুদের ভঙ্গুর রক্ষণভাগে একমাত্র ব্যতিক্রম আনোয়ার আলি। এদিন বেশ কয়েকবার নিখুঁত ট্যাকল করে দলকে বাঁচিয়ে দেন তিনি। ৭ মিনিটে বক্সে বিপজ্জনক হওয়া ঈশানকে নিখুঁত ট্যাকল করে দলের পতন রোধ করেন আনোয়ার। মিনিট কয়েক পরে আকাশ সাঙ্গোয়ানের ক্রস ঈশান পান্ডিতার কাছে পৌঁছানোর আগে ক্লিয়ার করেন আনোয়ার।

ইস্টবেঙ্গলের প্রথম গোলের সুযোগ পায় ২৭ মিনিটে।বাঁদিক থেকে বিপিন সিং ক্রস রাখেন ইউসেফ এজেজ্জারির উদ্দেশ্যে। কিন্তু বলে পায়ে ঠিকমতো সংযোগ ঘটাতেই পারেননি লাল-হলুদের স্প্যানিশ স্ট্রাইকার। প্রথম দুই ম্যাচে চার গোল করা ইউসেফকে এদিন বিপজ্জনক হতে দিলেন না পল মোরেনো ও সন্দেশ ঝিংগান।মিগুয়েল নিষ্প্রভ থাকায় তিনি সেভাবে বলও পাননি। ফলে বারবার নীচে নেমে এলেন। আগের ম্যাচে জামশেদপুর এফসি প্রণয় হালদারকে দিয়ে মিগুয়েলকে বোতলবন্দি করে রেখেছিল। এদিন লাল-হলুদ প্রাণভোমরাকে আটকাতে গোয়া ব্যবহার করল সাহিলকে। যে বিদেশি মিডিওকে প্রণয়, সাহিলের মতো গাট্টাগোট্টা চেহারার ভারতীয়রা আটকে দিচ্ছেন, সেই বিদেশি কতটা ভালো এবার সেই নিয়েও প্রশ্ন উঠবে। শুধু মিগুয়েল নন, এদিন এডমুন্ড লালরিনডিকাকেও নিজের ছন্দে দেখা যায়নি। এই ম্যাচেও খেলেননি সাউল ক্রেসপো। মহেশ প্রথম একাদশে সুযোগ পেলেও দাগ কাটতে ব্যর্থ।ম্যাচের ৩৫ মিনিটে ব্রাইসনের দুরন্ত শট প্রভসুখান সিং গিল বাঁচিয়ে দেন। এর কয়েক মিনিট পরে আরও একবার গোলের সুযোগ পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। ৪২ মিনিটে মহম্মদ বসিম রশিদের দুরপাল্লার শট এফসি গোয়ার গোলরক্ষক ঋত্বিক তিওয়ারির হাত ফসকে পোস্টে লেগে ফিরে আসে। তার ঠিক আগেই গোটা দুয়েক সহজ সুযোগ নষ্ট করেন ঈশান পান্ডিতা। প্রথমার্ধে গোলশূন্য থাকার জন্য ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা এই ভারতীয় ফরোয়ার্ডকে ধন্যবাদ জানাতেই পারেন।

দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফিরতে পিভি বিষ্ণু ও অ্যান্টন সোজবার্গকে মাঠে নামান অস্কার। ফলে লাল-হলুদের আক্রমণে কিছুটা গতির সঞ্চার হয়। কিন্তু তাতেও অবশ্য লাভের লাভ হয়নি। উলটে ৭৬ মিনিটে আবদুল রাবির পাস থেকে রেনিয়ার ফার্নান্ডেজের শট গোলে থাকলে কপালে দুঃখ ছিল ইস্টবেঙ্গলের। ম্যাচের সংযোজিত সময়ে রশিদের শট পেনাল্টি বক্সে থাকা আকাশের হাতে লাগে। ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়রা পেনাল্টির আবেদন করলেও রেফারি তাতে সাড়া দেননি।

ম্যাচের পর কোচ অস্কার বলেছেন, 'এফসি গোয়ার মতো দলের বিরুদ্ধে ১ পয়েন্ট খারাপ নয়। আমরা কেরালা ব্লাস্টার্স ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ম্যাচে মনঃসংযোগ করছি।' নিজের চাকরি বাঁচাতে ও দলকে লিগ তালিকায় ভাসিয়ে রাখতে আপাতত দুই দুর্বল প্রতিপক্ষ কেরালা ব্লাস্টার্স ও মহমেডানের বিরুদ্ধে পুরো পয়েন্ট পাওয়াই লক্ষ্য ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ কোচের।

**ইস্টবেঙ্গল : প্রভসুখান, রাকিপ, আনোয়ার, জিকসন, লালচুংনুঙ্গা (জয়), রশিদ, মিগুয়েল, এডমুন্ড (অ্যান্টন), বিপিন (ডেভিড), মহেশ (বিষ্ণু), ইউসেফ।**

*গোলমুখ খুলতে ব্যর্থ অ্যান্টন সোজবার্গরা। জয় অধরা ইস্টবেঙ্গলের। ছবি : ডি মণ্ডল*

# বুমরাহকে সাফল্যের কৃতিত্ব দিচ্ছেন সঞ্জু

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

**অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়**

**মুম্বই, ৫ মার্চ :** ইডেন গার্ডেন্স তাঁকে দিয়েছিল ভরসা। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম দিল প্রতিষ্ঠা।

সঞ্জু স্যামসন এখন টিম ইন্ডিয়ার নয়া মসিহা। সাফল্যের নায়ক।

ক্রিকেটের নন্দনকাননে করেছিলেন অপরাজিত ৯৭। বাণিজ্যনগরীতে আজ করলেন ৮৯। দুই ম্যাচেই শতরান পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পাননি সেমিফাইনালের সেরা সঞ্জু। নিজে ম্যাচ সেরা হওয়ার পরও টিম ইন্ডিয়ার সাফল্যের নেপথ্য নায়ক ভারতের টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালে পৌঁছানোর সাফল্যের যাবতীয় কৃতিত্ব দিয়ে গেলেন সতীর্থ জসপ্রীত বুমরাহকে। বাঁধভাঙা আবেগের ওয়াংখেড়ের রাতে ম্যাচের সেরা হয়ে সঞ্জু বলে দিলেন, 'দলের সাফল্যের কৃতিত্ব দিতে চাই বুমরাহকে। ওর মতো বোলার প্রজন্মে একবারই আসে। ওর জন্যই ম্যাচ জেতা নিয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না আমাদের।' জোড়া শতরান হাতছাড়া প্রসঙ্গে সঞ্জু বলছেন, 'আরে দুটো শতরান মিসের কথা কেন বলছেন? ৯৭ ও ৮৯ রানটা যথেষ্ট বড়। যদি নিয়মিতভাবে আমার খেলা অনুসরণ করেন, তাহলে দেখবেন আমি দলের কথা ভেবে খেলি।'

শুক্রবারই টিম ইন্ডিয়া আহমেদাবাদ পৌঁছে যাচ্ছে। রবিবার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ফাইনাল। প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। তার আগে রাতের সাংবাদিক সম্মেলনে ওয়াংখেড়ের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ সঞ্জু বলছেন, 'এমন একটা সময়ের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় ছিলাম। মোবাইল খুব একটা ব্যবহার করতাম না। সমাজমাধ্যম থেকেও নিজেকে অনেকদিন দূরে সরিয়ে নিয়েছি। কঠিন সময়ে পাশে থেকে ভরসা দেওয়ার জন্য নিজের পরিবারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

শেষ কয়েক মাস সঞ্জুর জীবন দেখে ফেলেছে দুনিয়ার সবরকমের ওঠাপড়া। বিশ্বকাপের স্কোয়াডে তাঁর থাকা নিয়েও ছিল সংশয়। পরে প্রথম একাদশে জায়গা পাওয়া নিয়েও কম বিতর্ক হয়নি। সঞ্জু আজ চওড়া হাসি নিয়ে বলছেন, 'খুব কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। কঠিন সময় থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলাম। দলের সাফল্যে অবদান রাখতে চাইছিলাম। কিন্তু সেটা পারছিলাম না। অবশেষে ছবিটা বদলে দিতে পেরেছি।' ইডেনের পর ওয়াংখেড়ে, জীবনের সেরা সময় কি এটাই? জবাবে সঞ্জু প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে শুনিয়ে দিলেন, 'অবশ্যই সেরা সময়। তবে মনে রাখবেন, এখনও একটা ম্যাচ বাকি রয়েছে আমাদের। আর সেই ম্যাচটাই ফাইনাল।'

*ইংল্যান্ডের শেষ আশাও শেষ। জ্যাকব বেথেল রান আউট হতেই বুমরাহ-ঈশান-সঞ্জুরা।*

*হ্যারি ব্রুকের অসাধারণ ক্যাচ ধরার পুরস্কার। অক্ষর প্যাটেলকে চুম্বন হার্দিক পান্ডিয়ার।*

# ব্রুকের ক্যাচটা বেশি কঠিন ছিল : অক্ষর

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

**অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়**

**মুম্বই, ৫ মার্চ :** মুখে তৃপ্তির হাসি। শরীরী ভাষায় ভরপুর আত্মবিশ্বাস।

মধ্যরাতের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের প্রেস বক্সের ঠিক পিছনে মিক্সড জোনে যখন হাজির হলেন অক্ষর প্যাটেল, দেখে মনে হচ্ছিল তিনিই মুম্বইয়ের বাদশা।

জোড়া ক্যাচ ধরে ম্যাচের রং বদলেছেন। ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি ব্রুকের অবিশ্বাস্য ক্যাচের ঘোর কাটার কিছু সময় পরই উইল জ্যাকসের ক্যাচ। দুটোর মধ্যে কোন ক্যাচটা সেরা? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্রই অক্ষরের আত্মবিশ্বাসী জবাব, 'পরিস্থিতি অনুযায়ী দুটো ক্যাচের পটভূমি ছিল আলাদা। ব্রুকের ক্যাচটা ধরে মনে হয়েছিল দুর্দান্ত ক্যাচ নিলাম। পরে ইংল্যান্ডের পার্টনারশিপ ভাঙার লক্ষ্যে জ্যাকসের ক্যাচটাও গুরুত্বপূর্ণ মনে হল। ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস, ব্রুকের ক্যাচটাই বেশি কঠিন ছিল।'

ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ভারত এখন টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে। রবিবার আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফাইনাল। ঘরের মাঠে ফাইনাল খেলার স্বপ্ন এখন থেকেই দেখছেন অক্ষর। তার আগে টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়ক বলছিলেন, 'টি২০ ক্রিকেটে ২৫৩ বড় রান। আমাদের কখনোই মনে হয়নি খেলার ফল অন্য কিছু হতে পারে। নিজেদের উপর বিশ্বাস ছিলই। তাছাড়া ইংল্যান্ড যখন প্রবলভাবে রান তাড়া করছিল, তখন আমরা জানতাম ডেথ ওভারে জসপ্রীত বুমরাহ ও অর্শদীপ সিংয়ের ওভার বাকি রয়েছে।' টি২০ বিশ্বকাপের আসরে সব ম্যাচে সুযোগ পাননি অক্ষর। কিন্তু যখনই সুযোগ পেয়েছেন, তখনই সেরাটা দিয়েছেন। ওয়াংখেড়েতে আজ তেমনই একটা দিন ছিল।

> টি২০ ক্রিকেটে ২৫৩ বড় রান। আমাদের কখনোই মনে হয়নি খেলার ফল অন্য কিছু হতে পারে। নিজেদের উপর বিশ্বাস ছিলই। তাছাড়া ইংল্যান্ড যখন প্রবলভাবে রান তাড়া করছিল, তখন আমরা জানতাম ডেথ ওভারে বুমরাহ ও অর্শদীপের ওভার বাকি রয়েছে।
>
> -অক্ষর প্যাটেল

*ফাইনালে উঠে উচ্ছ্বসিত সূর্যকুমার যাদব ও হার্দিক পান্ডিয়া। বৃহস্পতিবার।*

অক্ষর সুযোগ পেলেই যখন দলকে ভরসা দিচ্ছেন, তখন বরুণ চক্রবর্তী নিজস্ব ছন্দে নেই। তার জন্য সমস্যা দেখছেন না অক্ষর। ফাইনালে ওঠার লক্ষ্যে কোচ গৌতম গম্ভীর আজ বারবার মাঠে দলকে বার্তা পাঠাচ্ছিলেন। কী পরামর্শ ছিল কোচের? অক্ষর চওড়া হাসি নিয়ে বলে দিলেন, 'খেলা শুরুর আগে টিম হাডলে সূর্যভাই বলেছিল, আমরা আজ কোনও আবেগ দেখাব না মাঠে। তাছাড়া কোচ বারবার বলছিলেন, মাথা ঠান্ডা রাখতে। এভাবেই সফল আমরা।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা অনিল ঘোষ - কে

08.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 49B 11197 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে অনেক আশীর্বাদ করেছে এবং আমি এখন কোটিপতি হয়েছি। আমরা যখন বড় হব তখন কোটিপতি হওয়া অনেক আনন্দের। এই বিশাল পুরস্কারের টাকা আমাকে জীবনে যা খরচ হবে তা মোকাবেলা করতে এবং সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করতে সাহায্য করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

## সূর্যনগরকে হারাল দাদাভাই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ :** মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের সুপার সিক্সে বৃহস্পতিবার দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ৪ উইকেটে হারিয়েছে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে। টসে জিতে সূর্যনগর ৩৫.৪ ওভারে ১৪৯ রানে অল আউট হয়। তুফান রায় ৪৭ ও রুদ্রবীর সিং ২০ রান করেন। ম্যাচের সেরা সূর্যপ্রতাপ ভৌমিক ২০ রানে ফেলে দেন ৫ উইকেট। জবাবে দাদাভাই ৩০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫৩ রান তুলে নেয়। সম্রাট দে ৮০ ও শুভঙ্কর দে ৩৭ রান করেন। মহীন বর্মন ২০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। শুক্রবার তরুণ তীর্থ মুখোমুখি হবে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের।

*ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের সূর্যপ্রতাপ ভৌমিক।*

### সাতপাকে বাঁধা পড়লেন শচীন-পুত্র

*- খবর এগারোর পাতায়*

# ছাঁটাই রশিদ, অধিনায়ক জাদরান

**কাবুল, ৫ মার্চ :** টি২০ বিশ্বকাপে ব্যর্থতার জের। সপ্তাহ খানেক কাটতে না কাটতেই আফগানিস্তান ক্রিকেটে বড়সড়ো পালাবাদল। দীর্ঘদিনের অধিনায়ক ও আফগান ক্রিকেটের 'মুখ' রশিদ খান ছাঁটাই। পরিবর্তে দায়িত্বে এলেন ইব্রাহিম জাদরান। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আসন্ন সাদা বলের জোড়া সিরিজ থেকে আফগান ক্রিকেটে শুরু হচ্ছে জাদরান-যুগ।

আগামীর ভাবনায় এই পরিবর্তন। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কথা মাথায় রেখে জাদরানকে গুরুভার। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাচক আহমদ শা সুলিমানখিল জানিয়েছেন, রশিদের

### পালাবদল আফগান ক্রিকেটে

নেতৃত্ব দেশীয় ক্রিকেটকে নয়া ধাপে পৌঁছে দিয়েছে। আগামীর ভাবনায় এবার জাদরানকে সামনে রেখে এগোনোর সিদ্ধান্ত। আশাবাদী, অধিনায়ক হিসেবে জাদরান দলকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে।

দীর্ঘদিন রশিদের সহ অধিনায়কের দায়িত্ব সামলেছেন জাদরান। তবে পুরোদস্তুর দায়িত্ব প্রথমবার পাচ্ছেন আফগানিস্তানের এই তারকা টপ অর্ডার ব্যাটার। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জোড়া সিরিজের দলেও একাধিক রদবদল করা হয়েছে। বিশ্বকাপ দলে থাকা ফজলহক ফারুকি, গুলবাদিন নাইব, মহম্মদ ঈশাককে রাখা হয়নি ওডিআই এবং টি২০ কোনও দলেই। টি২০ দলে নতুন মুখ উইকেটকিপার-ব্যাটার নুর রহমান, স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার শরাফুদ্দিন আশরফ, বাঁহাতি পেসার ফরিদ আহমদ। ওডিআই দলে ডাক পেয়েছেন ফরিদ আহমদ মালিক, ফাস্টবোলার জিয়া উর রহমান শরিফি।